BanglaBook.org

# ১৪ই ফেব্রুয়ারি

ও তার আগের কাহিনি

বুদ্ধদেব হালদার

# ১৪ই ফেব্রুয়ারি

বুদ্ধদেব হালদার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পালক পাবলিশার্স

14e february o tar ager kahini
A bengali Novel

by Buddhadeb Halder

Published by **Palok Publishers**

N0071, Mangalbari, Malda,
West Bengal-732142

facebook.com/PalokPublishers
publisherspalok@gmail.com
+91-94333-20612/13

ISBN :

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব ঃ বুদ্ধদেব হালদার

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

**কলেজস্ট্রিটে**
পালক পাবলিশার্স, রুম নং-৩০৩, ৯০/৬এ, এম.জি. রোড
(কলেজ স্ট্রিট ক্রসিং-এর কাছে)
কলকাতা-৭০০ ০০৭

Online Store : www.PalokPublishers.com
Flipkart & Amazon

₹ ৩৫৫.০০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ঃ পালক পাবলিশার্স

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের প্রতিলিপি বা মুদ্রণ করা যাবে না। ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক্স মাধ্যমের সাহায্যেও বইটির কোনও অংশের পুনরুৎপাদন করা যাবে না। শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**উৎসর্গ**

‘এ ঋণ যদি শুধিতে চাই
কী আছে হেন, কোথায় পাই-
জনম-তরে বিকাতে হবে
আপনা।’

বড়দা শ্রী সুকুমার হালদার
বড়ো বউদি শ্রীমতী সোমা হালদার
শ্রীচরণকমলেষু

উ প ন্যা স

# ১৪ই ফেব্রুয়ারি

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

**নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।**

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

## ভূমিকা

আমার কোনও বইয়ের জন্যই ভূমিকার প্রয়োজন পড়ে না। এ-বইয়ের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু প্রয়োজনের চাইতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দায়িত্ব অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। এই বইটি অনেক দিক থেকেই বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি মনে করি। তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। সেগুলির কিছু কিছু অবশ্যই আমার লিখে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছি। তবে সেসব লেখার আগে এ উপন্যাস লিখিত হওয়ার নেপথ্যে যে দীর্ঘ প্রস্তুতি ও নানাবিধ ঘটনা রয়েছে সেসম্পর্কে না বললেই নয়। ভবিষ্যতে যাতে কোনও পাঠক, গবেষক কিংবা সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা অন্ধকারে একবুক জলে না পড়ে যান, তাই এই ভূমিকাটুকুর আপাত ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

আমার ছেলেবেলাটা ছিল খুব উদ্ভট ধরণের। অসম্ভবরকম এলোমেলো হয়ে কেটেছে সেই সময়ের দিনগুলি। ছেলেবেলায় একটা স্বপ্ন আমাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে বারবার। ক্লাস এইট থেকে কলেজজীবনের শুরু পর্যন্ত একই স্বপ্ন আমাকে মুহূর্তের জন্যেও তিষ্ঠোতে দেয়নি। বেশকিছু ডাক্তার এবং মন্দিরবাড়িও সেসময় নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়েছে ঠিক এই কারণেই। কিন্তু তাতে সুরাহা কিছু পাওয়া যায়নি। সেই সময় ওই স্বপ্নটা মাঝেমধ্যেই আমি ঘুমের মধ্যে দেখতাম। প্রতিবার একই ঘটনা। একই চিত্র। প্রতিবারই দেখতাম কোনও এক সাধককে চাবুক মারা হচ্ছে। মানুষটির পরনে সাদা ধুতি। খালি গা। মাথায় তিলক। এবং চাবুক দিয়ে ক্রমাগতই প্রহার করা হচ্ছে তাকে। মানুষটির মুখে যন্ত্রণার কোনও অভিব্যক্তি নেই। সামান্য হাসি লেগে রয়েছে তার চোখে। স্বপ্নটা এটুকুই। কিন্তু বারবার একই স্বপ্ন কেন আমার মাথায় ঘোরাফেরা করত আমি জানি না। তবে যদি এটা শুধু স্বপ্ন হত তাহলে হয়তো খুব একটা সমস্যায়

পড়তে হত না আমায়। কিন্তু ঠিক যেকবার এই স্বপ্ন দেখেছি, ততবারই অনুভব করেছি প্রতিটা চাবুকের কশাঘাতে আমার পিঠ ব্যথায় টনটন করে উঠেছে। একটা স্বপ্ন কখনও এমন দৈহিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু এই ঘটনা আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘটেছে। এরপর একটা সময় পরে সেটা নিজে থেকেই কমে যায়। এবং এই বিষয়টা আমার স্মৃতি থেকেও আস্তে আস্তে মুছে যেতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটি বই পড়ে আমি আঁতকে উঠি। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি করছি। আমাদের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' পড়াতেন অধ্যাপক মানস মজুমদার। তিনি একদিন ক্লাসে কোনও একটি বিষয় নিয়ে বলতে গিয়ে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সামান্য কিছু অজানা তথ্য দিলেন। এবং কেন জানি না আমি চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলাম ভিতর ভিতর। পড়া শুরু করলাম বিভিন্ন বই। আর ঠিক সেসময়ই যেন আমার পূর্বের সেই স্বপ্নটির সঙ্গে চণ্ডীদাসের মৃত্যু দৃশ্যের হুবহু মিল খুঁজে পেলাম। শুধু যে আশ্চর্য হয়েছিলাম তা নয়, কেমন যেন একটা অসংলগ্নতা ও বিহ্বলতা তৈরি হয়েছিল আমার মধ্যে। সেটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি আজও। আর এই অসংলগ্নতা থেকেই তৈরি হয়েছে আমার প্রথম উপন্যাসের বীজ। চণ্ডীদাস বা রামী আমার উপন্যাসের বিষয় নয়। কিন্তু এই যোগসূত্রটাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারব না আমি। এই উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে হয়তো সেই বিদেহী কবির আত্মার স্পর্শ পেয়েছে আমার কলম। নেপথ্যে হয়তো আশীর্বাদ করেছেন কবি চণ্ডীদাস।

এবার আসি অন্য কথায়। এই উপন্যাসটি এমন একটি ব্যতিক্রমী মানসিক রোগ নিয়ে লেখা যা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। এ উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে খুব বেশি লিখিত তথ্য আমি পাইনি। যতটুকু পেয়েছি তা বিভিন্ন ইংরেজি নিউজ পোর্টাল ও মেডিকেল বুলেটিনে প্রকাশিত। তবে এ ব্যাপারে যাদের কাছে সব চাইতে বেশি সাহায্য পেয়েছি, তাঁরা হলেন ডাক্তার কল্যাণ ঘোষ (শিলিগুড়ি), ডা. রাতুল ব্যানার্জী (কলকাতা) এবং সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. পল্লবী রায় (দিল্লি)। এই উপন্যাসের প্রধান তিনটি নারী চরিত্রের কেউই কাল্পনিক নয়, গল্পের প্রয়োজনে তাদের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে মাত্র। আনতিদায়েফোবিয়া হল একটি ব্যতিক্রমী উদ্ভট মানসিক রোগ। এই রোগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যেকোনও স্থান থেকে একটি হাঁস

BanglaBook.org

আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এটিই হল এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ডাক্তারি ভাষায়- A person suffering from this condition feels that somewhere in the world, a duck or a goose is watching him/her

শুধু বাংলা ভাষা নয়, অন্য কোনও ভাষাতেই আনতিদায়েফোবিয়া নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও উপন্যাস লেখা হয়নি। '১৪ই ফেব্রুয়ারি' এমন একটি উপন্যাস যা এই রোগটিকে নিয়ে লেখা এখনও পর্যন্ত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে। শুধুমাত্র একটা রোগকে নিয়ে বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে আগে কখনও কোনও উপন্যাস লেখা হয়নি। উপন্যাসটি দুটি আলাদা খণ্ডে আমাকে লিখতে হয়েছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ও তার আগের কাহিনি হল প্রথম খণ্ড। শব্দ সংখ্যা আনুমানিক পঞ্চান্ন হাজার। এটিই আমার লেখা প্রথম উপন্যাস।

এই উপন্যাসটিতে গণেশ সর্দার একটি অদ্ভুত চরিত্র। তিনি গন্ধ শুঁকে কোনও মানুষের আগাম মৃত্যুর খবর বলে দিতে পারেন। রজতেন্দ্র মুখার্জী, অন্তরা গোস্বামী, রণিতা দাস কিংবা পর্ণা ঘোষ মূল চরিত্র হলেও পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে নূপুর, তন্ময়, গণেশ এবং রাঙাজ্যেঠু কিংবা বাবা ও মা -প্রত্যেকেই অন্যরকম। উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে প্রায় দুবছর ধরে ভাবতে হয়েছে আমায়। এই সাংকেতিক নাম ছাড়া অন্য কোনও ভাবেই পাঠক উপন্যাসটিকে ডিকোড করতে পারতেন না।

দীর্ঘ চার বছরের কঠোর পরিশ্রম রয়েছে এই উপন্যাসটির পিছনে। উপন্যাসটি লেখার ক্ষেত্রে দুজন মানুষ সবসময় আমাকে উৎসাহ যুগিয়ে গেছেন। তাদের কথা না লিখলে এই ভূমিকা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। প্রথমেই বলি পালক পাবলিশার্সের কর্ণধার শ্রী বর্ণদীপ নন্দীর কথা। সে আদতে আমার বন্ধু ও আত্মীয়। উপন্যাসটি লেখার জন্য যা কিছু বই আমার প্রয়োজন পড়েছে, সেগুলি যেমন করেই হোক সে আমায় জোগাড় করে দিয়েছে। আরেকটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে বর্ণদীপের অনেকটাই অবদান রয়েছে। বলতে গেলে এ উপন্যাসের নাম আমি এবং বর্ণদীপ -আমরা দুজন মিলে ফাইনাল করেছি। প্রথমে উপন্যাসের নাম রাখা হয়েছিল- ১৪ই ফেব্রুয়ারি। এরপর দীর্ঘ আলোচনার পর নামকরণ করা হয়- ১৪ই ফেব্রুয়ারি ও তার আগের কাহিনি। এই নামকরণটি বর্ণদীপের করা।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ তার নাম শ্রী তন্ময় মণ্ডল। সে আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু। জীবনে সব চাইতে খারাপ সময়গুলোতে একমাত্র সে-ই আমার সঙ্গে ছিল সবসময়। কবি হিসেবে আমি অনেক আগেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু গদ্য লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুযোগটা পেয়েছি তন্ময়ের কাছে। সে যখন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের একটি বহুল পরিচিত দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের বিশেষ দায়িত্বে ছিল, সেসময় প্রায় এক বছরের বেশি সেই পত্রিকার সাপ্লিমেন্টে আমি নিয়মিতভাবে ফিচার, আর্টিকেল, গল্প প্রভৃতি লেখার সুযোগ পাই। ফলে বড় কোনও গদ্যের বই লেখার জন্য যে অনুশীলন ও প্রস্তুতির দরকার হয়, তা ধীরে ধীরে আমার মধ্যে তৈরি হতে থাকে। আরেকটা ঘটনা হল- এই উপন্যাসটির প্রথম পাঠকও সে নিজেই। বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার এগারো মাস আগেই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তাকে দিয়ে পড়িয়েছিলাম। এবং এই বইটি নিয়ে আমরা সকলেই ভীষণ আশাবাদী।

শেষে বলি, এই বইটি উৎসর্গ করেছি সেই মানুষটিকে যাঁর হাত ধরে আমি প্রথম বাংলা ভাষা লিখতে শিখেছিলাম। তাঁকে নিয়ে লিখতে শুরু করলে এ ভূমিকা কোনদিনও শেষ হবে না। তিনি আমার বড়দা শ্রী সুকুমার হালদার। এবং এ বইটি উৎসর্গ করেছি আরও একজন মানুষকে। তিনি আমার মা-এর মতোই স্নেহময়ী। বড়বউদি শ্রীমতী সোমা হালদার। আমার ভালোবাসা সবসময় ওদের সকলের সঙ্গে থাকবে।

এই বইটির সার্বিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রম আপনাদের সকলের সাহচর্যে সার্থক হয়ে উঠুক এটুকুই কামনা করি আমি।

বুদ্ধদেব হালদার
১লা ডিসেম্বর, ২০২০
কোন্নগর, হুগলি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

...তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু একটা কল্পনার হাঁস;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

—জীবনানন্দ দাশ

## ১

আমি কি অরুণ কুমার চাটুজ্যে!

নাকি লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও?

লাইব্রেরিয়্যান আমার দিকে খুদে খুদে চোখে তাকালেন।

তাকিয়েই রইলেন। একদম স্পিকটি নট। মুখে তালা মেরে নিয়েছেন।

আমিও মিটিমিটি চোখে চেয়ে রইলাম। তার মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত। আগাপাশতলা মেপে নিলাম। বয়েস ওই আন্দাজ পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন হবে হয়তো। মাথার চুলে অল্পস্বল্প পাক ধরেছে। তবে গায়ের চামড়া এখনও বেশ টানটান। রোগা পাতলা চেহারা। গায়ের রং-টা বেশ ফর্সা। ডানহাতের অনামিকায় একটা পিওর গোল্ড রিং। নামি হলমার্ক যুক্ত খাঁটি সোনা বলতে যা বোঝায় আর কি! তিনি আমার দিক থেকে চোখ ফেরালেন না। তার চশমার কাচের রং অনেকটা মেঘাতু নীল। 'মেঘাতু নীল' শব্দটা কাব্যিক। কবিরা এ শব্দের মানে বোঝেন। আপনি-আমি সচরাচর তা বুঝতে পারব না। অবশ্য আমিও এককালে কবি ছিলুম। মানে কবিতা-টবিতা লিখতুম আর কি। এখন আর ওসবের ধার ধারি না। আরে না না! আপনি যা ভাবছেন মোটেও তা নয়। আমি কি থোড়াই এখনকার ফেবু-কবি! যে মিনিটে মিনিটে ফেসবুকে কবিতা পোস্টাবো? আর লাইক-কমেন্টে ভরে উঠবে আমার উঠোন! নাকি আমায় ভেবে নিয়েছেন নিপাট কোনও এক সখের কবি! অথবা স্বভাব কবি? দু-একটা ইগজাম্পল

BanglaBook.org

দেওয়া যাক। মনে করুন আজ বৃষ্টি হচ্ছে তুমুল। তাই বৃষ্টি নিয়ে লিখে ফেললুম দু-চার লাইন। আগামীকাল যানবাহন ধর্মঘট। তো বাংলা বন্‌ধ নিয়ে চটপট লিখে ফেললুম খাসা দুখান পদ্য। পরশু জনৈক বন্ধুর পিসতুতো বোনের দেওরের ছোটো ছেলের মুখেভাত। তাই মুখেভাত নিয়ে জম্পেশ একটা কপতে লিখে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়া চাইই চাই। এসবই ভাবছেন তো? তা আপনি মনে মনে ভেবে থাকলে ভাবতেই পারেন। আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এসবের কোনোটাই আমি নই। রীতিমতন সুনাম ছিল আমার। একসময় দুই বাংলা দাপিয়ে বেড়িয়েছি। যে পত্রিকাগুলি বাংলা কবিতা জগতকে লিড করে, সেই সমস্ত পত্রিকাতেই একাধিকবার লেখা হয়ে গিয়েছে আমার। সেসব আজ থেকে প্রায় দশ-বারো বছর আগের কথা। তখন রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তীব্র জীবনীশক্তি সম্পন্ন এক তরুণ কবি। যাকে কবিতা জগতের লাল নীল হলুদ কোনও দলই সেসময় ইগনোর করতে পারেননি। কোথায় না লিখিনি আমি? আজ 'কৃত্তিবাস' তো কাল 'দেশ'। পরশু 'কালিকলম' তো পরের দিন 'বৃষ্টিদিন'। সেসময় তো প্রায় রোজদিন আমার কবিতাপাঠ লেগেই থাকত। এই কোনও লিটিল ম্যাগের প্রকাশ অনুষ্ঠান। তো আবার ওই কোনও অ্যাকাডেমির কবিতাপাঠ। এসব লেগেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন সমস্ত কিছু থেকে সরে এলাম। সেটা নিজের ইচ্ছেতেই। 'কবি' নামক নরকের কৃচক্রী কীটেদের প্রতি আমার একটা অন্যরকম অশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল। যে কোনও কবির দিকে তাকালেই কেমন যেন তাঁকে লোভি লোভি মনে হত। মনে হত ঠগ। জোচ্চোর। প্রতারক। ধান্দাবাজ। কেন যে এরকম মনে হত তা আমি কিছুতেই ভেবে পাইনি। তবে দিন দিন ব্যাপারটা বাড়তে শুরু করেছিল। এবং নিজেকেই নিজে ঘেন্না করতে শুরু করেছিলাম। কেমন একটা ভাষাহীন মানুষ জেগে উঠত আমার ভেতর। নদীর কিনার ধরে সেই একাকী মানুষটা হেঁটে যেত উদাসীন। আর আমি তার দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে রইতাম। সে মুহূর্তে আমার ঘাড়ের কাছে কেমন একটা সুড়সুড় করত। আর আমি নিজেকে এক মুমুক্ষু কেন্নো পোকার মতন আগাগোড়া গুটিয়ে ফেলতাম। মনে হত

BanglaBook.org

পালিয়ে যাই কোথাও। পরিচিত কবিদের শ্ববৃত্তি থেকে দূরে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম সমস্তরকম কামড়াকামড়ি আর স্তাবকতার কোলাহল থেকে দূরে থাকতে। চেয়েছিলাম ক্ষমতার পোশাকি বাজার থেকে নিজেকে আড়ালে রাখতে। আর তাই হঠাৎ করেই একদিন লেখালিখি ছেড়ে দিলাম। কবিদের তুমুল কম্পিটিশন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম। এসব বহু পুরনো দিনের কথা। তখন আমার বয়েস ওই উনত্রিশের কোঠায়।

'বইয়ের নামটা আরেকবার বলুন?'

লাইব্রেরিয়্যান আমার দিকে আবার তাকালেন। দুঁদে ডিটেকটিভের মতো তার চাহনি। লাইব্রেরি ঘরটা প্রায় ফাঁকা বললেই চলে। সেভাবে খুব একটা ভিড় নেই। সবসুদ্ধু জনা ছয়েক মানুষ। তার মধ্যে কয়েকজন আবার রিডিংরুমে বসে ঝিমোচ্ছেন। এ লাইব্রেরিতে আমি একসময় নিয়মিত আসতাম। তখন দুষ্টুকাকু ওই চেয়ারটায় বসতেন। তিনিই চালাতেন লাইব্রেরিটা। কোন বইটা কোথায় রাখা আছে তা যেন তাঁর নখদর্পনে থাকত। এসব প্রায় ছ-সাত বছর আগের কথা তো হবেই। সেই কবে পড়ার অভ্যেসটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম তাও ঠিক মনে পড়ে না।

আজ হঠাৎ করে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই কী মনে করে ঢুকে পড়লুম এখানে। দেখি লোকজন সব পালটে গেছেন। নতুন মুখ সব। একের বদলে তিনজন কর্মী। একজন লম্বাওয়ালা খাতায় লেখালিখি করছেন। অন্যজন হাসিমুখে চা পান করছেন। এবং তৃতীয়জন আমার দিকে সন্দিগ্ধচিত্তে তাকিয়ে রয়েছেন।

'আজ্ঞে, গুহ সাঁতরা প্রণীত দ্বাদশ শ্রেণির জীববিদ্যা বইটি চাই।' আমি খুব মৃদুস্বরে বললাম।

আমার পাশে দাঁড়ানো ওপাড়ার সুপর্ণা কাকিও আমায় একবার আড়চোখে মেপে নিলেন। আসলে আমার হঠাৎ করে বায়োলজি পড়তে ইচ্ছে করছে। এতে দোষটাই বা কোথায়? কতদিন আসি নাই এ তীর্থধামে!

BanglaBook.org

ফ্রি রিডিং-রুমটায় বসে বসে পড়তে ইচ্ছে করছিল খুব। তাই কী বই পড়ব ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল মানুষের কেন অযৌন জনন হয় না? জানা দরকার। তাই আর কি জীববিদ্যার বইয়ের খোঁজ করছিলুম। আর তাতেই যেন সবিশেষ অবাক হয়ে গেলেন গ্রন্থাগারিক মহোদয়।

'আমরা টেক্সট বুক রাখি না।' লাইব্রেরিয়ান বললেন।

এ জাতীয় উত্তর শোনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। তাই কথা না বাড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাওয়া যেতে পারে?'

'হ্যাঁ পাবেন।'

'তাহলে সেটাই দিন।'

আমাদের মাথার উপর একটা ঘোলাটে বাল্ব জ্বলছে। অনেকটা রহস্যগল্পের মতো। শীতটাও যেন বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। জানুয়ারির শেষ দিক। এবারে হয়তো আস্তে আস্তে ঠান্ডাটা কমতে শুরু করবে। সুপর্ণা কাকি আমার মুখের দিকে চেয়ে জোর করে হাসার চেষ্টা করলেন। কী দরকার বুঝি না। হাসি পাচ্ছে না অথচ হাসতেই হবে? আশ্চর্য! অভিনয়টা হয়তো মানুষের সহজাত। প্রতিটা মুহূর্তে আমরা কোনও না কোনোভাবে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকি। অবশ্য এই ব্যাপারগুলোকে কেউ কেউ সামাজিকতাও বলতে পারেন। তাঁর বা তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই।

একটা পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া বই নিয়ে লাইব্রেরিয়ান আমার হাতে তুলে দিলেন। কতযুগ যে এ বই কোনও মানুষের ছোঁয়া পায়নি তা বোঝাই যাচ্ছে। আজকাল এমনিতেই মানুষ পড়াশোনা একপ্রকার বন্ধই করে দিয়েছে। তার উপর আবার শ্রীমদ্ভগবদগীতা! আমি বইটা হাতে নিয়ে রিডিংরুমের দিকে পা বাড়ালাম। পাতাগুলো ঝুরঝুর করছে। যেন হাত দিলেই ছিঁড়ে যেতে পারে। খুব সাবধানে টেবিলের উপর রাখতেই আমার কর্ণকুহর সজাগ হয়ে উঠল। বুঝলাম আমাকে নিয়ে আলোচনা চলছে। সুপর্ণা কাকিমা লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক মহাশয়টিকে ফিসফিস করে বলছেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ওর মাথায় একটু সমস্যা আছে।'

BanglaBook.org

'আপনাদের ওখানেই থাকে নাকি? আগে কখনও এখানে আসতে দেখিনি তো!'

'খুব ভালো একটা চাকরি করত জানেন। মাথায় লেখালিখির ঝোঁক চাপল। তারপর থেকেই এই অবস্থা।'

'বিয়ে থা হয়েছে?' চাপা গলায় উত্তেজিত হয়ে লাইব্রেরিয়ান জানতে চাইলেন।

'না, না। কে বিয়ে করবে এরকম ছেলেকে?'

'বয়েস তো ভালোই হয়েছে মনে হয়।'

'হ্যাঁ। ওই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আড্ডা মারে। আর বুড়ো বাপের টাকায় বসে বসে খায়।'

মনোযোগটা বইয়ের পাতায় সন্নিবিষ্ট করলাম। কারণ এসব ইতরজাতীয় আলোচনায় আমার আগ্রহ নেই। আর তাছাড়া আমার সম্পর্কে যা রটানো হচ্ছে তা মিথ্যে। খামোকা আমার মাথা খারাপ হতে যাবে কেন? আমি মানসিকভাবে একজন সুস্থ মানুষ। বোধ করি আমার এই চেহারা দেখে ওনারা এ কথা বলছেন। মাথায় দীর্ঘ কেশ। মুখে একগাদা দাড়িগোঁফ। এসব দেখেই কি ওরা এ ধরণের কথা বলছেন? কী জানি। হলে হতেও পারে। মানুষ নিজের মতো করে বলতেই ভালোবাসে। অর্থাৎ যাহাতে তার মানসিক তৃপ্তি হয়, সে কথাই তাহারা কল্পনা করে নিয়ে মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। তবে চাকরির ব্যাপারটা সত্য। ওটা প্রায় একবছর হল আমি ছেড়ে দিয়েছি। অবশ্য নিজের ইচ্ছেতে নয়। আমাকে কোম্পানি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। গলাধাক্কা যাকে বলে আর কি। একটি সিএনএফ-এ কাজ করতাম। থার্ড পার্টির আন্ডারে। ম্যানেজারের প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট কাজই করে দিতাম। সেটা অন্যান্যদের চোখে লাগত। সহকর্মীরা অনেকেই বারন করতেন আমায়। এতে নাকি তাদের পারফরমেন্স দিনকেদিন উইক হয়ে যাচ্ছিল। এরকমই অভিযোগ করা শুরু করলেন তারা। এবং রীতিমতন

BanglaBook.org

পিছনে পড়ে গেলেন সকলে। আমার পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষে নেই। পরিস্থিতি যখন ভয়ানক জটিল, তখনই একদিন সুব্রতদা অভিযোগ করলেন, আমি নাকি লেবার পেমেন্টের টাকা নয়ছয় করেছি। অথচ ওদিকটার হিসেব রাখতেন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ভজন বিশ্বাস। একসময় দু'মাসের জন্য ভজনবাবু ছুটি নিয়েছিলেন। চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন ভেলোরের সিএমসি-তে। ওনার পায়ে নাকি কী একটা সমস্যা হয়েছিল। সেকারণে ম্যানেজারের অনুরোধে ওই দু-মাস আমি লেবার পেমেন্টের হিসেব রাখতাম। অথচ অডিটের সময় যখন বার্ষিক হিসেবে খুব বড় অ্যামাউন্টের একটা গন্ডগোল দেখা গেল, তখন ভজনদাকে ছেড়ে সকলে আমার পিছনে পড়ে গেলেন। কিন্তু আমার দু'মাসের হিসেবে কোনও ভুল ছিল না। যাই হোক। আলটিমেটলি লবিবাজি আর চক্রান্ত করে আমাকে টার্মিনেট করে দেওয়া হল। আমিও অবশ্য কারোর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানালুম না। কারণ, এমনিতেই আর চাকরিবাকরি করতে ভালো লাগছিল না। লেখালিখি তো সেই কোন যুগে ছেড়েছি। চাকরিটা ছাড়তে পারলে যেন বেঁচে যাই এরকম মনে হত প্রায়শই। আর সুযোগ যখন এসেই গেল তখন আর অহেতুক আর্গিউমেন্ট করা পছন্দ করলুম না। তারা যা বলতে চাইলেন, আমিও তাহাই মানিয়া লইলাম। আমার কোনোই দুঃখ বা কষ্ট হইল না তাহাতে। বরং মনের মধ্যে একটা অপরূপ শান্তি অনুভব করলাম। যেন একটা বোঝা নামল ঘাড় থেকে। তারপর আর অন্য কোথাও চাকরিবাকরির চেষ্টা করিনি কখনও। ওসব আর ভালো লাগে না। বেশ কিছু টাকা জমানো আছে। তা থেকেই দিব্যি আমাদের চলে যাচ্ছে। বাবা-মা আর আমি। তিনটি প্রাণীর আর কত খরচ? যদ্দিন এভাবে চলছে চলুক না। টান পড়লে নাহয় ভাবা যাবে সেসব নিয়ে। আপাতত ইচ্ছেমতো কলস ভাসুক যমুনার জলে।

বইয়ের পাতাটা খুলতেই পুরনো গন্ধ নাকে এল। কাগজগুলো কেমন ধুলো ধুলো। অনেকটা ময়লা জমে আছে বইটিতে। বইটির দুর্দশা যেন ঢেকে রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই। হলদে হয়ে যাওয়া পাতাগুলো মাঝেমধ্যে

BanglaBook.org

পোকায় খেয়েছে। টেবিলের ওপারে খোলা জানলা দিয়ে চোখটা বাইরে গেল। সন্ধে হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নামছে। গাছেদের হলদে সবুজ পাতাগুলো হালকা হাওয়ায় নড়ছে। সেইসঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ভালো করে লক্ষ করলাম। হ্যাঁ, বৃষ্টিই তো। কী আশ্চর্য! একেই এই শীত হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তার উপর এই বৃষ্টি! ইসকা অসড় বুড়া হোগা। ইচ্ছে হল আজকের এই সন্ধেটা হাতের মুঠোয় তুলে রাখি। ভালোবাসা দিয়ে পুষতে ইচ্ছে করছে মায়াবী মুহূর্তটাকে। অন্তত প্রকৃতি সেরকমই সেজে উঠেছে। আচ্ছা, এই মুহূর্তে যদি লোডশেডিং হয়? কথাটা মনে আসতেই উপরের দিকে তাকালাম। অপূর্ব নীল আলোর মোহ। অনেকটা ভোরবেলার স্বপ্নের মতো। রিডিংরুমের চারপাশটা তাকিয়ে দেখলাম। আমার টেবিলের বিপরীতেই একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা। কী একটা বই পড়ছেন। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে বুঝলাম তিনি রান্নার রেসিপি নিয়ে ব্যস্ত। বেগুন দিয়ে কীভাবে শুঁটকি মাছ রান্না করতে হয় সেটাই বিড়বিড় করে পড়ছেন তিনি। হয়তো আগে কখনও চেখে দেখেননি, তাই ভদ্রমহিলার এহেন দুর্দশা। যাকগে কী আর বলব? আমি নিজের নোলাটাকে সামলে নিলুম। বহুকাল শুঁটকি খাই নাই। চূড়ান্ত বেদনায় বেজে উঠল মোহনবাঁশি। পাশের টেবিলে তাকাতেই আপসেট হয়ে পড়লুম। নাকের গোড়ায় চশমাটা নামিয়ে একজন কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়ছেন। ওদিকে না তাকানোই ভালো। মহাপুরুষরা বলে গেছেন, জটিল বস্তুকে ইগনোর করতে শেখো। আমিও তাকে ইগনোর করলুম। বরং একদম কোণার দিকের টেবিলটায় চোখ পড়তেই মনের মধ্যে হর্ষ অনুভব করলুম। অনেকটা 'ময়ূরী নাচিছে হরষে' এর মতন ফিলিংস। দুজন কমবয়সী ছেলেমেয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছেন। দেখে মনে হল কলেজ স্টুডেন্ট। পড়াশোনাটা আসলে ওদের উদ্দেশ্য নয়। ওরা আস্তে আস্তে গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। ইনটেলেকচ্যুয়াল কপোত-কপোতী বলতে যা বোঝায় আর কি! সময়ের বড্ড অভাব। বুঝতেই পারছি। তাই একই সঙ্গে পড়াশোনা ও প্রেম করার

BanglaBook.org

সেরা জায়গা রামকৃষ্ণ পাঠাগারের এই ফ্রি রিডিংরুম। আসুন শহরের সমস্ত প্রেমিক-প্রেমিকাগণ। একই সঙ্গে প্রেম ও পড়াশোনা করিয়া যান আমাদের পাবলিক পাঠাগারে। উঠে দাঁড়িয়ে এই ধরণেরই একটা বক্তৃতা দেওয়ার কথা ভাবছিলুম। ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল 'নিজের চরকায় তেল দিন' বাংলার এই ব্লকবাস্টার উদ্ধৃতিখানি। অতএব কাউকে ডিস্টার্ব না করে নিজের বইতে মুখ গুঁজে দিলুম।

শ্রীভগবান বলিলেন, ইহা কাম। ইহাই ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন। ইহা দুষ্পূরণীয়। এবং অতিশয় উগ্র। ইহাকে সংসারে শত্রু বলিয়া জানিবে। 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।' আমি চোখ তুলে তাকালাম। বাইরে আর বৃষ্টি পড়তে দেখছি না। লাইব্রেরির যেদিকটায় পুরনো বইয়ের র‍্যাকগুলো সাজানো আছে, সেদিকে চোখ পড়তেই আমার সেই পুরনো ভয়টা জাঁকিয়ে বসল। একটা হাঁস। পীতাভ তার ডানার রং। হ্যাঁ, সেই হাসঁটাই তো! কয়েকদিন ধরেই আমাকে ফলো করছে। আমি কোথায় যাচ্ছি কী খাচ্ছি কোথায় শুচ্ছি সবকিছুই। সবকিছু নজরে রাখছে হাঁসটা। গত কয়েকদিন ধরেই দেখছি। অথচ কাউকে বলতেও পারছি না কথাটা। কারণ হাঁসটাকে শুধু আমিই দেখছি। আর কেউ দেখছে না। এই সেদিনই বাড়িতে খেতে বসেছি সকলে মিলে, হঠাৎ দেখলাম আমারই পায়ের কাছে টেবিলের নীচে হাঁসটা বসে আছে। চিৎকার চেঁচামেচি করতেই বাবা বললেন, 'তোর মাথাটা গেছে। ডাক্তার দেখা।' সত্যিই কি আমার মাথাটা খারাপ হতে বসেছে? আমি কি ভুল দেখছি! কিন্তু তা কী করে সম্ভব? এই তো স্পষ্ট দেখছি আমার দিকে দুটো চোখ তাকিয়ে রয়েছে। ওই চোখদুটোর দিকে তাকানো যায় না। শরীর এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে যাচ্ছে দৃষ্টি। মাথার ভিতরে স্বর্গীয় রসায়ন। নিরবধিকাল ধরে ভাঙতে থাকা স্রোত। ওই যে আমারই মাথার ভিতরে সেই ভাষাহীন মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে উদাসীন। নিমগ্ন চিত্তে তার এইসব আসা-যাওয়া দেখছি আমি। অচেনা নদীর চর ধরে সে হাঁটছে। অমৃত হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে চুল। হাঁটছে

BanglaBook.org

হাঁটছে... দৃশ্যের ভিতর তার চলে যাওয়া। সেই কিশোর তাকিয়ে রয়েছে আমার পানে। তার চোখ... ওই দুটো চোখ... আমাকে পালাতে হবে এখান থেকে এখনই। হাঁসটা তাকিয়ে আছে। আমাকে এখনই চলে যেতে হবে এখান থেকে। বুকটা ধড়পড় করছে। মাথাটা যেন ঝিম মেরে গেল। হাত পা গুলো কাঁপছে। এই শীতেও যেন ঘামতে শুরু করেছি। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বইটা লাইব্রেরিয়ানের টেবিলে রেখেই সেখান থেকে একপ্রকার দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম আমি।

BanglaBook.org

## ২

রাস্তায় পা রেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা উদোম ভয় দিনকে দিন পেয়ে বসছে। বেশ কিছুদিন ধরেই ঘটনাটা ঘটতে শুরু করেছে। যখন তখন একটা হাঁস যেন মাটি ফুঁড়ে আমার সামনে হাজির হচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম অতিরিক্ত রাত জাগার ফলে বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক আমি ভুল দেখা শুরু করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা আর হেলাফেলা করার মতো নয়। বিশেষ করে এই নিয়ে পঞ্চমবার ঘটল। বুঝতে পারছি না কী করা উচিত? রিস্ট ওয়াচটার দিকে তাকালাম। সন্ধে ছটা বেজে কুড়ি মিনিট হতে চলেছে। রাস্তাটা বেশ জমজমাট। ওই আবার বৃষ্টিটাও শুরু হল। তবে, খুবই হালকা। গায়ে না লাগার মতোই। এই নীরব শীতসন্ধ্যায় চাঁদের আলো মিশে অলৌকিক মুহূর্ত তৈরি করেছে। যেন এসব আমি আগেও অনুভব করেছি। বহু বহু আগে এ সবকিছুই আমার সঙ্গে ঘটে গেছে। এরকম মনে হতে লাগল। মাঝেমধ্যেই হয়। আমি আর অতটা আমল দিলাম না। বি এল সাহা রোড বরাবর হাঁটতে শুরু করেছি। কোথায় যাচ্ছি তা অবশ্য কিছুই জানি না। কিছুই ঠিক করা হয়নি আমার। বৃষ্টিটা এখনও পড়ছে একইভাবে। অথচ আকাশে কোথাও একফোঁটা মেঘ নেই। এরকম ছিটে বৃষ্টিতে বেশ ভালোই লাগছে। মনটা অনেকটা শান্ত হতে পেরেছে এখন। কিছুটা এগিয়ে একটা বড়ো রাস্তার মোড়ে বাঁক নিতে গিয়ে দেখলাম, একজায়গায় কিছু মানুষের জটলা। এদিকটায় একটা বস্তি আছে। সম্ভবত

BanglaBook.org

সেখানকার কোনও ঘরোয়া ঝামেলা গড়াতে গড়াতে এই রাস্তায় এসে উঠেছে। সেদিকেই এগিয়ে গেলাম আমি। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। কাছে যেতেই শুনতে পেলাম একজন মহিলা কুঁকিয়ে কাঁদছেন। ভিড়ের মধ্যে থেকেই মহিলাকে দেখার চেষ্টা করলাম। বেশ বয়স্ক তিনি। মাথার চুল বেশিরভাগটাই সাদা হয়ে গেছে। গায়ে ময়লাটে সাদা শাড়ি। আর রাস্তার মাটিতে পড়ে থাকা পুরনো পাতলা উলের চাদর। মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই পেটে কালসাপ পুষেচিলুম। তোর কক্কোনো ভালো হবে নে।'

'তোর থালায় ছাই ভরে দেব মাগি। ভাত খাবি? ভাত?' ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল।

'কষ্ট করে মানুষ করিচি বলে আজ গাল পাড়চিস। তোর বাপের মতো সব ছেড়েছুড়ে আরেকটাকে নিয়ে ভেগে গেলে কোতায় থাকতিস?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলাম। এসব কলকাতার রাস্তায় প্রায়শই দেখা যায়। নতুন কিছু নয়। আসলে ওখানে দাঁড়ানোর একটাই কারণ ছিল। নিজের ভেতরের ভয়টাকে কাটানো। সেই হাঁসটার চোখদুটো ভুলতে চাইছিলাম। তাই নিজেকে অন্য কোথাও ইনভল্‌ভ রাখতে চাইছিলাম। যেকোনো ঘটনা হোক। বা দৃশ্য। বা অন্য কিছু। নিজেকে ব্যস্ত রাখলে এসব ছিঁচকে উপদ্রব মাথার ভেতর বাসা বুনতে পারে না। যাদের যাদের মাথার ভিতর ভূতের উপদ্রব দেখা দিত, প্রাচীন গ্রীক ডাক্তারেরা খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশো বছর আগেও তাদের এই বিধানই দিতেন। ব্যস্ততাকে মানব জীবনে মেডিসিন হিসেবে ব্যবহার করার এই মনস্তাত্ত্বিক নাম হল 'অকুপেশানাল থেরাপি'। আমিও সেই থেরাপিটাই ব্যবহার করলুম এখন। এসব আমি রাহুলের কাছে শিখেছিলুম। ডিপ্রেশন হলেই ওকে ফোন করতাম। ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতাম। ওর সাথে কথা বললেই সব ঠিক হয়ে যেত। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠতাম। ওই-ই আমায় এই উপায়টা জানিয়েছিল।

BanglaBook.org

বলেছিল, যদি নিজেকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে চাস তাহলে সবসময় কোনও না কোনও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবি। রাহুল আমার ছোটোমাসির ছেলে। সম্পর্কে ভাই হয় যদিও। কিন্তু ও আসলে আমার প্রিয় বন্ধু ছিল। খুব কাছের। একান্ত নিজের। একসময় অত্যন্ত বাজে সঙ্গদোষে ছেলেটা নষ্ট হতে শুরু করল। সবসময় নেশার মধ্যে থেকে নিজের জগৎটাই যেন পালটে ফেলেছিল। তারপর হঠাৎ করেই একদিন আমাদের সকলকে অবাক করে দিল সে। হাতের শিরা কেটে স্যুইসাইড করে ফেলল। তেইশ বছরের একটা টাটকা ছেলে নিজের সমস্ত প্রেম অহঙ্কার নিয়ে ঢুকে পড়ল ইলেকট্রিক চুল্লির ভিতর। আমার সেই প্রিয় বন্ধুকে আমি আজও ক্ষমা করিনি।

'কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে' মোবাইলটা বেজে উঠল রবি ঠাকুরের সুরে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করলাম ফোনটা। এই গানটা ভীষণ প্রিয় আমার। বিশেষ করে অর্ণব চৌধুরীর গলায় এ গানের কোনও তুলনাই হয় না। ফোনটা হাতে নিতেই দেখি রণিতা ফোন করেছে। মনে পড়ে গেল। আজ তো ওর সাথে দেখা করার কথা ছিল! বেমালুম ভুলে গিয়েছি। কী করি এবার? রণিতা হয়তো এখন নিউআলিপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে ওয়েট করছে। ওখানেই তো দেখা করার কথা ছিল আজকে। এই দেখুন! আপনি হয়তো চোখ কুঁচকে ভাবছেন কে এই রূপসি? যে আমার মতো মাকালফলের জন্য অপেক্ষা করছে এই ভরসন্ধেবেলায়! তাহলে চলুন রণিতা দাসের ব্যাপারে একটু ঘটিগরম (কান গরম?) করে নেওয়া যাক। সত্যি বলতে রণিতার সঙ্গে আমার খুব বেশিদিনের সম্পর্ক নয়। ওই ন'মাস কি এগারো মাসের চেনাশোনা। ওর সাথে আমার আলাপ হয়েছিল প্রভাসের মেজদির বিয়েতে। ওই-ই নিজে থেকে আলাপ করতে এসেছিল আমার সাথে। পরে অবশ্য প্রভাস আমাকে জানিয়েছিল, 'মালটা এক নম্বর চড়ানে।' আমি 'কেন' জানতে চাওয়ায় সে বলেছিল, 'মেয়েটা ভালো না রে। মিশিস না ওর সঙ্গে। টাকা রোজগার করে বেড়ায়। একে তাকে ধরে। ফালতু কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে যাবি। আর তুই যা! তুই তো এমনিতেই একটা

BanglaBook.org

ক্যালানে কার্তিক।' প্রভাস যখন বলছে তখন ও ঠিকই বলবে হয়তো। এসব ব্যাপার আমি খুব একটা বুঝি না। আমি স্রেফ বন্ধুর মতোই কথা বলতাম রণিতার সঙ্গে। আর ভাবতাম মানুষ নিজের ভিতর যেন কত হাজার অন্য মানুষ পুষে রাখে। বিয়েবাড়িতে আমার ফোন নাম্বার চেয়ে নিয়েছিল সে। তারপর মাঝেমধ্যে ফোন করা শুরু করল। ওর বাড়ির কথা, বাবা-মায়ের কথা, ভাই-বোনের কথা এসবই শোনাত। আমিও ভ্যাবলা হয়ে শুনে যেতুম। রাত বাড়ত। আর কথাবার্তাও বাড়ত আমাদের। রণিতা বলত, 'জানো তো আমি খুব খারাপ একটা মেয়ে।'

আমি বলতাম, 'একটু শুধরে নিলেই তো হয়?'

'না গো। তুমি বুঝবে না।'

'বলোই না? তোমার মন এই মুহূর্তে যা যা বোঝাতে চাইছে আমায়।'

রণিতা যেন ফোনের ওপারে থেকে আমার কোনও কথাই শুনতে পেত না। সে নিজে থেকেই বলে যেত তার নিজের কথা। তার ফ্যামিলির কথা।

'জানো, আমার মা রোজ রাতে বাড়ি ফিরে কাঁদে।'

'কেন?' আমি জিগেস করতাম।

'সারাদিন লোকের বাড়ি রোবটের মতো কাজ করে এসে রাত্তিরে মা নিজের এই বেঁচে থাকা নিয়ে কষ্ট পায়। আর পাঁচজনের মতো তো আমাদের অবস্থা নয়। বাবা গড়িয়ায় একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করত। একদিন মা-কে ফেলে পালিয়ে গেল অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে। আগে তো আমাদের অবস্থা ভালোই ছিল। কিছুদিন আমাকে আর ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে মামারবাড়িতে রইল মা। তারপর ঘর ভাড়া নিয়ে আমরা পাতিপুকুরে চলে এলাম। এই এক টুকরো বিছানা। আর নীচে রান্না করার একটা স্টোভ। এছাড়া সামান্য কিছু বাসনকোসন। ব্যাস, এই নিয়েই আমাদের সংসার। জানো আমার খুব কষ্ট হয়।' কান্নায় গলা জড়িয়ে আসে তার। আমি কী

BanglaBook.org

বলবো কিছুই বুঝতে পারি না। আমারও ভারি কান্না পায়।

'কেন জানি না, তোমাকে বলে খুব শান্তি পাই আমি। অনেকটা হালকা হয় বুকের ভেতর।' রণিতা বলত। সে আরও কত কথা বলে যেত। কিছু কথা মন দিয়ে শুনতাম আমি। কিছু কথা আমার মাথাতে ঢুকত না। অথবা বলা ভালো আমিই ইচ্ছে করে কানে তুলতাম না। যেমন, 'জানো তো, আজ একটা সাপ আমাকে টুকরো টুকরো করে খেলো।'

আমি জানি রণিতা ভালো মেয়ে নয়। মানে নিজের শরীর বেচে বেড়ায়। টাকার জন্য। নাহ, টাকার জন্য নয়। বাঁচার জন্য। আজ এর সাথে একদিন। কাল ওর সাথে হাফবেলা। এরকমই পাঁজরে জমে থাকা নুড়ি, ঘাস, পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার স্বপ্ন নিয়ে একান্তই বেঁচে থাকা তার। এবং ওই বেঁচে থাকার মধ্যেই বোধয় আমি তার দুএক মুঠো রোদ। নাহ, সে কখনও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়নি আমার কাছে। বরং যতটা পেরেছে প্রকাশই করতে চেয়েছে আগাগোড়া। কিন্তু প্রশ্ন হল, ওকে কি আমার প্রেমিকা বলা যাবে? অর্থাৎ রণিতাকে কি আমি ভালোবাসি? 'কী করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে' তখনও বেজে চলেছে ফোনটা। রিসিভ করব কিনা ভাবছি। কারণ এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় যেতে চাইছে আমার পদযুগল? কী জানি? এরকম মাঝেমধ্যে উদ্দেশ্যহীন হয়ে এলোমেলো পথ হাঁটি আমি। কিন্তু যা বলছিলাম। সেই প্রশ্নটা নিজেকে আগেও বহুবার করেছি। আমি কি রণিতাকে ভালোবাসি? অনেক ভেবে বুঝেছি, আসলে আগে আমাকে বুঝতে হবে ভালোবাসা ব্যাপারটা ঠিক কী? সেই যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তোমরা যে বলো দিবস-রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা।' আসলে ভালোবাসা সম্পর্কে আমার কোনও পড়াশোনা নেই। তাই নিতান্তই ভদ্র আমি রাত্রিবেলা কল্পনার হাঁসেদের সাথে উড়তে থাকি।

'বুনো হাঁস পাখা মেলে-শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার;
এক-দুই-তিন-চার-অজস্র-অপার-'

BanglaBook.org

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিটা আবারও হালকা হয়ে পড়তে শুরু করেছে। এবং আমি কিছুতেই ডিসিশন নিতে পারছি না যে আদতে রণিতার কলটা এই মুহূর্তে রিসিভ করব কি করব না? ওর সাথে আমার এই কয়েক মাসের মেলামেশাতেই বুঝেছি আসলে ও একটা খুব বড়ো ধরণের গবেট। হঠাৎ করেই আমাকে কেন যে এভাবে বিশ্বাস করে ফেলল কে জানে? অথবা ও যে আমার সাথে কোনও প্রতারণা করছে না তাও বা কে বলতে পারে? আমি জানি রণিতা অনেক ছেলের সাথেই শুয়ে বেড়ায়। বিছানায় নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে মেয়েটা। তার বদলে ওদের সংসার চলে। ঘর চলে। স্বপ্ন চলে। অবশ্য আমি ওকে কখনোই ছুঁইনি। মানে আমার কখনও ইচ্ছে করেনি। কেমন যেন ওকে আমার ছোটোবোনের মতো মনে হয় মাঝেমধ্যে। কেমন একটা কষ্ট হয় ওর জন্যে ভীষণ। হঠাৎ করেই হোঁচট খেলাম। এই জায়গাটায় আলো কম। অবশ্য আমিও পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটছি না যদিও। ঝুরোঝুরো বৃষ্টি কখনও থেমে যাচ্ছে। আবার কখনও দম নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু হতে চাইছে। শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। আমি ফোনটা অবশেষে রিসিভ করলাম।

'কোথায় তুমি?' রণিতার মিহি গলাটা শোনা গেল।

কী বলব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। একবার মনে হল আমার জুতোর খোলসটাকে জিগেস করি, কোথায় আমি? পরক্ষণেই ওকে মিথ্যে করে বানিয়ে বললাম, 'ভীষণ শরীর খারাপ। কোমরে হঠাৎ ব্যথা হয়েছে। উঠতে পারছি না।'

'ওহ। তার মানে বাড়িতে আছ এখন?'

'হ্যাঁ।'

'কোমরে সেঁক দাও বুঝলে? পারলে কাকিমাকে বলো ভলিনি বা মুভ দিয়ে মালিশ করে দিতে। আমার মায়েরও হয় মাঝেমধ্যে। আমি মালিশ করে গরম কাপড় দিয়ে সেঁক দিয়ে দিলে অনেকটা সেরে যায়।'

BanglaBook.org

'হুম। ঠিক আছে। রাখছি।' বলে ফোনটা কেটে দিলাম আমি। আসলে ঠিক এইমুহূর্তে কথা বলতে ভালো লাগছে না। এই যে ফোনটা কেটে দিলাম, ও এখন কোথায় যাবে? আমি জানি। হয়তো ওর কোনও ছেলে বন্ধুকে ফোন করবে এখন। তারপর কোনও হোটেলে যেতে পারে তারা। নাও পারে। এখন আর হোটেলের কি দরকার? কলকাতায় জায়গার অভাব নাকি? তারপর শীতের হৃদয়ে কুয়াশা জড়িয়ে ফিরে যাবে বাড়ি। বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে বসবে কিছুক্ষণ। হয়তো টিভি দেখবে আধাঘন্টা। তারপর খেয়েদেয়ে ঘুম দেবে। এবং ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখবে সে। দেখবে, রক্তের নোনা স্বাদ। আর ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাচীন মুখোশ। হাততালি দেওয়ার লোক নেই কোনও। বেজে উঠবে আবহসংগীত। আর বীজের শরীরে ফিরতে চাইবে তার আত্মা।

জিনসের পকেটে মোবাইলটা ঢুকিয়ে রাখতে গিয়েও মনে হল একবার ফোন করি রণিতাকে। বলি যে, আমি আসলে মিথ্যে কথা বলেছি তাকে। আমি তো রাস্তাতেই হাঁটছি এখন। এই রাস্তা দিয়েই হেঁটে যেতে যেতে ভাঙছি আপনাআপনি। এবং ভেঙে ভেঙে ধুলোবালি হচ্ছি। না, আমার মিথ্যে বলতে ইচ্ছে করে না। সত্যি বলতে কি, আমি মিথ্যে কথা বলিও না। কেন রণিতাকে বললাম তাও জানি না। রবি ঠাকুরের সেই লেখাটা মনে পড়ে গেল-

'সব-চেয়ে সত্য ক'রে পেয়েছিনু যারে
সব-চেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধরি,
অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু
সহিত না বিশ্বের বিধান
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।'

BanglaBook.org

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ফোনটা পকেটেই পুরে রাখলাম। কিছুটা এগিয়ে যেতে গিয়ে নিজের ভেজা পালকটা ঝেড়ে নিই। বৃষ্টি আর নেই। অবশ্য

একে বৃষ্টিও ঠিক বলা যাবে না। স্ট্রিট-লাইটে যেন জ্যোৎস্নার মিহিদানা। হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছে। শহুরে রাস্তায় মেঘ ঝুঁকে আসছে। আর রাস্তা পেরোতে গিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে আমার শরীরে গজিয়ে উঠছে লেজ। বয়স্বী লেজ। হাজার সোহাগী স্মৃতি গজিয়ে উঠছে আমার মধ্যে। ওই যে! এক কবি। কবিটি একা। হেঁটে চলেছে দিনশেষে। তার পাশে কেউ নেই। যার বা যাদের থাকার কথা ছিল তারা কেউ নেই।

ধুস। যা তা ভাবছি। মাথাটা পুরোই গেছে আমার। লোকে খুব একটা ভুল কিছু বলে না। কীসব ভাবছি আমি? হাঁটতে হাঁটতে সেই শীতলা মন্দিরের কাছে চলে এসেছি প্রায়। এ মন্দিরের আলাদা কোনও নাম নেই। সকাল সন্ধে এখানে ভক্তরা পুজো দিয়ে যায়। ফুলবেলপাতা ও মিষ্টি সহযোগে। আমার অবিশ্যি ভগবান-টগবানে তেমন কোনও কড়া বিশ্বাস নেই। আছে কিছুটা। কিন্তু খুবই হালকা। এই বিশ্বাস দিয়ে বেঁচে থাকা গেলেও নিজের মধ্যে আগুন জ্বালানোটা অসম্ভব। এখান থেকে সোজা পথে আর পনেরো মিনিট হেঁটে গেলেই আমাদের বাড়ি। তবে, এখন বাড়ির দিকে এগোবো না। মন্দিরের কাছেই রবিদার চায়ের দোকান। ওখানে গিয়ে একটু বসি। চা খাই। তারপর ভেবে দেখা যাবে। বাঁদিকের রাস্তার মোড়েই রবিদার দোকানে গিয়ে উঠলাম। অবশ্য রবি বলে কেউ থাকে না এখানে। এখন গণেশ দোকানটা চালায়। আগে যিনি এই দোকানের মালিক ছিলেন তার নাম রবিনাথ সর্দার। তার নাম দিয়েই দোকানটা এখনও চলছে। কিন্তু গনেশ এখানকার বেশ পরিচিত চা-ওয়ালা। এমনকী ওকে নিয়ে এক লোকাল দৈনিক কাগজে খবর ছাপা হয়েছিল কয়েকবছর আগে। জনে জনে সে ডেকে দেখিয়েছিল সেই খবর। তাতে ওর দোকানের বিক্রিবাটাও বেড়েছিল কিছুটা। আসলে পৃথিবীর সকলেই চায় তাকে নিয়ে লোকে দু-চার কথা বলুক। প্রশংসা করুক। সম্মান করুক। শ্রদ্ধার নজরে দেখুক। এছাড়া আর কীই-বা চাইতে পারে মানুষ? মানুষের চাহিদা খুবই সীমিত। এরকম মাঝেমধ্যে মনে হয় আমার। অথচ চাওয়ার কত কিছু আছে! এই

BanglaBook.org

যেমন এই মুহূর্তে আমার বৃষ্টিভেজা শহরের হাঁস হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। ভেজা পালক ঝেরে ফেলে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে কোনও দূর নীল দিগন্তে। সেই যে কবিরা লিখেছেন না! 'আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল।' ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই। আমার অনুভূতিতেও কেমন যেন ঠিক হৃদয় ছিঁড়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে বহুদূর।

BanglaBook.org

## ৩

'একটা চা দে গণেশ।'

বেঞ্চিতে আয়েশ করে বসলাম। দোকান প্রায় ফাঁকাই। সেভাবে লোকজন নেই। অন্যদিন এই সময়ে একটু ভিড়ভাট্টা থাকে। এরকম খারাপ পরিস্থিতির কারণ জিগেস করতেই গণেশ বলল আজ সে দেরি করে দোকান খুলেছে। কিছুক্ষণ আগেই। আমি আড়চোখে দেখলাম দোকানের ভেতরে রোগা ছিপছিপে এক অফিস ফেরত ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনিও চায়ের জন্যই অপেক্ষা করছেন। সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন তিনি। পড়ছেন কি না বলা মুশকিল। অবশ্য বাংলা নিউজপেপারগুলো আজকাল আর কেউ পড়ে কি না তা আমার জানা নেই। পড়ে হয়তো। তবে সংখ্যাটা নিশ্চিত ভীষণই কম। আমি দোকানের বাইরে পেতে রাখা বেঞ্চিটায় বসে এই সবই দেখছিলাম। হঠাৎ গণেশ এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

'গন্ধ পেয়েছি।'

'আবার!'

'একেবারে কনফার্ম। কোনও ভুল নেই।'

আবারও বেশ উত্তেজনা অনুভব করলাম আমি। গণেশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোনও কথা বলতে পারলাম না। গলাটা বুজে আসছে আমার। রোমকূপ স্ফীত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ওভেনের কেটলির দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

রইলাম কিছুক্ষণ। গণেশ কোনও কথা না বলে ভিতরে চলে গেল। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। হঠাৎ কানে ভেসে এল বাংলা গানের কলি। হালকা গলায় কে গাইছে? চোখ পড়ল দোকানের ভিতরে বসে থাকা ভদ্রলোকটির উপর। তিনি খবরের কাগজটি মুখের সামনে ধরে মৃদুস্বরে গান গাইছেন। এমনকী তাকে পা নাচাতেও দেখলাম বেশ কয়েকবার। বাঁ পায়ের উপর ডান পা টা তুলে রেখে নাচাচ্ছেন তিনি। ঠোঁটে অপূর্ব সেই গান।

'দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে।।
এ পথে যখন যাবে আঁধারে চিনিতে পাবে -
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে।।
আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আঁখিপাতে,
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে।।'

কেমন একটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। মাথার ভেতর পাক খেতে রইল একটা ভয়। গানের সুর কিছুটা ভেসে এল কানে। কিছুটা গুমোট হয়ে হারিয়ে গেল মাথার ভিতরেই। লোকটির চোখের দিকে তাকালাম। বেশ খোশ মেজাজে নিউজপেপার পড়ছেন তিনি। সঙ্গে চলছে রবীন্দ্রগানের কলি। কেন জানি না একটা বিষণ্ণতা পেয়ে বসল আমায়। কিছুটা আর্ভাস হয়ে পড়ছি। গণেশ যেটা বলল তা কি সত্যি! আবারও? আজকাল গণেশকে আমার ভয় করে। ওকে ঠিক মানুষ ভাবতে অসুবিধা হয়। মাঝেমধ্যে তো ওকে কোনও গুপ্ত জাদুকর ভাবতে ইচ্ছে করে। অথবা খুব বড়ো কোনও তান্ত্রিক ভেবে নিতেও কোনও অসুবিধা হয় না। দোকানের বাইরের বেঞ্চিতে বসে এসব ভাবতে ভাবতে শরীরটা ঝিম মেরে গিয়েছিল। হঠাৎ গণেশের ডাকেই হুঁশ ফিরল।

BanglaBook.org

'চা-টা নাও।' মাটির ভাঁড়টা এগিয়ে দিল সে।

হাতে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জিভটা জড়িয়ে গেল আমার। ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে কথা জড়িয়ে জড়িয়ে ওকে বললাম, 'খবরটা সত্যি?'

'একশো পার্সেন্ট সত্যি।' আবারও জোর দিয়ে বলল সে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, 'কে?'

এবারে সে দোকানের ভিতরে বসে থাকা লোকটির দিকে ইশারা করে দেখালো। এরপর হালকা বাতাসে নারকেল পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে চরম বিস্ময়ে আমার বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পালা। কোনও কথা কইতে পারলাম না গণেশকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরে বলল, 'বাড়ি ফিরে যাও।'

মাথা নেড়ে বললাম, 'নাহ।'

কথা না বাড়িয়ে দোকানের ভিতর ঢুকে পড়ল সে। এরমধ্যেই বেশ লোকজন হয়েছে দোকানে। গণেশও কিছুটা চুপ মেরে রয়েছে। খদ্দের সামলানো ছাড়া আর বাড়তি কোনও কথা নেই তার মুখে। অন্যদিনের মতো আজকে আর তার মুখে হাসি বা কথার ফুলঝুড়ি ফোটেনি।

'কতো হলো আপনার?' সেই অচেনা ভদ্রলোকটি গণেশের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গনেশকেও কিছুটা হতভম্বের মতো দেখালো। হিসেব মিটিয়ে দিয়ে লোকটি হাঁটতে শুরু করলেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ কী মনে হল জানি না। আমিও লোকটিকে অনুসরণ করে হাঁটতে শুরু করলাম। পিছন থেকে হয়তো বেশ কয়েকবার গণেশ ডেকে উঠেছিল। সেদিকে আর খেয়াল নেই আমার। চারমাথার মোড়ে এসে বাসস্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। আমিও তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি দেখেও দেখলেন না আমায়। এখানে লোকে হাওড়াগামী বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। কেন জানি না আমার মনে হল ভদ্রলোককে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে

BanglaBook.org

দিয়ে আসি। ছায়ার মতোই তার পাশেপাশে থাকব। তার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়। তিনি যেন ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস পেয়ে গেলাম। হুড়মুড়িয়ে লোক উঠল। আমিও ভিড়ের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে উঠে ওই লোকটির গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাসটা ভিড়ে এতটাই ঠাসা যে মনে হল দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো আমি। আগে যখন চাকরিবাকরি করতাম তখন এরকম ভিড় বাসে-ট্রেনে যাতায়াতের অভ্যেস ছিল। কিন্তু এই যে এতকাল পরে বাসে উঠলাম, তাতে মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে দমবন্ধ হয়ে পটল তুলতে পারি। এত শীতের মধ্যেও কিছুই বুঝতে পারছি না। দিব্বি হালকা গরম লাগছে ভিতরে ভিতরে। এবং অস্বস্তি হচ্ছে বেশ কিছুটা। বাসে দরজার কাছের লেডিস সিটের সামনেটায় দাঁড়িয়েছি। আমার পাশেই সেই অচেনা মানুষটি। তার জন্যই হঠাৎ এতটা ঝক্কি নিয়ে বসলাম।

আমার তো মাঝেমধ্যে মনে হয় মানুষের ভেতরের মানুষগুলো ক্রমশই দিন দিন ফুরিয়ে আসছে। অবশ্য কী একটা তাগিদে যে আমি সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একজন মানুষের জন্য হঠাৎ উতলা হয়ে উঠলাম আমার জানা নেই। আচ্ছা আমি কি সত্যিই উন্মাদ? নাকি কৌতূহলবশত আমার এই আচরন স্বাভাবিক জীবনযাপনের অন্তর্গত?

'দাদা কোথায় যাবেন?'

যুবক কন্ডাকটরটি এগিয়ে এল। পোশাক আশাকের আঁটছাঁট দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে বিহারি। কিন্তু বাংলাটা বেশ ভালোই বলতে পারে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আরও একবার গুটকা খাওয়া কালো দাঁত বের করে বলল, 'আপনার টিকিটটা করুন দাদা।'

আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে উঠলাম। কোথায় চলেছি কিছুই তো জানি না। আমি তো আসলে এই লোকটার ছায়া হতে চেয়েছি। উনি যেখানে যেখানে যাবেন আমিও সেখানেই যাবো। কিন্তু উনি কোথায় চলেছেন তা

BanglaBook.org

তো আমার জানা নেই। বেঁচে থাকার গদ্যে মাঝেমধ্যে সমস্ত অনুভূতি ধরা পড়ে না। কেউ একজন এসে যতক্ষণ না বুকের মাঝখানে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বোঝা যায় না নিজের গন্ডিটা। তাই মুখে কিছু না বলে ইঙ্গিতে কন্ডাকটর ছেলেটিকে বোঝাতে চাইলাম, 'একটু পরে।' সে কিছু না বলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল পিছনের দিকে। আমার পায়ে ব্যথা করতে শুরু করল। বাসের যেখানটায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, ভিড়ের চোটে নিজের পা-টাকে সোজা করে রাখতে পারছি না। একটু অসুবিধা হচ্ছে। অথচ আমার পাশেই সেই লোকটি দিব্বি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি তার কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়েই পাশে রয়েছি। সে কি একটুও ঠাওর করতে পারছে না!

একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম। যখনই কেউ মুভ করছে সাঙ্ঘাতিক প্রেসার আসছে আমার উপর। তার উপর অভদ্রের মতো করে বাস চালাচ্ছে ড্রাইভার। মনে হচ্ছে যেন নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে। কয়েকবার গা-টাও গুলিয়ে উঠল। তবুও আমি ওই লোকটির পাশেই জ্যান্ত লাশের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। যদিও একবার বাস থেকে নেবে যাবো ভাবলাম। এবং কী করবো ভাবতে ভাবতেই ঝাঁকুনিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম লোকটির গায়ের উপর।

'আরে মশাই সোজা হয়ে দাঁড়ান না।' ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন।

আমি কথা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলুম। এমনিতেই কথা বলতে ভীষণ ভয় পাই। তার উপর কী বলতে কী বলে ফেলবো কোনও ঠিক নেই। তাই চুপ করে গেলাম। লোকটির চোখের দিকে তাকালাম। দেখলাম সেও আমায় আড় চোখে মাপতে শুরু করেছে। দোদুল্যমান বাসের প্রবল ঝাঁকুনি সহ্য করে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। দাড়িটা কুটকুট করছে। দু আঙুল দিয়ে হালকা করে চুলকে নিলাম। দেখলাম, লোকটি তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে। হয়তো মনে মনে ভাবছেন, এনাকে তো

BanglaBook.org

চায়ের দোকানে দেখলাম কিছুক্ষণ আগেই। হ্যাঁ ইনিই তো! ইনি কি আমার পিছু নিয়েছেন নাকি! চোর? নাকি পকেটমার? কী মতলব এর? সর্বনাশ! এরকম উনি ভাবতেই পারেন। না ভাবার কিছুই নেই। হয়তো কিছুটা ভয় পাচ্ছেন। তাও হতে পারে। আসলে আমার এই দাঁড়িগোঁফ আর মাথার বড় বড় চুল আমার সম্পর্কে লোকটির মনের সন্দেহকে আরও কিছুটা পোক্ত করে তুলতে পেরেছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

'দাদা টাকাটা ছাড়ুন তো এবার।' বুঝলাম বাস কন্ডাকটর আমার উপর রীতিমতো ক্ষার খেয়ে আছেন। আমি পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিলাম। মনে মনে বললাম, নে হারামজাদা টাকাটা এবার চিবিয়ে খেয়ে ফেল। খেয়ে মর। একটুও তর সইছে না যেন। ভাবছে বোধয় ভাড়া না দিয়েই বাস থেকে নেবে পড়ব। ঢ্যামনা কোথাকার। টাকাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিতেই বলে উঠল, 'কোথায় যাবেন?'

এই সেরেছে। কী বলি এবার? কোথায় যাবো আমার তো জানা নেই। আপাতত আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই লোকটিই আমার গন্তব্যস্থল। কী বলবো বুঝতে না পেরে বললাম, 'হাওড়া।'

'আরও দু টাকা দিন।'

পকেট থেকে দু টাকা বের করে দিলাম।

১ম জন- 'কাশ্মীর দিন দিন অশান্ত হয়ে উঠছে।'

২য় জন- 'পাকিস্তান নিজে থেকে জঙ্গি ঢুকিয়ে দিচ্ছে।'

৩য় জন- 'বুজচেন না! আস্তে আস্তে দখলদারি চালাবে।'

১ম জন- 'সে আর নতুন করে বোঝার কি আছে?'

৩য় জন- 'আজকের খবরটা পড়েছেন?'

১ম জন- 'ওদের সেনাবাহিনীর পোশাক পরে সীমান্তে ঢুকে পড়েছে জঙ্গিরা।'

২ম জন- 'ওরা কি মানুষ! কী চায় ওরা? এত হিংসা কীসের?'

BanglaBook.org

এরকমই একটা কথোপকথন চলছিল বাসের পিছনের দিকে। তিন-চারজন মিলে মৃদু গুঞ্জনে এইসব আলোচনা করছিলেন। মনোযোগ না দিতে চেয়েও কানটা সেদিকেই চলে গেল। সত্যিই তো! কদিন ধরে যা কাণ্ডকারখানা চলছে! পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আর সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কোনোই ফারাক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সীমান্তরেখা অতিক্রম করে তারা যখন তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আক্রমন করে বসছে। কখনও গুলি ছুঁড়ে, কখনও বা মর্টার হামলা চালিয়ে তারা সেনাদের তো বটেই এমনকী বেসামরিক নাগরিকদের জীবনও বিধ্বস্ত করে তুলেছে। অথচ এই সংঘর্ষের কোনও তাৎক্ষনিক কারণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লোকগুলির দিকে তাকালাম। রীতিমতো উত্তেজিত তারাও। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানেই এক মহিলার কোলে উপবিষ্ট বাচ্চা ছেলেটি বলে উঠল, 'পাকিস্তান কী মা?'

তার মা চোখ বড়ো বড়ো করে সস্নেহে বলে উঠল, 'ভয়ঙ্কর এক রাক্ষসের নাম।'

এসবই দেখছিলাম আমি। চোখ গেল জানলার ধারে বসা একটি মেয়ের দিকে। আনমনা হয়ে মেয়েটি বসে আছে। কিছু একটা ভাবছে নিজের মনেই। মেয়েটির পরনে ফুলহাতা টিশার্ট আর জিনস। জ্যাকেটের বোতামগুলো খোলাই রেখেছে সে। আর গলায় জড়িয়ে রেখেছে নীল রঙা স্ট্রাইপের একটা স্কার্ফ। পোশাকের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে তাকে। ঠোঁটে গ্লসি একটা লিপস্টিক ব্যবহার করেছে যা তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আমি চোখ ফেরাতে চেয়েও পারলাম না। মেয়েটির ঠোঁট, চোখ যেন মুহূর্তেই আমাকে হাজার বিপদ নিয়ে ঘিরে ধরল। এরকম কল্পনায় হারিয়ে যেতে আমার খুব ভালো লাগে। গোলাপি ব্যাগটা কোলে রেখে বসে রয়েছে সে। বয়েসে আমার চাইতে ঢের ছোট মনে হল। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে বিমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। ওকে দেখতে খুব ভালো লাগছে আমার। ধূপের গন্ধের মতো একটা মিষ্টি নরম গন্ধ অনুভব করতে

BanglaBook.org

পারছি বুকে। বাসটা খ্যাপা ষাঁড়ের মতো শব্দ করে দৌড়ে চলেছে। দেখলাম যে, আমার চোখ দুটোকে অনুসরণ করছে আরও কয়েকটি চোখ। আমার হাবভাব দেখে মুখ লুকিয়ে হাসছে তারা। ওরা হয়তো আমাকে দেখে ভাবছে কোনও কামুক এক ব্যক্তি। অথবা ক্যারেক্টারলেস। তা ভাবুক। ওসবে আমার কিচ্ছুটি যায় আসে না। ছোকরাগুলোকে মনে মনে বললাম, চুম্বক দেখেছ? চুম্বক? ধরা যাক একটি ভীষণ বড়ো চুম্বকের পাথর রয়েছে। আরেকটি রয়েছে ছোট্ট টুকরো। তাহলে লোহার টুকরোকে কোনটা টেনে নেবে? বড় পাথরের চুম্বকটাই তো টেনে নেবে। সৌন্দর্য সেই বড় চুম্বক। কামনা বা কাম সেখানে ওই এক টুকরো ছোট চুম্বকটির মতো। যারা সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে শিখেছেন তাদের কাছে যৌনতা নিতান্তই বাতিল খুচরো পয়সার মতন।

এই যে প্রেম জিনিসটাই যেন স্বর্গীয় কোনও এক ব্যাপার। এই যে তিন মিনিটের জন্য মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। এটা কি প্রেম নয়? অবশ্যই প্রেম। তিন মিনিটের হলেও, এই প্রেমটা আমি উপভোগ করতে পেরেছি। আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছি। আমার খুব ইচ্ছে করছিল তার সঙ্গে একবার কথা বলতে। ইচ্ছে করছিল কাছে গিয়ে একবার তার হাতটা ধরতে। এই মুহূর্তে আমি ওর প্রেমেই মগ্ন হয়েছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য আমি সব ভুলে গিয়ে আমার একান্ত ভালোলাগাটিকে নিয়েই বাতাসে আমার শাসপ্রশ্বাস চালিয়েছি নির্বিঘ্নে। কাজেই আমি মেয়েটির প্রেমিক। অন্তত হিসেবটা এরকমই দাঁড়াচ্ছে। আর সৌন্দর্যের ঘোরটা এখনও আমাকে বিমথিত করে চলেছে।

'এই ধর ধর।' একটা হইহই রব উঠল। প্রচন্ড কোলাহল। আমি কিছু বোঝার আগেই দেখলাম আমার পাশে দাঁড়ানো সেই লোকটি বাসের মেঝেতে মূর্ছা গেলেন। দুজন এগিয়ে এলেন। কোলপাঁজা করে তাকে তোলার চেষ্টা করলেন। আমিও কিছুটা সরে এসেছি। ইতিমধ্যেই লোকটিকে ঘিরে জড়ো হয়েছেন কয়েকজন। বাস অবশ্য থামেনি। কলকাতার রাস্তায় যেখানে সেখানে

BanglaBook.org

তো আর গাড়ি দাঁড় করানো যায় না। আমিও এতক্ষণ অন্য ভাবের ঘরে ছিলাম। কাজেই ব্যাপারটা ঠিক কোথা থেকে কী হল কিছুই বুঝলাম না। ভিড়ের মধ্যে একজন বললেন, 'জল পাওয়া যাবে? আছে কারোর কাছে?' কন্ডাকটর ছেলেটিই জলভরা একটা বোতল নিয়ে এগিয়ে এল। বাস এবারে দাঁড়িয়ে পড়ল ধর্মতলার কাছে। সেই লোকটির চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল বেশ কিছুক্ষণ। নাকের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়েও কয়েকজন পরীক্ষা করলেন। হাতের নাড়ি টিপে দেখা হল। চোখের পাতা টেনে ধরে পরীক্ষা করা হল বিস্তর। অবশেষে বোঝা গেল তিনি আর বেঁচে নেই। একজন বললেন, 'সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক।' এবারে আমার কেমন একটা ভয় করতে শুরু করল। এবং গণেশকে সত্যিই আমার 'যম' বলে গাল দিতে ইচ্ছে হল। সবকিছু নিজের ভেতর কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। আমি চেয়েছিলাম ছায়ার মতো সঙ্গী হয়ে লোকটিকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। কিন্তু কিছুতেই পারলাম না।

গণেশের আদি বাড়ি কুলপির সর্দার পাড়ায়। মাত্র দশ বছর বয়েসে তাদেরকে গ্রাম ছাড়া হয়ে চলে আসতে হয়েছিল শহরে। দেশের বাড়িতে তাদের বিস্তর সম্পত্তি, লোকবল ও পরিচিতি থাকলেও বাধ্য হয়েই ছাড়তে হয়েছিল গ্রাম। গণেশের মধ্যে এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। এসব কথা সে কখনও কাউকে বলেনি। কেন জানি না আমাকে সে খুব বিশ্বাস করে। এবং ওর এমন কোনও গোপনীয়তা নেই যা আমি জানি না। সে আমাকে প্রায় সব কথাই বলে। আমিও বলি মাঝেমধ্যে। আমার যাবতীয় কষ্ট ও ঈর্ষা যা আমি গোপন রাখতে চাই অন্যদের কাছে। আমাদের এই বন্ধুত্বের বয়েস দেখতে দেখতে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হয়ে গেল। ওরা যখন গ্রাম থেকে এসে আমাদের পাড়ায় বাসা ভাড়া নিয়ে উঠেছিল, তখন সে একদম ছোট্ট। সেই তখন থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। স্কুলে যাওয়া থেকে খেলার মাঠ পর্যন্ত প্রায় একসঙ্গেই বড়ো হয়ে উঠেছি। কিন্তু পড়াশোনায় সে বরাবরের মতোই গবেট। আমাদের অঙ্কের স্যার অপুদা তো তাকে 'গাধা-গরু-কাহাকার'

BanglaBook.org

বলে রোজ গাল দিত। সেসব সেই দু-যুগ আগের কথা হলেও মনে হয় যেন এই তো সেদিনের! একদিন গণেশ আমায় বলল, 'জানিস, অপুদা আর বাঁচবে না।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম, 'কেন? কোনও কঠিন অসুখ আছে নাকি স্যারের? তাছাড়া অপুদা তো দিব্বি গায়েগতরে জোয়ান মরদ! তার আবার কী হল?'

'গন্ধ পেয়েছি।'

'গন্ধ! কীসের?'

'অপুদা আর বাঁচবে না। মিলিয়ে নিস।'

'একটা থাপ্পড় দেবো তোকে। বড়োদেরকে নিয়ে এরকম মজা করতে হয়?'

'তুই কাউকে বলিস না রাজু। এটা সত্যিই হবে... তুই মিলিয়ে নিস।'

ওর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম সেদিনের পর। কারণ গুরুজনদের নিয়ে এরকম ঠাট্টা তামাসা আমি মোটেই পছন্দ করতাম না। কিন্তু আমার অবাক বনে যাওয়ার চরম মুহূর্তটি এল দুদিনের ভিতর। শুনতে পেলাম আমাদের প্রাইভেট টিউটর অপুদা হঠাৎ করেই স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন। এই ঘটনার পরই প্রথম জানতে পেরেছিলাম গণেশের সেই আশ্চর্য ক্ষমতার কথা। যেকোনো ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলেই গণেশ সেই মানুষটির গা থেকে একরকম গন্ধ অনুভব করতে পারে। এটা নাকি অনেক ছেলেবেলা থেকেই তার মধ্যে ঘটে আসছে। ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম প্রথম ততটা মাথা না ঘামালেও, পরের দিকে তাকে অনেকবারই আমি ভয়ে ভয়ে থাকতে দেখেছি। গ্রাম থেকে তাদের হঠাৎ করে শহরে চলে আসার মধ্যেও হয়ত এরকমই কোনও কারণ থেকে থাকবে। তা অবশ্য আমার জানা নেই। গণেশের ওই অদ্ভুত ক্ষমতাটি জানার পর আরও অনেকগুলি মানুষের মৃত্যু দেখেছি যা আমি আগে থেকেই জানতাম। এমনকী আমাদের

BanglaBook.org

পাড়াতুতো বন্ধু নীলুর মৃত্যুর খবরও আমি চারদিন আগে থাকতেই জেনে গিয়েছিলাম। তবে, এসব ব্যাপার আমি ছাড়া আর কাউকে সে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি। বাড়িতে তার মা-বাবা আর এক আমি ছাড়া তার সেই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা আর কেউই জানে না।

BanglaBook.org

## ৪

খুব ভোরে ঘুমটা ভেঙে গেল। এমনিতেই কাল রাতে অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরেছিলাম। আর নিজে থেকেই যেন এখনও পুরো ঘেঁটে রয়েছি। চোখটা জ্বালা জ্বালা করছে। মাঝেমধ্যেই অবশ্য আমার ঘুম হয় না। আর ঘুম ঠিকঠাক না হলে সারাদিনটাই যেন বিগড়ে যায়। গতকালের ব্যাপারটা আর ভাবতে চাই না। তাহলে আবার নার্ভাস হয়ে পড়ব। আর এসব ভাবলেই আজকাল শরীর অসুস্থ হয়ে ওঠে। কেমন যেন কাঁপতে থাকি ভেতর ভেতর। একটা ভয় কাজ করে নিজের মধ্যে সবসময়। তাই স্নায়ুর কারচুপি থেকে মুক্ত থাকতে হবে আমায়। যেমন করেই হোক ভাবনালিঙ্গনহীন নতুন সকাল শুরু করা প্রয়োজন। ঘুম থেকে জেগে উঠেছি অনেকক্ষণ। কিন্তু বিছানাতেই কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে রয়েছি। যা শীত পড়েছে তাতে এত সকালে উঠে কাজ নেই আমার। আর তাছাড়া এমনিতেও বাইরের আকাশ এখনও অন্ধকার। আলো ফুটতে অনেক দেরি। কুয়াশাও পড়েছে দারুণ। মাঝেমধ্যে তো এমন কুয়াশা নামে যে এক হাত দূরত্বেও একে অপরকে দেখা যায় না। মনে আছে গতবছর শীতে এরকম ঘটনা পরপর সাত আটদিন ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গের আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল টানা দশদিন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হত সমস্ত কিছু। কুয়াশার চাদরে ঢেকে গিয়েছিল গোটা শহর। ভুল বললাম, গোটা শহর নয়। গোটা রাজ্য। এবছরও যেন তার ব্যতিক্রম না হয় এমনই চাইছেন হয়তো শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী।

BanglaBook.org

পাশ ফিরে শুলাম আবার। এত সকালে ওঠার কোনও প্রশ্নই নেই। অথচ ঘুমোবার চেষ্টা করাও বৃথা। কারণ, একবার ঘুম ভেঙে গেলে কিছুতেই আর আমার ঘুম হয় না। লেপের ভেতর নিজেকে ভালো করে মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে নিলাম। এমন সময়ে কানে বাজছে পান্নালাল ভট্টাচার্য। তিনি অনেক দরদ দিয়ে গাইছেন-

'পৃথিবীর কেউ ভালোতো বাসে না
এ পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না
যেথা আছে শুধু ভালো বাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা
সকলই ফুরায়ে যায় মা।'

সকালবেলাতেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। এ ধরণের গান-ফান শুনলেই কেমন যেন নিজেকে শালা খুব একলা একলা মনে হয়। কেন যে কমলাকান্ত এসব লিখে গেছেন কে জানে। একবার মনে হল বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে এফএমটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। অবশ্য রেডিও বন্ধ করে দেওয়াটা আমার সাধ্য বা ক্ষমতায় কুলোবে না। কারণ প্রতিদিন ভোরবেলাতেই এরকম শ্যামাসঙ্গীত চালিয়ে মা ঘরের কাজকর্ম সারেন। আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকদিনের শুরুটাই এভাবে হয়। আর সকালবেলা মায়ের মেজাজ বিগড়ে দেওয়া মানে সারাদিনের জন্য উপোস করে থাকা। তাই এ গান নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমি আরও একবার ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে থাকতেই বেশি ভালো লাগছিল। এবং আমার একটা ছেলেবেলার অভ্যেস আছে। তা হল, জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে আমার দারুণ লাগে। অর্থাৎ নিজেকে কোনও একটা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র করে নিয়ে কল্পনাতে ভেসে যাওয়া। এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগে। এবং ছেলেবেলা থেকেই এটা আমি করতে পারি নিজের প্রয়োজন মতো যখন খুশি। এই যেমন এখন দিব্যি মনে করা যায় বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ভীষণ।

BanglaBook.org

আকাশ একেবারে মেঘলা। কালো হয়ে আছে চারদিক। আর এই বৃষ্টিতে একটা ছাতার তলায় আমি আর আমার বোন (কাল্পনিক) পড়তে যাচ্ছি তপন স্যারের (কাল্পনিক) বাড়ি। আমার বোন খুবই রোগা। গায়ে একটা পুরনো ফ্রক। আমাদের হাতে পাতলা সাইজের রুগ্ন বইপত্তর। অর্ধেক শরীর ভিজে গেছে বোনের। বৃষ্টিতে আমিও কাহিল। এমনকী হাওয়াই চটি এঁটে গেছে মাটিতে। আমরা কিছুতেই আর এগোতে পারছি না। হয়তো বোনের চটির ফিতেটা ছিঁড়ে গেল এবার। আর সে পুরোপুরি ভিজে গেল তখন। আর আমার ছেঁড়া ব্যাগের ভেতরের বইখাতা সবই ভিজে গেছে ততক্ষণে। ব্যাস এতটুকুই। এই সামান্য টুকরো টুকরো চিত্রকল্পটুকুই আমাকে দারুণ আরাম দেবে। এবং বারবার আমি এটাই ভাবতে থাকব। বোন ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টির জলে। বোনের হাওয়াই চটির ফিতে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমার ভারি মজা।

এসব ভাবতে ভাবতে এভাবে যে কতক্ষণ কেটে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। রেডিও-র গান আর শোনা যাচ্ছে না অনেকক্ষণ হল। তার মানে সকাল আটটা বেজে গেছে নিশ্চিত। আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। তাই উঠেই পড়লাম।

রান্নাঘরের দিকে চোখ যেতেই দেখলাম মা গ্যাস-ওভেনে চা বসিয়ে দিয়েছে। আমি বাথরুম সেরে ব্রাশটা হাতে নিয়ে ছাদের ঘরে এগোলাম। আমাকে দেখে মা কিছুটা অবাক হয়ে গেল। অবাক হবারই কথা। এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি- এই ব্যাপারটা মায়ের কাছে পরীক্ষায় না পড়াশোনা করে ফার্স্ট হয়ে যাওয়ার মতোই একটা বিষয়। মা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, 'কোথাও বেরোবি নাকি রাজু? এত সকাল সকাল উঠে পড়লি যে!' আমি মুখে কিছু না বলে মাথাটা দুবার হেলিয়ে দিলাম। রাজু আমার ডাক নাম। বাড়ির এবং বাইরের, সব জায়গারই। ছাদে গিয়ে ব্রাশটা সারবো ভাবলাম। উপরে বাবার ঘরে চোখ পড়ে গেল। বাবা রোজ এই সময়ে যে কাজে অভ্যস্ত থাকেন, আজও সেকাজে ব্যস্ত।

BanglaBook.org

এই সময় বাবার সঙ্গে যদি খোদ ঈশ্বর এসেও দেখা করতে চান, তাহলেও বাবা তাকে তিরিশ সেকেন্ডের জন্যেও সময় দিতে পারবেন না। কারণ, বাবা রোজদিনই এমন সময়ে প্রাণায়াম করেন। এটা তার বহুদিনের অভ্যেস। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই তিনি প্রথমে অনুপানসহ ত্রিফলা সেবন করেন। তারপর প্রাণায়ামে বসেন। আজ পর্যন্ত কখনোই কোনও কারণে এর ব্যত্যয় ঘটতে দেখিনি। বাবার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি জানলার দিকে মুখ করে আছেন। কাজেই আমায় দেখতে পাননি। দরজার দিকে তিনি পিছন ফিরে কাজ করছেন। আর জানলার সামনেই বড়ো নিমগাছ। সেদিকে মুখ করেই তিনি প্রাণায়াম করেন। এই ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালে একটি ছবি টাঙানো রয়েছে। ছবিটি ধ্যানমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দের। বাবার গুরুদেব (এবং আমারও)। তাঁর লেখা প্রতিটি বই (উপদেশ ও বাণী) বাবার কণ্ঠস্থ। ধ্যানাসনে বসে রয়েছেন আমার পিতা। এবং দমভরে উভয় নাসিকা দ্বারা প্রভাতের টাটকা সতেজ ও বিশুদ্ধ বায়ু আকর্ষণ করিতেছেন। আকর্ষণ করিবার পর অধর ও ওষ্ঠকে পক্ষীচঞ্চুর ন্যায় সরু করিয়া কিঞ্চিৎ থামিয়া থামিয়া সজোরে মুখ দ্বারা বায়ু রেচন করিতেছেন। অর্থাৎ বায়ু রেচন করিয়া কিয়ৎক্ষণ থামিতেছেন। পুনরায় বায়ু রেচন করিয়া একটু থামিতেছেন। এইরূপে তিনি সমগ্র ক্রিয়াটি অনুষ্ঠান করিতেছেন। বস্তুত এই প্রাণায়াম ব্যাপারটা আমার খুব উদ্ভট একটা বিষয় বলে মনে হয়। আমি জানি না এভাবে আদৌ মানুষের সূক্ষ্ম জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে কিনা! আমাকেও অবিশ্যি তিনি বহুবার এসব অভ্যেস করাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এইসব প্রাণায়াম-টানায়াম আমার একদম পোষায় না। ওই নাক টিপে মুখ দিয়ে ফুঃ ফুঃ করার চাইতে ভোরবেলা নাক ডেকে ঘুমোনো ঢের ভালো। আমার অবশ্য এসব নিয়ে ভালো নলেজ রয়েছে। ওই বাবার মুখে মুখে শুনেই বিভিন্ন প্রাণায়াম সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান সঞ্চয় করে রেখেছি। যদি কখনও কারোর কোনও উপকারে লাগে। এই আর কী! যেমন, এই যে আমার পিতাজি এই মুহূর্তে যে প্রাণায়ামটি পালন করছেন, এটির দ্বারা নাকি

BanglaBook.org

বিংশতিপ্রকার কফরোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কফরোগ বলতে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানি এইসব। এই প্রাণায়ামের দ্বারা নাকি মুখের পক্ষাঘাতও সেরে ওঠে ধীরে ধীরে। এটি সহজ প্রাণায়াম নামে পরিচিত। অবিশ্যি প্রাণায়ামের উপযোগিতার ব্যাপারে আমি যতই সন্দেহ পোষণ করি নাই-বা কেন, এর উপকারিতা আজ বিশ্ববিদিত। কাজেই, আমার চাইতে আমার বাবা অনেক বেশি আধুনিক তা বলাই বাহুল্য। বাবা এখনও ধ্যানাসনে বসে রয়েছেন। আমি ছাদের দিকে পা বাড়ালাম। ছাদে উঠে সকালবেলাটা ঘোরাফেরা করতে খুব ভালো লাগে আমার। বিশেষ করে ছাদ ঘেঁষে কতরকমের গাছপালা রয়েছে আমাদের বাড়িতে। গাছেদের আধসবুজ পাতাগুলো হালকা কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে। যেন সকালবেলার স্নান সারছে তারা। একটা আলাদা গন্ধ রয়েছে এসবের। একটা আলাদা পৃথিবী রয়েছে এসমস্ত সকালবেলার। এবং এসবই হয়তো একটা আলাদা জন্মান্তরের দৃশ্য। সবুজে সবুজে মাখা আকাশ। চারপাশটা সাদা হচ্ছে ক্রমশ। সূর্যের আলো ধীরে ধীরে গাছের সারির ভিতর দিয়ে চিকচিক করে জ্বলতে শুরু করেছে।

দেখতে দেখতে কখন যে সকাল নটা বেজে গেল বুঝতেই পারলাম না। প্রাতঃকালীন ক্রিয়া-কর্মাদি পরিসমাপ্ত করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। চায়ের কাপটা নিয়ে টেবিলে বসে কালকের ব্যাপারটাই ভাবছিলাম আবারও। মাথার ভিতরে শিশির জমছে একটু একটু। আবারও কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ছি। কী যে করি! একটা অদ্ভুত দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করে চলেছে সবসময়। অদ্ভুত দুটো চোখ। এই পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই থাক না কেন, সেই চোখদুটো আমাকে লক্ষ্য করে চলেছে। আমি তার অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি সবসময় অনুভব করতে পারি। নিজেকে আড়াল করার কোনোই উপায় নেই আমার। এবং কেমন যেন ভয় ভয় করছে নিজেকেই। কয়েকদিন আগে পর্যন্তও সব ঠিক ছিল। এতটা অসুবিধাও হচ্ছিল না আমার। কিন্তু ক্রমশই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছি। এবং মানসিকভাবে ততোধিক।

BanglaBook.org

চায়ের কাপটা মুখে নিতে গিয়েও নামিয়ে রাখলাম। গরম চা খেতে অভ্যস্ত নই। কিছুটা ঠাণ্ডা করে তবেই আমি চা পান করি। নাহলে একটুতেই আমার জিভ পুড়ে যায়। টেবিলের ওপারেই বাবা বসে রয়েছেন। আজকের খবরের কাগজটা মন দিয়ে পড়তে শুরু করেছেন। আমি নিজের মানসিক ভাবটাকে কিছুটা স্থিতিশীল করে তোলার জন্যই জোর করে বাবাকে জিগেস করলাম, 'নতুন কিছু পেলে আজকের খবরের কাগজে?'

বাবা কাগজ থেকে মুখ তুললেন না। চুপ করে রইলেন। প্রশ্নটা শুনেও না শোনার মতো একটা ভাব। অর্থাৎ, তোমার থেকে এই খবরের কাগজটি অনেক বেশি মূল্যবান একটি বস্তু। এরকম একটা ব্যাপার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি আর কিছু না বলে চায়ের কাপটা ঠোঁটে ঠেকাতেই বাবা বলে উঠলেন, 'হেলিকপ্টার থেকে আদালতে গ্রেনেড।'

'মানে?' অবাক হয়ে তাকালাম আমি।

'ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের ঘটনা'

এই বলে আবারও চুপ করে গেলেন তিনি। আর কিছুই বললেন না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গোটা কাগজটাই মন দিয়ে গিলছেন। আমি বোকার মতো হাঁ করে বসে রইলাম। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছি।

'বাবা তোমার সময় হবে?'

'কী ব্যাপারে?' খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই তিনি বললেন।

'কয়েকটা কথা বলতাম।'

'হুম, বলো।'

আমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

'আমাকে একটা হাঁস ডিস্টার্ব করছে'- কথাটা বলেই আমি চুপ করে গেলাম। ঠিক কী বলতে চাইছি তাও জানি না। আসলে যে অবস্থার মধ্যে

BanglaBook.org

দিয়ে আমি চলেছি তা কাউকেই বোঝাতে পারব না। নিজের এই পরিস্থিতির কথা অপর কাউকে জানালে তারা নিশ্চিত আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। এবং আমাকে পাগলও ভাবতে পারে। আর আদতে ভাবছেও তাই। এই তো গতকালই সুপর্ণা কাকিমা ওই অজানা লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোককে সে কথাই তো বললেন আমার সম্পর্কে।

'তুমি কি সকালবেলাতে ইয়ার্কি করছ আমার সঙ্গে?'

বাবা রাগতভাবে তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে। আমি কিছুটা চুপ করে থেকে আমতা আমতা করে বললাম, 'না ঠিক তা নয়। আসলে আমার মনে হচ্ছে কোনও একটা হাঁস আমাকে আড়াল থেকে দেখে চলেছে।'

'কী আবোল-তাবোল বকচিস রাজু?' মা যে কখন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা আমি বুঝতে পারিনি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বস্তুত পিতৃদেবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। বাবা আদতেই ভীষণ বদরাগি মানুষ। আর ছেলেবেলা থেকে বরাবরই আমাকে শাসন করে এসেছেন। এমনকী এখনও মাঝেমধ্যে আমায় গালিগালাজ করেন। আমি যেন তার চক্ষুশূল। তিনি আমাকে একদমই পছন্দ করেন না। এই বুড়ো বয়েসেও আমাকে তিনি কোনোভাবেই ছেড়ে কথা বলেন না। মনে আছে ছেলেবেলায় একবার রান্নাঘর থেকে গুঁড়োদুধ চুরি করে খেয়েছিলুম বলে তিনি আমায় জুতোপেটা করতে করতে রাস্তায় দৌড় করিয়েছিলেন। সে সব বিখ্যাত স্মৃতি সহজে ভুলবার নয়। অথচ বাবার থেকে খুব কাছের মানুষ আজও কাউকে খুঁজে পেলাম না। এবং এটাও ঠিক আমি হয়তো বাবাকে এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। তবে বাবা আমাকে খুব ভিতর থেকেই বোঝেন। তাকে নিয়ে আমার হাজার অনুযোগ থাকলেও কোনও অভিযোগ নেই। তাই হয়তো আজ হাঁস করে বাবাকে হাঁসের ব্যাপারটা বলেই ফেললুম। কারণ, আমার মধ্যে দিন দিন অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। এর কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। নাহলে সমূহ বিপদের

BanglaBook.org

মধ্যে ডুবে যাবো আমি। এমনই মনে হচ্ছে শুধু। অবশ্য গণেশের ব্যাপারটা আমি ইচ্ছে থাকলেও কিছুতেই বলতে পারব না বাবাকে। এসব কথা কাউকে বলা যায় নাকি! কে বুঝবে আমায়?

আমি মায়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আবারও বাবার দিকে তাকালাম। তিনি এখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে। কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করছেন। দক্ষিণের জানলাটা দিয়ে শীতের হালকা বাতাস বইছে। রোদটা বেশ জমিয়ে উঠতে শুরু করেছে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। বাবা যেন আমার ভেতরটা পড়তে শুরু করেছেন। কিছুক্ষণ আগেই যেমন খবরের কাগজটিকে পড়ছিলেন, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকেও যেন খুঁটে খুঁটে পড়তে শুরু করেছেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত আমরা কেউই আর কোনও কথা বললাম না। হঠাৎ করেই তিনি বসার চেয়ারটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হাওয়াই চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে গুম মেরে রইলুম। পিতাজির কি গোঁসা হইয়াছে? পিছন ফিরে মায়ের দিকে তাকাতেও আর সাহস পেলুম না। সক্কাল সক্কাল সকলের মাথা ঝোল করে দিয়েছি সে আমি বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছি। এখন এই মুহূর্তে আমার ঠিক কী করা উচিত এসবই ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি চপ্পলে আওয়াজ তুলে হাঁটতে হাঁটতে বাবা ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন।

'এগুলো দেখার সময় কি কখনোই হবে না তোমার?'

কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন। তার হাতের মধ্যে একতাড়া প্রিন্টেড কাগজ। তিনি আমার দিকে ছুঁড়ে ফেললেন কাগজগুলো। আমি মেঝে থেকে কুড়িয়ে হাতে নিলাম।

'সেই যে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে রয়েছ আর কোনও হেলদোল-ই নেই তোমার। কিছু তো একটা করতে হবে! ভবিষ্যতে কী খাবে? কী পরবে? অসুখবিসুখ করলে কোথায় পাবে টাকা?'

BanglaBook.org

বুড়ো হঠাৎ কেন ক্ষার খেয়ে গেল আমার উপর সেটাই বোঝার চেষ্টা করলুম মাথা নীচু করে। আমি তো আমার সমস্যার কথা জানাতে চেয়েছিলাম বাবাকে। ভেবেছিলাম এটার কোনও সলিউশন বাতলে দেবেন তিনি। এ তো দেখছি নিজেই আরও সমস্যা তৈরি করে দিচ্ছেন। আমি কোনও কথা না বলে মুখটা গোবেচারার মতো করে বসে রইলুম। তিনি ক্রমশ উচ্চ-নিনাদে বকে চলেছেন, 'দ্যাখো কাগজগুলো মন দিয়ে। তোমার তো সময়ই হয় না। তাই তোমার মেইল ইনবক্স আমাকে চেক করতে হয়। কতগুলো চাকরির অফার এসেছিল! যেকোনো একটায় ইন্টারভিউতে বসলেই তুমি পেয়ে যেতে। তোমার যা এক্সপেরিয়েন্স আর এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আছে তাতে করে তুমি দিব্বি একটা ভালো চাকরি হাঁকিয়ে দিতে পারো। অথচ সেসবে তোমার কোনও চাড়-ই নেই! আমি তো দিন দিন তোমার হাবভাব লক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। কাদের সঙ্গে মিশছ তুমি আজকাল? কোথায় থাকছ এত রাত পর্যন্ত? ভেবো না আমি কিছু জানি না। সবই কানে আসছে আমার। তুমি কি চাও আমি তোমার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিই?'

বাবা বকেই চলেছেন। কিছু কথা আমার কানে ঢুকছে। কিছু কথা বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমি সেদিকে মনোনিবেশ করতে পারছি না। আসলে পেটের ভেতরটা হঠাৎ গুড় গুড় করছে। এই তো কিছুক্ষণ আগেই পায়খানায় গেলাম। আবার পাচ্ছে। এই অবস্থায় কী যে বলি বাবাকে। কাগজগুলো হাতে নিয়ে বসেছিলাম। দেখলাম যে বেশ কয়েকটা নামি কোম্পানি থেকে চাকরির অফার আছে। ইন্টারভিউয়ের ডেট, টাইম, সিডিউল, সবই জানিয়ে দিয়েছে তারা। এখন আমি যদি সেটা অ্যাটেন্ড করতে ইচ্ছুক হই, তাহলে আমাকে আগে থেকে মেইল মারফত কনফারমেশন দিতে হবে তাদেরকে। নাহ আর পারছি না। এবার বোধয় প্যান্টেই হয়ে যাবে। পেটটা এমন গুলিয়ে উঠছে যে এই বেরিয়ে গেল গেল অবস্থা। ওদিকে বাপটাও চিল্লে যাচ্ছে। মাইরি কী জ্বালায় যে পড়া গেল সক্কাল সক্কাল! কেন যে হাঁসের ব্যাপারটা বলতে গেলুম বাবুজিকে। ভাগ্যিস

BanglaBook.org

গণেশের ব্যাপারটা চেপে গেছিলুম! নাহলে এতক্ষণে শ্যাষ হয়ে যেতুম বোধয়! পেটে মারাত্মক মোচড় দিচ্ছে। পায়খানা অবধি যেতে পারবো তো? আমি কোনোরকমে নিজের মধ্যে ব্যাপারটাকে দমিয়ে রেখে মৃদুস্বরে বাবাকে জিগ্যেস করলাম, 'কী চাও তুমি?'

'আমি চাই তোমার একটা সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ হোক। তোমার একটা ভালো চাকরি হোক। বিয়ে-থা তো করলে না এত বয়েস হয়ে গেল। অন্তত আমাদের মুখ চেয়ে এবার নিজেকে কিছুটা পালটাও। আমরা তো বুড়ো হয়ে গেলাম তোমার কথা চিন্তা করতে করতে। আর কত ভোগাবে আমাদের? এবার নাহয় আমাদের কথা কিছুটা ভাবতে শেখো?'

নাহ, আর পারা যাচ্ছে না। এবারে পায়খানার দিকে এগোতেই হবে। আমি কাগজের তাড়াগুলো টেবিলে বাবার সামনে রেখে দিয়ে বললুম, 'ওসব চাকরি-বাকরি তুমি করো গে যাও। আমার এখন হাগা পেয়েছে।'

BanglaBook.org

## ৫

অনতিদূরেই রাজগৃহের প্রবেশ দ্বার। সামনে লালচে মাটির প্রশস্ত পথ। পথের চারপাশে গাঁয়ের মানুষ। এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার জন্যে উপচে পড়ছে ভিড়। সেখানে শয়ে শয়ে লোক দাঁড়িয়ে। মানুষের দীর্ঘতাকে ছাড়িয়ে পথের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নানারকম বাহারি ফুলের গাছ। সবুজের সমবেত যাপন। অল্প হাওয়ায় দুলে উঠছে গাছেদের সবুজ পাতা। মানুষের চোখেমুখে অদ্ভুত এক শিহরণ। আতঙ্ক গ্রাস করছে তাদের। বাতাসে যেন যন্ত্রণার করুণ নিনাদ। শিকড়ে শিকড়ে অন্ধকার ছেয়ে আসছে। দূরের গাছ থেকে বিষাদে পালক ভিজিয়ে উড়ে যাচ্ছে নীরব পাখির দল। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় আকাশের নীল উন্মাদের মতন ভেসে বেড়াচ্ছে। আকাশে উড়ছে মেঘের পালক। সকলে মুহূর্ত গুনছে। এক-দুই-তিন। ব্যাঙের ছাতার মতো অহংকারে ভর করে নবাব প্রহরীদের আদেশ দিলেন, 'মারো চাবুক'। এক বৃহৎ হস্তির পিঠে একজন মানুষকে নবাবের অনুচরেরা বেঁধে নিয়ে এলেন। মানুষটির পরনে সাদা ধুতি। খালি গাত্র। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথায় তিলক। নির্ভীক তার চোখের চাউনি। পথের ঝরাপাতার উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল মাতঙ্গ। নবাবের আদেশে চাবুক মারতে শুরু করল ওই প্রহরীরা। হস্তিপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে সেই ব্যক্তি চাবুকের আঘাত সহ্য করতে রইলেন। পাঁচজন প্রহরী মিলে তাঁকে ক্রমাগত কশাঘাত করতে থাকল। সমবেত মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদের সাহস

BanglaBook.org

দেখালেন। কেউ কেউ কাকুতি মিনতি করলেন। নবাবের আদেশে সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। হস্তিপৃষ্ঠেই ওই মানুষটি ক্রমাগত কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে তিনি সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেও কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক সোনার পুতুলীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। সেই কলঙ্কিনীও তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। এরপর তিনি মৃতদেহের পদযুগল স্পর্শ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এতক্ষণ পর আমি স্পষ্ট করে মৃত ব্যক্তিটির মুখ দেখতে পেলাম। এ তো আমি নিজেই! কী আশ্চর্য! আ-আমারই মুখ! ক্লান্ত। বিষণ্ণ। কিন্তু হেরে যাওয়া নয়। জীবন থেকে পালিয়ে আসা নয়। বুকের ভিতরটা ধক ধক করতে শুরু করল। কী একটা অজানা ভয়ে যেন ঘাম দিতে শুরু করেছে। এ কীরকম স্বপ্ন? সেই মৃতের মুখ যেন ডুবন্ত সূর্যের পাশে ভেসে রয়েছে। কী এক চরম বেদনা যেন সেই শ্রান্ত মুখের ভাঁজে নিওনের মোমের মতন জ্বলে উঠেছে।

সন্ধেবেলা যে এরকম একটা বিদঘুটে ভয়ানক স্বপ্ন দেখব তা ভাবতেই পারিনি। এই শীতেও ঘাম দিয়ে শরীর ভিজিয়ে দিয়েছে। মনে হল নবাবের আদেশে চাবুকটা যেন আমার পিঠেই পড়েছে। স্বপ্ন হলেও পিঠে ব্যথা অনুভব করছি স্পষ্ট। কী আশ্চর্য! এরকম হয় নাকি! আজকের দিনটাই খারাপ কাটছে আমার। হালকা চোখদুটো লেগে গিয়েছিল। আর তাতেই ঘটে গেছে এই ভয়ানক বিপত্তি। আসলে গতকাল রাতে ঠিকঠাক ঘুম হয়নি। সেকারণেই দুপুরে ঝিমোচ্ছিলাম বসে বসে। কখন যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি তা নিজেই জানি না। কিন্তু দুপুরবেলা ঘুমোনো আমার অভ্যেস নেই। আমি কখনোই দিনে ঘুমোই না। কারণ অবশ্য কিছুই নয়। ছেলেবেলায় একসময় খুব স্বপ্নদোষ হত আমার। রাত্রে ঘুমোতে গেলেই ভোররাতের দিকে প্যান্ট ভিজে যেত। আর প্যান্টের যে অংশটায় বীর্যপাত ঘটত, সেই জায়গাটা মুচমুচে বিস্কুটের মতন শক্ত হয়ে ফুলে উঠত। এসব ক্লাস টুয়েলভের সময়কার কথা। তখন নানারকম সমস্যায় ভুগতাম আমি। আর স্বপ্নদোষের

BanglaBook.org

ব্যাপারটা কাউকে কোনোদিনও লজ্জায় বলতে পারিনি। কী বাজে যে গন্ধ ছাড়ত প্যান্ট থেকে সে বলার মতো নয়। একদিন নিজেই সাহস করে পাড়ার এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে গিয়ে সব কথা বলেছিলাম। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকেই প্রথম জেনেছিলাম যে মাসে তিন-চারবার পুরুষদের নাইটফলস হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। আমাদের এই দেহের গঠন ও পুষ্টির জন্য শুক্রের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু এই কার্য সম্পন্ন করার জন্য যে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত সঞ্চিত শুক্র অবশিষ্ট থাকে সেসবই নাকি রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় বের হয়ে আসে। এমনকী মলত্যাগের সময়ও নাকি যদি প্রস্রাবের সঙ্গে শুক্রের নির্গমন ঘটে, তাহলে সেটিও স্বাভাবিক একটি ঘটনা। আমার অবশ্য অস্বাভাবিকভাবেই বীর্যপাত ঘটত। অর্থাৎ কখনো-সখনো মাসে দশবার পর্যন্তও রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে বীর্যপাত ঘটত। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, দিনের বেলায় কখনোই ঘুমোবে না। দিনের বেলা ঘুমোলে সাধারণত দেহ উত্তপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ফলে নাইটফলস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ভীষণ। বলাইবাহুল্য সেই সময় থেকেই আমি দুপুরবেলা ঘুমোনো বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আজ এত বছর পর পুরনো সেসব কথা মনে পড়ে গেল।

ঘরের ভেতর একতাল অন্ধকারে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই অন্ধকারটাকে ছুঁয়ে দেখতে চাই। ফিল করতে চাই এই অদ্ভুত শূন্যতার বুননটাকে। নাহ, অন্ধকার কখনোই শূন্যতার সমার্থক নয়। তবে একে অপরের কমপ্লিমেন্টরি। এ কথা বলা যেতেই পারে। ঘরটা এতটাই অন্ধকার যে নিজের নিশ্বাসকেও যেন পরখ করে নিতে পারছি। পাশ ফিরে শুলাম। মাথার কাছেই মোবাইলটা রেখে দিয়েছিলাম ঘুমোবার আগে। মনে পড়ে যাওয়াতে অন্ধকারে বিছানা হাতড়াতে শুরু করলাম। খুঁজতে খুঁজতে ফোনটাকে পায়ের দিকে খাটের এক কোণ থেকে টেনে বের করে আনলাম। ফোনের সুইচটা অন করে একবার টাইমটা দেখে নিলাম ঘুমজড়ানো চোখে। এখনও সাতটা বাজতে অনেক দেরি। সবে পাঁচটা চল্লিশ। আজকের এই

BanglaBook.org

সন্ধের নিস্তব্ধতা কেমন যেন বড্ড একলা করে দিচ্ছে সময়টাকে। একটা ছ্যাঁচড়া ধরণের ডিপ্রেশন পেয়ে বসছে আমায়। সন্ধের ফাঁকা রাস্তায় মাঝেমধ্যে কুকুর ডেকে উঠছে ভেউ ভেউ করে। সেইসব প্রভুভক্ত প্রাণীদের চিৎকার চেঁচামেচি মুহূর্ত ধরে কান পেতে শুনছি আমি। কুকুরগুলোর ডাকাডাকি হঠাৎ বেড়ে গেল। গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। একজন নয়। একসঙ্গে অনেকজনের সম্মিলিত ধ্বনি। 'বলো হরি হরি বোল'। বেশ কয়েকজন মিলে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে কোনও এক মৃত মানুষকে। ইচ্ছে হল একবার জানলা থেকে বাইরেটা দেখি। কিন্তু এই মোমেন্টে বিছানা ছেড়ে উঠতে কিছুতেই ভাল্লাগছে না। বিছানা ছেড়ে ওঠার মতন শক্তিও পাচ্ছি না শরীরে। খুব টায়ার্ড লাগছে। হার্টবিটটাও যেন আপ-ডাউন করছে মাঝেমধ্যে। অবশ্য কীই বা দেখার আছে? যে গেছে সে গেছে। এ নিয়ে আর বেশি ইন্টারেস্ট না দেখানোই ভালো। এইসব মৃত্যুফৃত্যু নিয়ে ভাবতে গিয়ে এক সময় খুব হ্যাপায় পড়েছিলাম। কী একটা ভয় যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল ক্লাস ট্যুয়েলভে। সেসব অনেককাল আগের ঘটনা। আজ থেকে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগের কথা তো হবেই। এরকম আমার মাঝেমধ্যেই হত সেসময়। এই মনে করো ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল, ঘরে কেউ নেই। বিছানায় শুয়ে বনবন করে ঘুরতে থাকা ফ্যানের ব্লেডের দিকে তাকিয়ে হুট করে বুকটা কেমন করতে শুরু করত। কেমন খালি খালি মনে হত বুকের ভেতরটা। একটা উদোম নার্ভাসনেস। একটা তীব্র ভয়। মনে হত আমার কোনও অস্তিত্বই নেই। একদিন এই পৃথিবীতে আমি আর থাকব না। এই থট্‌টাই আমাকে আগাগোড়া সুস্থ হতে দেয়নি কোনোকালেই। সেসময় খুব ভুগেছিলাম আমি। মনে আছে ক্লাস ট্যুয়েলভের টেস্ট পরীক্ষাটা খুব খারাপ হয়েছিল এই কারণেই। এবং এসব কথা আমি কোনোদিনই কাউকে বলতে পারিনি। কলেজ লাইফে অবশ্য অন্তরাকে এসবের কিছুটা বলেছিলাম। তবে এখন সেসব কথা হুটহাট করে মনে পড়লেই স্রেফ ভ্যাক ভ্যাক করে দাঁত ক্যালাতে ইচ্ছে করে। ডেথথট্ নিয়ে খিল্লিও যে

BanglaBook.org

চরম লেভেলে করা যায়। ওই সময়টার মুখোমুখি না হলে আমি কোনোদিন জানতেও পারতাম না।

বিছানাতে উঠে বসলাম। শীত শীত করছে। যদিও গায়ে একটা পাতলা চাদর জড়ানো আছে। দাড়িটা একটু চুলকে নিলাম। বড্ড কুটকুট করে আজকাল। সকালবেলার কথা মনে পড়ে গেল। বাবা খুব গালিগালাজ করেছে আজ আমায়। এমনকী দুপুরে খেতে বসেও দেখছিলাম বাবা মুখ ভার করে রয়েছে। পেটে সমস্যা থাকায় দুপুরে ঠিক করে ভাত খেতে পারিনি। তার উপর মায়ের বকবকানি তো ছিলই। আস্ত পৃথিবীখানা ধ্বংস হয়ে গেলেও আমার মায়ের একঘেয়ে বকবকানি কোনদিনও শেষ হবে না। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। খাবার টেবিলে আমি মাংসের বাটিটার দিকে তাকিয়েছিলাম। কী দারুণ ঝোলের রঙ! টকটকে লাল। আর খাসির মাংস তো মা বরাবরই পেঁপে দিয়ে রান্না করে। যদিও অন্যদিনের মতো আজ আর হালকা ঝোল নয়, বরং বেশ কষে নিয়ে রান্নাটা করা হয়েছে। আমার পেটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলেই কি আজ মা এভাবে রান্নাটা করেছে! ওহে জননী, এই ছিল তব মনে? তবুও সমস্ত অপমান ও অত্যাচার আমি মুখ বুজে মেনে নিয়ে যখনই ভোজনে মনোনিবেশ করেছি তখনই মা শুরু করল।

'চাকরি-বাকরি না করতে ইচ্ছে হয় করিস না। কিন্তু তুই চাইলে দুটো টিউশনিও তো করতে পারিস? এরকম ফরফরিয়ে যেথায় সেথায় না উড়ে বেড়িয়ে দেখ না কিছু হয় কি না?'

আমি উচ্ছেভাজা দিয়ে ভাত মেখে চিবোতে চিবোতে মায়ের মুখের দিকে তাকালুম। বঙ্গজননী তখনও বকে চলেছেন, 'ওই যে নীলুদের পাশের বাড়ির মেয়েটা? চিনিস তো! কত্তো টিউশনি করে বাড়িতে জানিস! সারাদিনই বাচ্ছা পড়াচ্ছে। সেই সকাল সাতটা থেকে রাত্তির এগারোটা অবধি। বাবারে বাবা! তুইও দেখ না রাজু। নাহয় প্রথমে অল্প-স্বল্প করে পড়ানো শুরু কর।'

BanglaBook.org

খাওয়ার সময় কেন যে এত জ্বালায়। আমি তেতো উচ্ছে গিলতে গিলতেই মাথা নাড়লাম। এখন এই মুহূর্তে কিছু বলাটা খুব বোকামির কাজ হবে। তার উপর পিতাজি আমার মুখোমুখি বসে রয়েছেন। তাই, মাথা নাড়িয়ে উদ্ভূত সমস্যার সাময়িক নিষ্পত্তি করে ফেলাই শ্রেয় মনে করিলাম।

গীতাতে লেখা আছে সহ্যের গুন প্রচুর। আমিও মায়ের নানারকম কথাবার্তা সহ্য করে নিলাম। এক কানে প্রবেশ করিয়ে অন্য কান দিয়ে প্রস্থান করালাম। ভাত খেতে খেতে ভাবছিলাম মায়ের বুদ্ধিটা মন্দ নয়। তবে হঠাৎ করেই গৌর স্যারের কথাটা মনে পড়ে গেল। তাঁকে চিনত না এমন কেউ প্রায় ছিলই না এই অঞ্চলে একসময়ে। এক ডাকেই যে কেউ তাঁর বাড়ির ঠিকানা বলে দিতে পারতেন এতটাই তাঁর খ্যাতি ছিল। আমাদের এই মাস্টারপাড়া অঞ্চলে গৌর স্যারের কাছে ভর্তি হওয়া মানে পরীক্ষায় চোখ বন্ধ করে অঙ্কে নব্বই পাওয়া। তিনি যতটা নিজের নামের জন্য খাটতেন ততটা অবশ্য টাকার জন্য নয়। ফলত বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর টিউশনির টাকা তাঁর ভাগ্যে জুটত না। অথচ তিনি মুখফুটে কাউকে কোনোদিন কিছু বলতেনও না। অনেকেই মাইনে মেরে দিত গৌর স্যারের। আবার কেউ কেউ বিনে পয়সায় সারা বছর ক্লাস করত। তিনি মাইনে-পত্তরের ব্যাপারে এতটাই উদাসীন ছিলেন যে টাকার অভাবে একটা বিয়েও করে উঠতে পারেননি। আর সাতকূলেও তাঁর কোনও আত্মীয়পরিজন ছিল না। থাকার মধ্যে তিনি একাই। একটা ঘর ভাড়া করে থাকতেন। মা-বাবা সেই ছেলেবেলাতেই মারা যায় কঠিন অসুখে। কষ্টেসৃষ্টে দিন কেটে গেলেও তাঁর জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতিটা খুবই ভয়ঙ্কর। লোকের মুখে এ কথা শোনা যদিও। বুড়োশিবতলার দিকে একটা বাড়িতে গৌর স্যার ক্লাস সেভেনের একটি মেয়েকে অঙ্ক পড়াতে যেতেন। বাড়িটি ছিল বিত্তশালী অমিত পণ্ডিতদের। শোনা যায় ছাত্রীটির মা গৌর স্যারের প্রেমে পড়েছিলেন এবং গোপনে নাকি চিঠিও দিয়েছিলেন স্যারকে। কিন্তু তিনি সরাসরি আপত্তি জানিয়ে বাড়ির কর্তাব্যক্তিকে বিষয়টি জানালে সবসুদ্ধু জানাজানি হয়ে যায়। এই ঘটনার মাস ছয়েক পর হঠাৎ করেই গৌর স্যার পাগল হয়ে

BanglaBook.org

গেলেন। তার বিভিন্নরকমের মাথার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। শুরুর দিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভুল বকতেন। ছাত্রছাত্রীদের চিনতে পারতেন না। এমনকী রাত্রে নাকি দরজা বন্ধ করে চিৎকার চেঁচামেচি করতেন রোজদিন। এরপর সকলকে চমকে দিয়ে একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ফেললেন। লোকে বলে ও বাড়ির লোকেরা চায়ের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে তাকে পাগল করে দিয়েছিল। অবশ্য গৌর স্যার মারা যাওয়ার পর ওবাড়ির বউটিও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। ওই মহিলার হাত দিয়েই নাকি গৃহকর্তা প্রতিদিন একটু একটু করে স্যারের চায়ে ওষুধ মেশাতেন। এই ঘটনাটি একসময় এ অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে ঘুরত। মূলত লোকের মুখে শোনা হলেও ঘটনাটি সত্য। তার অনেক প্রমাণও পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে। আজ হঠাৎ করেই সেইসব কথাগুলো মনে পড়ে গেল। এসব মনে পড়তেই মনে হল টিউশনির মতো বাজে প্রফেশন আর একটাও নেই। অনেকটাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো একটা ব্যাপার। আর গৌর স্যারের ট্র্যাজিক পরিণতির কথা মনে পড়তেই আমি মাংসের বাটিটা থেকে চোখ গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

'পাতিলেবু আছে?'

'ফ্রিজের দরজায় আছে। কেন কী হবে?'

'মাংস খাবো না।'

'কেন?'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'পেট ঠিক নেই।'

আমাকে দেখে বাবা কিছুটা অবাক হয়ে গেল। মা-ও যারপরনাই বিস্মিত।

আমি কাউকে কিছু না বলে একটা পাতিলেবু চিপে তার রস দিয়ে ভাতমেখে খেয়ে উঠে পড়লাম। আর মা-কে বললাম, 'এইসব টিউশনি-ফিউশনি আমার পোষাবে না। ওসব করতে আমার ভালো লাগে না। এই যেমন আছি তেমনই থাকব।'

বলেই টেবিল ছেড়ে হনহন করে বেসিনের দিকে এগিয়ে গেলুম।

BanglaBook.org

## ৬

মাথাটা কেমন টিপটিপ করছে। বিছানায় যেন একটা ছাইগন্ধ পাচ্ছি। কিছু একটা পুড়ে গেলে যেমন গরম-শুকনো ছাইয়ের একটা আলাদা গন্ধ বেরোয়, ঠিক তেমনই। আর আমার সারাটা পিঠে ব্যথা। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। যেন আমাকে চাবুক মারা হয়েছে। তবে ঘুম ভেঙে যতটা তীব্র যন্ত্রণা টের পেয়েছিলাম, এখন আর সেটা নেই। ব্যথাটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর ধীরে ধীরে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠছি আমি। বালিশের নীচে ফোনটা রেখে দিয়েছিলাম। সেটা বের করে মুখের কাছে এনে কটা বাজে দেখতে গিয়ে মালুম পড়ল তেরোটা মিসডকল! কে ফোন করেছিল আমায়? রণিতা ছাড়া আর কেই-বা করতে পারে? আমি ফোনটাকে সাবধানে আনলক করে মিসডকল দেওয়া নম্বরটা চেক করলাম। আরে! পর্ণা ফোন করেছিল আমায়! পর্ণা ঘোষ! উফফ। মুহূর্তেই আমার মুডটা ফ্রেশ হয়ে গেল।

পর্ণা আমার অনেকদিন আগেকার বন্ধু। সে মাঝেমধ্যেই আগে ফোন করত আমাকে। অবশ্য আজ প্রায় তিনমাস পরে আবার তার নম্বর আমার মোবাইল স্ক্রিনে ফুটে উঠতে দেখলাম। ডায়মন্ড হারবারের মেয়ে। ওদিককার চাঁদনগর নামের কোন এক গ্রামে তার বসত। ওর মুখেই ওদের গ্রামের কথা শুনেছিলাম। শুনেছি ওদের গ্রামের আটচালা শিবমন্দির খুব জাগ্রত। খুব নামধাম আছে ওই দেবালয়ের। যদিও শিবের মন্দির হিসেবেই অধিক পরিচিত,

BanglaBook.org

তাহলেও জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা সকলেই মজুত আছেন সেখানে। আমার অবিশ্যি এসব ভগবান-টগবানে খুব একটা ইন্টারেস্ট নেই। তবে মন্দিরটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে সেখানকার সাধারণ জনজীবনে। পর্ণার মুখেই শুনেছিলাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই মন্দিরটির নির্মান করেন ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ। জনশ্রুতি আছে পরাধীন ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমান করে দেখিয়েছিলেন তিনি। এরকম দারুণ দারুণ কিছু ঘটনার কথা সে আমাকে জানিয়েছিল। সেসব আর যদিও ভালো করে মনে নেই আমার।

মনে পড়ে পর্ণার সাথে আমার আলাপ হয়েছিল একদম নাটকীয়ভাবে। প্রায় ছ-সাত বছর আগের কথা তো হবেই। তখন আজকের মতো এত মোবাইল ফোনের চল ছিল না। মোবাইলে তখন শুধু কথা বলা এবং টেক্সট মেসেজ ছাড়া আর কিছুই সেভাবে করা যেত না। একদিন একটা আননোন নম্বরে মিসডকল পেয়ে আমি কলব্যাক করতেই ওপার থেকে এক গ্রাম্য যুবতী খিল খিল করে কথা বলে উঠেছিল।

'হ্যালো, কে বলছেন?'

আমি প্রশ্ন করতেই মেয়েটি কোনও উত্তর না দিয়ে শুধুই হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ তার হাসির মহড়া চলার পর রাগে ফোনটা রেখে দিয়েছিলাম আমি। পাগল না কি! আজব তো। অথচ তার হাসিটাতে কিছু একটা ছিল। কেমন বিহ্বলতা তৈরি করে। 'আবেশে হিয়ার মাঝারে লই'। ব্যাপারটা ছিল অনেকটা এরকমই। তারপর আমিই মাঝেমধ্যে ফোন করা শুরু করলাম ওই নম্বরে। যদিও ওভাবে একজন অপরিচিত মেয়ের নম্বরে ফোন করা আইনত অপরাধ বলেই আমাদের সমাজে স্বীকৃত। তবে এই সমাজ ঈশ্বর কিংবা ভালোবাসা সম্পর্কে কতটুকুই বা বোঝে? আর তাছাড়া মেয়েটিও দিব্বি আমার ফোন রিসিভ করত, কথা বলত টুকটাক। এভাবেই ক্রমশ গড়ে উঠল আমাদের আলাপচারিতা। আর যতই বয়েস বাড়ল

BanglaBook.org

আমাদের সম্পর্কের, ততই আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলাম। পর্ণা আমারই সমবয়েসী। বিয়ে-থা কিছুই করেনি। এখনও সে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মনে মনে ভাবে, হয়তো আমি কোনোদিন তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেব। তাই সে নির্বিকার আমার জন্য অপেক্ষা করছে এখনও। এই যে এত বছরের চেনাশোনা আমাদের। অথচ আজও আমরা একে অপরের মুখ দেখিনি। কোনোদিনও সামনাসামনি দেখা করিনি আমরা। এমন নয় যে দেখা করতে চাই না। বরং ভীষণভাবে ইচ্ছে হয় দুজনে একসাথে, এমনকী একটা সারারাত কাটাতে চেয়েছি বহুবার। অথচ কেউই কোনোদিন আমরা এখনও একে অন্যের সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারিনি। আগে কত গল্প করতাম আমরা। কত প্ল্যানিং চলত দুজনের। কীভাবে প্রথম দেখা করবো আমরা। কীভাবে সম্পর্কটা আরও সাবধানে এগিয়ে নিয়ে যাবো। এসবই বাজে বকবক করতাম দুজনে মিলে। এমনও হয়েছে অনেকসময় ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা ফোনে গল্প করে গেছি। অথচ সেসব গল্পের কোনও মাথামুণ্ডু ছিল না। কেজো কথার চাইতে ভুলভাল অকেজো কথাই বেশি বকতাম দুজনে। সে ছিল শ্রীঅরবিন্দের পরম শিষ্যা। তার সঙ্গে কথা বলে আমি শান্তি পেতাম। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের যে অগাধ জ্ঞান নিয়ে সে আমাকে ধরা দিয়েছিল, আমি সেই জ্ঞানের পুজারি হয়ে থেকে যেতে চেয়েছি সারাটা জীবন। তার কাছ থেকে শিখেছি কীভাবে সব ছেড়েছুড়ে কামনা-বাসনা ত্যাগ করে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন করতে হয়। আসক্তি ত্যাগ করা প্রয়োজন। বিষয়-কামনা সবকিছু ত্যাগ করা প্রয়োজন। তাহলেই নিজেকে স্বাধীন, মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব।

পর্ণা খুবই গরিব ঘরের মেয়ে। ওর বাবা চাষবাস করে জীবিকা অর্জন করেন শুনেছি। আর ওদিকে গ্রামগঞ্জে এমনিতেও সেভাবে কোনও কাজকারবার নেই। পশ্চিমবঙ্গেও আর তেমন চাকরি-বাকরি এখন আর কোথায়? নোংরা রাজনীতি পুরো শেষ করে দিল দেশটাকে। পর্ণা কোন একটা এনজিওতে চাকরি করছিল শুনেছি। এখনও সম্ভবত সেটা টিকিয়ে

BanglaBook.org

রেখেছে। ও কি আর আমার মতো খামখেয়ালি? যথেষ্ট হিসেবী এবং বুদ্ধিমতী। তবে, হৃদয়ের ব্যাপারেই শুধু বড্ড অগোছালো রয়ে গেল চিরকাল। আগে নিয়মিত ফোন করত সে। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের কথাবার্তা কমে আসে। আমরা যে যার মতন ব্যস্ত হয়ে পড়ি নিজেদেরকে নিয়েই। এখন আর সেভাবে যোগাযোগটা না থাকলেও টানটা একইরকম রয়ে গেছে একে অপরের প্রতি।

আমি উঠে গিয়ে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিলাম। দরজাটা ভেজানোই রয়েছে। মা আর বাবা সম্ভবত উপরের ঘরে রয়েছেন। তারা প্রতিদিন এই সময় টিভি চালিয়ে বাংলা সিরিয়াল গিলতে থাকেন। কী জঘন্য যে লাগে আমার এসব। কী জানি কেন আমাদের সরকার এইসব তৃতীয় শ্রেণির কুরুচিকর শিল্পকে ঘরে ঘরে দায়িত্ব সহকারে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়। যাক গে। এসব নিয়ে আমরা সাধারণ মানুষেরা আর কীই-বা কইতে পারি।

আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। হাতে ফোনটা নিয়ে ভাবলাম এখন কি পর্ণাকে ফোন করা ঠিক হবে? কোথায় আছে কী করছে কিছুই জানি না। কিছুকাল আগে বদলি হয়ে বাঁকুড়ায় গিয়েছিল সে। এখনও কি সেখানেই আছে? এসব ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে। আর ফোনটা ঠিক তখনই বেজে উঠল। 'ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে'। রিসিভ করে কানের কাছে ধরলাম। সেই পরিচিত স্বর।

'ভুলে গেছ আমায়?' জড়ানো গলায় পর্ণা বলে উঠল।

আমি একটু হাসার চেষ্টা করলাম-

'অভিযোগটা তো বরং আমারই করা উচিত।'

'সবসময় কি আমাকেই ফোন করতে হবে?'

'আমারও মাঝেমধ্যে ফোন করা উচিত যদিও।'

'তাহলে এতদিন করোনি কেন?'

'আমি ভাবলুম, তুমি তোমার চাকরি নিয়ে বড্ড ব্যস্ত।'

BanglaBook.org

'তা কিছুটা ব্যস্ত ছিলাম যদিও। তবে চাকরি নিয়ে নয়। বাবাকে নিয়ে।'

'কেন? তোমার বাবার আবার কী হল?' কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েই জিগেস করলাম।

'হঠাৎ করেই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল কদিন ধরে। খবর পেয়েই চলে এলাম।'

'এখন পোষ্টিং কোথায় তোমার? বাঁকুড়াতেই?'

'নাহ। মেদিনীপুরে আছি।'

'ওহ। তো তোমার বাবা কেমন আছেন এখন?'

'কিছুটা ভালো আছে। হাসপাতালে ভর্তি ছিল তিনদিন।'

'তার মানে খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।'

'হুম।'

'বয়েস বাড়লে এসব সমস্যা তো দেখা দেবেই। আর তোমাদের ওদিকে তো ঠান্ডাটাও ভালোই পড়ে। একটু সাবধানে রেখো ওনাকে।'

'সমস্যাটা ঠান্ডা লেগে হয়নি।'

'তাহলে?'

'বাবার তো বরাবরই হাই প্রেসার আর সুগারের সমস্যা রয়েছে।'

'হুম সে তো জানিই আমি। তুমি আমায় আগেও বলেছিলে।'

'সুগার আর প্রেসার দুটোই হঠাৎ করে খুব বেশিরকম বেড়ে গিয়েছে। হাত-পা গুলো অসম্ভব ফুলে গেছে বাবার। মুখটাও বীভৎস ফুলে গেছে। সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। ডাক্তার বললেন, শ্বাসকষ্টটা হাইপ্রেসারের কারণেই শুরু হয়েছে। যখনই শুতে যাচ্ছে বা কোনও কাজ করতে যাচ্ছে তখন দমবন্ধ হয়ে আসছে বাবার।'

'এখনও কি একইরকম সমস্যা হচ্ছে ওনার?'

'নাহ, এখন অনেকটাই স্বাভাবিক।'

'যাক। কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এবার বলো তুমি কেমন আছ?'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পর্ণা। তারপর থেমে থেমে বলল, 'ভালোই আছি।'

আমিও কিছুটা চুপ থেকে বললাম, 'ভালো আছো কি নেই সেটা বলতে এতটা সময় লাগছে?'

'হুম তা তো লাগবেই।'

এরপর আবারও চুপ করে গেল সে। আমিও চট করে কোনও কথা খুঁজে পেলাম না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটানোর পর আমি বললাম, 'চারিদিকে কী অবস্থা চলছে দেখেছ তো?'

সে তেমনিই আনমনে ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে জবাব দিল, 'কী অবস্থা?'

আমি বললাম, 'ভারতের দুর্দশার কথা বলছি।'

সে ফোনের অপরপ্রান্তে হাসির ভাব করে বলল, 'শুধু আমি কেন? সে তো সারা বিশ্ব দেখছে।'

'তো এ ব্যাপারে তোমার দর্শন কী বলছে?'

'সে তো অনেককিছুই বলে এসেছে বরাবর। কিন্তু শুনছে কজন?'

'আমি শুনতে চাই।'

'বেশ। প্রশ্ন করো।'

'ভারতবর্ষের আজ এমন অবস্থা কী কারণে?'

'বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গপথ, শঙ্করের মায়াবাদ এবং পরবর্তী ধর্মাচার্যগণের দ্বৈতবাদ এসব পড়া আছে তোমার?'

আঁতকে উঠে বললাম, 'কস্মিন্‌কালেও পড়িনি।'

সে হেসে বলল, 'বেশ। শোনো তাহলে।'

কিছুটা চুপ করে থেকে পর্ণা বলতে শুরু করল, 'এই সমস্ত মতবাদে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম সবই আছে। কিন্তু কর্মোপদেশ নেই। কর্মপ্রশংসা নেই। প্রেরণা নেই। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে যে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হয়েছিল সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি আর কেউই কখনও করে যাননি। ফলত ভারতবর্ষ

BanglaBook.org

তিন সহস্র বছরের মধ্যে এরূপ কোনও অনুপ্রেরণাই আর পায়নি।'

কথার মাঝেই থামিয়ে দিয়ে তাকে আমি জিগেস করলাম, 'কী সেই শঙ্খধ্বনি?'

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

'কিন্তু এই শ্লোকই কি ধ্রুবক বলে মনে করো তুমি?'

'হ্যাঁ মনে করি। কারণ, তার অভাব তো তুমি নিজে চোখেই দেখতে পাচ্ছ।'

'আমি কিন্তু তোমায় এছাড়াও অনেক উদাহরণ দেখিয়ে দিতে পারি।'

'যেমন?' পর্না জিগেস করল।

আমি বললাম, 'কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।'

'আর?'

'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।'

আবারও অপরপ্রান্তে হেসে উঠল পর্ণা। সে বলল, 'তুমি যে সমস্ত উদাহরণ দিলে সবকটিই ব্যর্থ হে বন্ধু। কর্মে জীবের বন্ধন, জ্ঞানেই মুক্তি কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ হয়। এসবই মধ্যযুগের পুরীষ। এই সমস্ত শাস্ত্রচর্চার ফলেই আজ জাতবিতৃষ্ণা, কর্মবিমুখ অদৃষ্টবাদীর সৃষ্টি, অযোগ্যতমের উদ্‌বর্তন, কর্মহীনতা, খুনখারাপি, ধর্ষণ, কালোবাজারি, মূল্যবৃদ্ধি, ধর্মে ধর্মে সংঘাত, মেকি দেশপ্রেম, মানবিকতার বদলে রাজনীতি ও দলের মিথ্যে অহঙ্কার যা আসলে মানুষকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে চলেছে। এভাবেই সমাজ থেকে ধীরে ধীরে রজোগুণের সম্পূর্ন অন্তর্ধান হতে শুরু হয়েছে। আর তমোগুণাক্রান্ত নিদ্রাভিভূত জনসাধারণ শত্রুর আক্রমণে চমকে উঠে 'কপালং কপালং কপালং মূলং' এইসব বলে নিজেদের চিত্তকে প্রবোধ দিতে শুরু করেছে।'

কিছুটা চুপ করে থেকে আমি পর্ণাকে বললাম, 'তুমি যে ব্যাখ্যাটা দিলে তা আমার সঠিক বলে মনে হল না।'

BanglaBook.org

সে ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে উঠল, 'কেন?'

'আমি এই ব্যাপারটাকে অন্যরকমভাবে দেখি।'

'তাই? বেশ। তা কীভাবে দ্যাখো আমাকেও বলো একটু।'

ওর গলায় অনেকটাই পরিহাসের সুর।

আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'যে সমস্ত মহাপুরুষদের তুমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করলে তাঁরা প্রত্যেকেই একেকজন যুগাবতার হিসেবে পরিচিত। এটা নিশ্চই জানো?'

'সকলেই জানে। তাতে কী?'

'একজন যুগাবতারের প্রয়োজন কখন অনিবার্য হয়ে ওঠে তা তুমি আমার থেকেও আশা করি ভালো জানবে?'

'আহ, এত হেঁয়ালি করার কি আছে? যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।' পর্ণার গলায় বিরক্তি ফুটে উঠেছে।

আমি বললাম, 'সনাতন ধর্মে গ্লানি উপস্থিত হলেই সেই গ্লানি নিবারণ করে তার বিশুদ্ধি ও সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধনের জন্যই যুগধর্মের প্রবর্তন হয়। সেই মুহূর্তে ওই সমস্ত ধর্ম প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল বলেই যুগাবতারদের আবির্ভাব ঘটে।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু আমাকে বলো আজ সারা ভারতে এই ধর্মকে হাতিয়ার করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষের জীবনকে খেলনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। চারিদিকে এত হিংসা, খুনখারাপি, লুটপাট, অপশাসন, এসব কেন?'

প্রশ্নটায় বেশ ঝাঁকুনি খেলাম। কারণ এর উত্তর জানার জন্যই আমি পর্ণাকে খোঁচা মেরেছিলাম। আর এখন সেই তীব্র বরশার ফলা আমার দিকেই ফিরে এসেছে। আমি চুপ করে থেকে আমতা আমতা করে তাকে বললাম, 'কালের গতিতে আজকের এই রোবট সভ্যতায় যুগধর্মেরও ব্যভিচার ঘটছে সর্বত্র। সাধারণ মানুষ ধর্ম শব্দটার কোনও মানেই বোঝে

BanglaBook.org

না। আর ঠিক তাই লোকে তার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করতে না পেরে নানারকম উপধর্মের সৃষ্টি করে চলেছে। আর এর থেকেই কুফল ঘটছে।'

আমার সরল ব্যাখ্যা শুনে ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে পর্ণা মৃদুশব্দে হেসে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'গীতার একটি শ্লোকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। শুনবে?'

আমিও তাকে মৃদুকণ্ঠে শুধোলাম, 'বলো।'

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।'

কিছু বুঝতে না পেরে আমি তাকে জিগেস করলাম, 'এর মানে কী? আর এই শ্লোক দিয়ে কীই-বা বোঝাতে চাইছ তুমি?'

পর্ণা বলল, 'এই যে দুজনে এতক্ষণ বকবক করলাম এতকিছু। কথার পিঠে কথা বাড়িয়ে তৈরি হল হাজার প্রশ্ন। সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এই একটি মাত্র শ্লোকে।'

—কিন্তু এর অর্থ কী?

—অর্থ খুবই সোজা। কিন্তু অর্থের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হল 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'-র রহস্য।

—ব্যাপারটা একটু খুলেই বলো শুনি।

—আমার কথায় তুমি বোর হোচ্ছ না তো?

—মোটেই না। তাহলে কি জিগেস করতাম?

—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশে তিনি কী বলেছিলেন জানো তো?

— না।

—তিনি এই 'কাঁচা আমি' আর 'পাকা আমি'-র তত্ত্ব খোলসা করতে গিয়ে বলেছেন, মানুষের ভিতর 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি', এই দুই

BanglaBook.org

রকম 'আমি' আছে। অহঙ্কারী আমি কাঁচা আমি। এ আমি মহাশত্রু। তাকে সংহার করা চাই। মুক্তি হবে কবে, অহং যাবে যবে। সমাধি হলে তার সঙ্গে এক হওয়া যায়, আর অহং থাকে না। জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে তবে জেনো সে বিদ্যার আমি, ভক্তির আমি, দাস আমি, সে অবিদ্যার আমি নয়। সে পাকা আমি।

এসব শুনে আমি অনেকটাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাই তাকে আবারও বললাম, 'আরেকটু সহজ করে বলো।'

সে ফোনের ওপ্রান্তে কিছুটা দম নিয়ে আবারও শুরু করল, 'The Life Divine বইটির নাম শুনেছ?'

'আজ্ঞে নাহ ম্যাম।' আমি তাকে ঠাট্টা করে বললাম।

সে আমার কথায় কিছুমাত্র কেয়ার না করে বলল, 'শ্রীঅরবিন্দের লেখা বই।' কিছুটা থেমে আবারও বলল, 'শ্রীঅরবিন্দের মতে- আমাদের মধ্যে দুটি আত্মা(আমি) রয়েছে। একটি হচ্ছে আভাস আত্মা, কাঁচা আমি। বাসনা-কামনাময় আত্মা। এটি সম্পূর্ণভাবে গুণত্রয়ের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত। এটি প্রকৃতির গুণেরই সমবায় মাত্র। আর আমাদের যে প্রকৃত আত্মা, আমাদের বড় বা পাকা আমি, তা বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির ভর্তা, ভোক্তা ঈশ্বর বটে, কিন্তু তা নিজে নিত্য পরিবর্তনশীল প্রাকৃত নামরূপের সঙ্গে এক নয়। তাহলে মুক্তির উপায় হচ্ছে এই যে- 'কাঁচা আমি'-র বাসনা-কামনা বর্জন করা এবং আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা বর্জন করা।'

এবারে আমার কান-মাথা গরম হতে লাগল। আমি ধর্মের কোনও কথাই বুঝতে পারছি না। আর হঠাৎ করে গা-গুলিয়ে উঠল। মাথাটাও যেন ভোঁ-ভোঁ করছে। আমাকে ফোনের এপ্রান্তে ঝিম মেরে থাকতে দেখে সে বলল, 'শুনছেন? নাকি ফোনটা টেবিলে রেখে ধ্যানে বসেছেন?'

আমি একটু নার্ভাস ফিল করলাম। কেন কে জানে!

BanglaBook.org

বললাম, 'অনেকদিন পর কথা হল তোমার সঙ্গে।'

আমাকে পুরো কথাটা বলতে না দিয়েই মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে পর্ণা বলল, 'আর এতদিন পর দুজনের কথা হওয়া সত্ত্বেও তুমি মনের কথা না জানতে চেয়ে তত্ত্বকথা শুনতে চাইলে।'

পর্ণার গলায় হতাশার সুর।

আমি অন্ধকারে আবছা ঘরের কোণে আমার বইয়ের র‍্যাকের দিকে তাকালাম।

একটা হাঁস চেয়ে আছে আমার দিকে।

নির্বিকার। নির্লিপ্ত তার চাহনি।

আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ফোনের ওপারে পর্না 'হ্যালো হ্যালো' বলে চলেছে আমার সাড়াশব্দ না পেয়ে। আমি অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে গিয়ে কিছু বুঝতে না পেরে হাঁসটির দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললাম,

'আতা গাছে তোতা পাখি,
ডালিম গাছে মৌ।
হীরে দাদার মরমরে থান,
ঠাকুর দাদার বৌ।।'

ফোনের ওপার থেকে পর্ণা প্রায় রেগে গিয়ে বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মানে?'

BanglaBook.org

## ৭

‘আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি:
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে;’

কাল সারারাত হাঁসটা আমার ঘরেই ছিল। একটুও ঘুম হয়নি আমার। সে শুধু আমার দিকে ঝাঁঝ মেরে তাকিয়ে থেকেছে সারারাত। যেন আমি তার বহু পুরনো শত্রু। এতদিন ধরে সে শুধু আমাকে খুঁজে গেছে। আজ যখন হাতের কাছে পেয়েছে, তখন চোখের তৃষ্ণা মিটিয়ে সে যেন আমায় অনর্গল মুখস্ত করতে চায়। কী চায় সে আমার কাছে? কী দরকার তার আমারই সাথে? এমন নয় যে হাঁসটা হঠাৎ করে আমাকে আক্রমণ করে বসেছে। কিংবা এমনও নয় সে আমার কোনও গোপন অপরাধ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে এসেছে। কিন্তু তার ওই দৃষ্টি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। সে আমাকে শূন্য থেকে শূন্যে একান্তে পড়ে ফেলছে ক্রমশই। আর আমি পাগল হচ্ছি ধীরে ধীরে। আচ্ছা, আমার কী মাথায় সত্যি সত্যিই কোনও সমস্যা তৈরি হচ্ছে? আমি কি ক্রমশই পাগল হতে শুরু করেছি?

BanglaBook.org

আমি নিজেকে কিছুই বোঝাতে পারছি না। বাদবাকি আর সবকিছুই তো ঠিক আছে। শুধু এই হাঁসটা! শুধু একটা হাঁস? যখন তখন মাটি ফুঁড়ে হাজির হচ্ছে আমারই সামনে। আর আমার দিকে তাকিয়ে রইছে ঘন্টার পর ঘন্টা। কী তার উদ্দেশ্য? কী তার অভীপ্সা কিছুই জানি না আমি।

আমাদের একটা বোঝাপড়া দরকার। অন্তত আমি যেন তার কাছাকাছি পৌঁছে বুঝে নিতে পারি আদতে সে কী চায়? আচ্ছা, আমি কোনও ভূতের খপ্পরে পড়িনি তো! এ কথাও কাল সারারাত ভেবেছি আমি। যদিও এসব আজগুবি চিন্তাকে আমি খুব একটা পাত্তা দিই না। তবুও কাল রাতে এই হাঁসটার জন্য আমি একবারের জন্যেও দুচোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারিনি। সে আর আমি দুজনে মুখোমুখি বসে থেকেছি সারাটা রাত। যেন যুগের পর যুগ কেটে গেছে। অন্ধকারে বয়েস বেড়েছে আমাদের। আমি বিছানা থেকে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কে তুমি?'

কোনও উত্তর পাইনি।

'কী নাম তোমার?'

কোনও উত্তর পাইনি।

'কী চাও আমার কাছে?'

কোনও উত্তর মেলেনি। এমনকী ভয়ে আমার হার্টবিট ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল। আর আমি এই প্রবল শীতেও ভিতরে ভিতরে ঘেমে গিয়েছি। পরনের গেঞ্জি ভিজে গিয়েছিল। এতটাই শরীর অসুস্থ হয়ে উঠেছিল যে সারারাত বিছানার এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে কাটিয়েছি একা। কয়েকদিন ধরে পেটেরও সমস্যা শুরু হয়েছে। কোনও খাবারই ভালো করে হজম হচ্ছে না। সন্ধে হলেই বুক জ্বালা শুরু করে। এছাড়াও গলা জ্বালা করে। পেট ব্যথা শুরু হয়। এমনকী মাঝেমধ্যে বমিও করি। সেকারণে খাওয়াদাওয়াও কমিয়ে ফেলেছি। অথচ দিনকেদিন আমার পেটটা ক্রমশ ফুলে উঠছে। পেট বাড়তে শুরু করেছে আমার। পেটে চর্বি জমছে। তা জমুক। কিন্তু এই হাঁসকে নিয়ে কী যে করি?

BanglaBook.org

আজ অনেক বেলা করেই ঘুম থেকে উঠেছি। রাতে ঘুম না হওয়ার কারণে শরীরটা খারাপ লাগছিল। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে বেলা এগারোটা। অবশ্য আজ সারাদিনই রোদ ওঠেনি। কেমন অন্ধকার অন্ধকার লাগছে আজকের দিনটা। আর জাঁকিয়ে শীত পড়েছিল গতকাল থেকেই। শহরের তাপমাত্রা নয় থেকে এগারোতে ওঠানামা করছে কদিন ধরেই। মায়ের মুখেই শুনলাম আজ দারুণ কুয়াশা পড়েছিল সকালে। ঘুম থেকে উঠেই ভেবেছিলাম, দেরি করে ওঠার জন্য এবার বোধয় পিতৃদেব কান ধরে উঠবোস করাবেন। কিন্তু সকালে যখন বাবার গলার কোনও আওয়াজই পেলাম না তখন ব্রাশের মধ্যে কোলগেট মাজন ঘষে মায়ের রান্নাঘরে উঁকি দিলাম। আমি কিছু বলার আগেই মা বলল, 'বাড়ির কোনও কাজই আর তুই করিস না।'

আমি মুখের মধ্যে ব্রাশ ভরে দিয়ে চোখ বড়ো করে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

মা অবশ্য বলে চলেছে, 'কত কাজ থাকে জানিস বাড়ির?'

আমি মাথা নাড়িয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, হ্যাঁ জানি।

'তোর বাবাটা দ্যাখ তো সেই ইলেকট্রিকের বিল নিয়ে সকালে বেরিয়েছে টাকা জমা দিতে।'

অহ! এতক্ষণে বুঝলুম বুড়ো এত সকালে কোথায় ঘুরতে গেচেন। আমি দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে বললাম, 'আমাকে দিলেই তো হতো। আমি জমা দিয়ে আসতাম। খামোখা দিতে গেল কেন?'

'তুই দিনরাত ঘুমিয়ে আর ঘুরে কাটাবি তো বাড়ির কাজটা করবি কখন শুনি?'

মাতৃদেবীও গোঁসা করে ঝাঁজ মেরে উঠলেন।

বস্তুত আমি মায়ের ওপর কোনও কথা বলি না। মানে মায়ের মুখে মুখে কথা বলা আমার পছন্দ নয়। তাই মা যা খুশি বললেও আমি চুপ করে

BanglaBook.org

থাকি। এবারেও আমি চুপ করে গেলুম। মাকে বেশি না ঘাঁটিয়ে আমি বললাম, 'এক কাপ চা করে দাও তো। মাথাটা ধরে আছে।'

মা বলল, 'এত বেলায় চা খাবি?'

'হুম, দাও।'

মা কিছু না বলে চা করে দিল। আমিও তাড়াতাড়ি করে মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। চা খেয়েই স্নানটা সেরে ফেলব ভাবলাম। চায়ের কাপটা নিয়ে টেবিলে গিয়ে সবেমাত্র বসেছি, মা আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি মায়ের মুখের দিকে তাকাতেই বলে উঠল, 'নুপুর বউদির মেয়েটাকে পড়াবি?'

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার মুখ থেকে বেড়িয়ে গেল, 'কেন?'

'কেন আবার কী? নুপুর এসেছিল ওর মেয়েকে পড়াবার আরজি নিয়ে। তুই তো এককালে কত টিউশনি পড়াতিস। আর তাছাড়া আমিই বলে রেখেছিলাম নুপুরকে। যদি দু-একটা স্টুডেন্ট পাস, তাহলে শুরু কর পড়ানোটা। ক্ষতি কি?'

সক্কাল সক্কাল কী রাগটাই না মায়ের উপর উঠেছিল। মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল আমার। কিন্তু আমি কোনও কথা না বলে চুপ করে গিয়েছিলাম।

'এখন কি আর এসব সম্ভব মা? সে কোনকালে একসময় কলেজ লাইফে ছেলেমেয়ে পড়াতাম হাতখরচের জন্যে। এখন কি আর এসব পোষায়?'

আমার উত্তর যে মায়ের মনে ধরেনি তা বুঝতে পারলাম রান্নাঘরের দিকে তাড়াহুড়ো করে রাগ দেখিয়ে মায়ের চলে যাওয়া দেখে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম আমি। তারপর উঠে গিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, বলো গে যাও পড়াবো।'

আসলে মায়ের কোনও কথাই ফেলতে পারি না আমি। তাই একথাটাও

BanglaBook.org

আর পারলাম না। অবশ্য আমার কাছে পড়লে নুপুর বউদির মেয়ে নির্ঘাত পরীক্ষায় ফেল করবে। এখন সিলেবাস, টেক্সট, পড়াশোনার ধরণ সবই পালটে গেছে। এখন কি আর পারব আমি! মায়ের যেন সবকিছুতেই ভুলভাল আবদার। আর তেমন আবদারে সুর মেলাতে নুপুর বউদির মতো দু-একটা পাবলিকও ঠিক সময় মতো জুটে যায়।

সকালের এইসব কান্ডকারখানা নিয়েই এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম। এখন পৌনে ছটা বাজে। অনেকক্ষণ হল সন্ধে হয়ে গেছে। বাইরে দারুণ ঠান্ডা। আমি ইনারটা পরে তার উপর সোয়েটার পরলাম। তার উপর আবার একটা জামা পরার পর জ্যাকেটটা জড়িয়ে নিলাম। আর পুরনো নীল জিন্সটা গলিয়ে নিলাম। মাথার চুলের যা ছিরি হয়েছে চিরুনি ঠেকানো যায় না। দাড়িগোঁফটাও ছিরিহীন বেড়ে উঠেছে। যেন আস্ত পাগল। বেশ আঁটোসাঁটো করে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লাম।

এই মুহূর্তে গণেশের দোকানে গিয়ে এককাপ চা না খেতে পারলে আমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। গণেশের হাতের চা যে খায়নি তাকে এসব বোঝানো মুশকিল। তাছাড়া কদিন যাওয়াও হয়নি ওর দোকানের দিকে। জানুয়ারি মাস শেষ হতে চলল। অথচ হঠাৎ করে ঠান্ডাটা যেন ফিরে আসছে। সম্ভবত আজ পনেরো ডিগ্রির আশেপাশেই ঘুরছে শহরের তাপমাত্রা। আমার দুহাত জ্যাকেটের পকেটে পুরে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তাঘাট এমনিতেই ফাঁকা। গাড়ি চলছে বটে। তবে অপেক্ষাকৃত কম। আমি শর্টকাট গলিটা ধরলাম। এদিক দিয়ে কেউ বিশেষ যাতায়াত করে না। ল্যাম্পপোস্টের স্বল্প আলোয় কুয়াশার মধ্যে হেঁটে যাচ্ছি আমি। দূরে একটা কুকুর শুয়েছিল। সে একবার মুখ তুলে দেখে নিল আমাকে। সম্ভবত এত ঠান্ডায় তার আর কোনও এনার্জি নেই। তাই একবার মুখ তুলেই আবার শুয়ে পড়ল। নাহলে হয়তো এতক্ষণে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসত আমার দিকে। আমি কুকুরটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। গলিটা বেঁকে গিয়ে যেখানে আরও একটা সরু গলির সঙ্গে মিশে গেছে সেখানটায় দেখলাম একজোড়া কপোত-

BanglaBook.org

কপোতী। মেয়েটির গেঞ্জির ভিতর ছেলেটি মাথা ঢুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখেই তড়িঘড়ি করে মাথা বের করে নিল। আহা, খুব ঠান্ডা লেগেছে। তা মাথাটা বের করার কী আছে? রাখো, ওখানেই রাখো না! তাতে আমার কী? তোমার সম্পত্তি তুমিই তো দেখভাল করবে গো খোকাবাবু!

দোকানের কাছে এসেই থেমে গেলুম। গণেশ নেই। ওর জায়গায় অচেনা এক ছোঁড়া চা করছে। আমি এগিয়ে গিয়ে সামনের বেঞ্চিটায় বসে ছেলেটিকে জিগেস করলাম, 'দোকানদার কোথায়?'

ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে গেঁয়ো ভাষায় বলল, 'বাড়ি গেচে দরকারি কাজে। আপনাকে এককাপ চা দিই দাদাবাবু?'

আমি ছেলেটির মুখের দিকে তাকালাম।

আমারই মতো রোগাপাতলা চেহারা। চোখের নীচের দিকে গোল হয়ে কালো স্পট পড়ে গেছে। মাথার চুল সামনের দিকে প্রায় নেই বললেই চলে। সামান্য কয়েক গাছা চুল পিছনের দিকে অবশিষ্ট রয়েছে। গায়ের রঙ চাষাভুষোদের মতোই কালো। এত শীতেও গায়ে একটা পুরনো ময়লা চাদর জড়িয়ে রেখেছে।

ছেলেটি চা নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি তার হাত থেকে চায়ের ভাঁড়টা নিয়ে তার মুখের দিকে আবারও তাকালাম।

'আজ্ঞে আমার নাম তন্ময় সর্দার।' আমি কোনও প্রশ্ন করার আগেই সে বলে ফেলল।

এবারে আমি জিগেস করলাম, 'নতুন কাজে লেগেছ এখানে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ দাদাবাবু।'

'তা কোথায় থাকা হয় তোমার?'

'আজ্ঞে আমি তো গ্রাম থেকে এসিচি। এখানে গণেশ কাকার বাড়িতেই উঠিচি।'

BanglaBook.org

'কোথায় তোমাদের গ্রাম?'

'কুলপীর সর্দারপাড়ায়।'

কিছুক্ষণের জন্য আবার তাকে আপাদমস্তক দেখলাম।

মনে পড়ল গণেশদের আদিবাড়ি ওই কুলপীতেই।

একটা কথা জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল তন্ময়ের কাছে। গণেশদের সঙ্গে পারিবারিক কোনও কানেকশন নিশ্চই রয়েছে এই ছেলেটির। সেটাই ক্লিয়ার করার জন্য জিগেস করলাম, 'গণেশ কে হয় তোমার?'

'আজ্ঞে দূর সম্পর্কের কাকা।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল ছেলেটি।

ওর সঙ্গে কথা বলে দেখলাম অত্যন্ত বিনম্র ছেলে সে। আমার সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে চলেছে। একটুও বিরক্তি প্রকাশ করছে না। যেন আমার জেরার প্রত্যেকটা উত্তর দিতে সে বাধ্য।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিগেস করলাম, 'গ্রামে কী কাজ করতে?'

'আজ্ঞে আমি তো পড়াশোনা করতুম।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

'কোন ক্লাস?'

'আজ্ঞে আমি বাংলা অনার্স নিয়ে পড়িচি। এমএ পড়ার ইচ্ছে ছিল। খরচের ভয়ে আর পারিনি।'

'বাংলা অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করে চায়ের দোকানে কাজ করছ?' প্রশ্নটা করতে চাইনি আমি। তবুও আমার ভেতর থেকে যেন কেউ সেটা করে বসল।

তন্ময় সামান্য হেসে জবাব দিল, 'আত্মহত্যা করার চাইতে চায়ের দোকানে কাজ করা অনেক সম্মানজনক গো দাদাবাবু।'

আমি আর কোনও কথা বলতে পারলাম না।

BanglaBook.org

এই দেশের রাজনীতি যে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মেধা, মনন, সংস্কৃতিকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে আসছে তন্ময় সর্দার সেটারই ফসল। এবং শুধু সে-ই বা কেন? আমরা প্রত্যেকেই, আমরা প্রত্যেকেই তাই জন্মাবার আগেই মরে যাচ্ছি প্রতিদিন।

দোকানে বিশেষ ভিড় ছিল না। আমি চুপচাপ বসেই ছিলাম। নিজের খেয়ালে কী ভেবে চলেছি নিজেই জানি না।

'দাদাবাবু আপনি কি কবিতা লেখেন?'

প্রশ্নটা শুনেই আমি আঁতকে উঠলাম।

তন্ময়ের মুখের দিকে তাকাতে সে আবারও প্রশ্ন করল, 'আপনি কবিতা লেখেন তাই না?'

আমি তাকে হ্যাঁ না কিছুই না বলে চারপাশটা একবার দেখে নিলাম। নাহ, দোকানের আশেপাশে আর কেউ নেই আমি আর সে ছাড়া।

আমি তাকে বললাম, 'তা একযুগ আগে লিখতাম। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?'

'গণেশ কাকার মুখে আপনার অনেক কথা শুনিচি।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলল, 'জানেন দাদাবাবু আমিও গাজনের ছক লিখতুম। সেসব ছক একেকটা গ্রামে এত হাততালি আর টাকা পেত যে বলার নয়, বিশ্বাস করুন।'

তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমি তার বুকের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পারছি। তার প্রাণটুকু স্পর্শ করতে পারছি আমি।

'আর কী জানিস আমার সম্পর্কে?' আমি তাকে জিগেস করলাম।

সে একমুহূর্ত কিছু একটা ভাবল।

তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'দাদাবাবু, একটা অনুরোধ করব?'

BanglaBook.org

আমি কিছু না ভেবেই বললাম, 'বল।'

'লেখাটা আবার শুরু করো।'

তন্ময়ের গলায় একটা মিনতি ছিল।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কড়া ভাষায়। তার আগেই গণেশ চলে এল।

'শালা কী ঠান্ডা মাইরি।' দোকানে ঢুকেই সে আমাকে বলল।

'হুম, তা বেশ ঠান্ডা বইকি। জমে গেছি আর কি!'

তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে গণেশ বলল, 'এই যে তোর রাজুদা যার কথা সেদিন রাতে তোকে বলছিলাম।'

তন্ময় মুচকি হেসে বলল, 'হ্যাঁ আলাপ হয়েচে কিছুক্ষণ আগেই।'

'অ, শুভকাজ সম্পন্ন হয়েছে? তা ভালো।' এই বলে গণেশ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলি, ওকে ডেকেই নিলাম। এত পড়াশোনা করেও চাকরিবাকরি কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারেনি। ওর বাপ ফোন করেছিল। বললাম, পাঠিয়ে দাও। এখানেই থাক ও। কী বলিস?'

ওর কথার কোনও উত্তর দিলাম না আমি। গণেশ বলতে রইল, 'এখানে থেকে টাকা জমিয়ে পরে কিছু তো একটা করতে পারবে।'

আমি আনমনেই জিগেস করলাম, 'আমার চায়ে এলাচ দিয়েছিলি রে তন্ময়?'

'আজ্ঞে দাদাবাবু। দিয়েচিলুম।'

তন্ময়ের মৃদুস্বর শোনা গেল। ততক্ষণে গণেশ এফ এম রেডিওটা জোরে চালিয়ে দিয়েছে।

গান বাজছে। প্রিয় নচিদার গান...

BanglaBook.org

## ৮

'Are you my new private tutor?'

আমি কোনোমতে শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বলি, 'Yes, I am.'

সে আবারও আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল, 'What a fool you are! Looks like a crooked type. I mean like anile.'

এবার আর আমার মুখে কোনও কথা সরল না। সত্যিই তো! এই যে এত বড়ো বড়ো দাড়িগোঁফ, উস্কোখুস্কো মাথার চুল, পরিচর্যাহীন গায়ের ত্বক, এসব নিয়ে কি স্মার্ট হওয়া যায়? আমি প্রত্যুত্তরের বিনিময়ে ক্লাস টুয়ের বাচ্চা মেয়েটিকে সামান্য হাসি ফিরিয়ে দিলাম।

মায়ের কথামতো নুপুর বউদির মেয়েকে পড়ানো শুরু করেছি কদিন হল। নুপুর বউদির মেয়ে একটি ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে পড়ে। এবছর সে ক্লাস টু-এ উঠেছে। সে আমাকে সারাক্ষণ নানারকম প্রশ্ন করে জ্বালিয়ে মারে। এবং আমিই যে তার পড়ার নতুন টিউটর, একথা সে এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। মুখ্য কারণ হিসেবে সে আমার আনস্মার্ট লুকটিকে উল্লেখ করেছে গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার।

BanglaBook.org

ওদের এই বয়েসে আমরা যখন স্কুলে পড়াশোনা করতাম তখন ঠিক কতটা ক্যাবলা ছিলাম তা আজ স্পষ্ট বুঝতে পারি। এবং এই যে একরত্তি

মেয়েটি, ওর সামনে এখনও নিজেকে অনেক পিছিয়ে যাওয়া মানুষ মনে হয়। কত স্মার্ট ওরা! কত এগিয়ে আছে আমাদের প্রজন্ম থেকে। এসব ওদের সাথে কথা বললেই বুঝতে পারা যায়। এই কদিনে বেশ একটা ভাব হয়ে উঠেছে ওর সঙ্গে আমার। ওর নাম ঋভুলগ্না। আমি অবশ্য ওকে মিষ্টু বলে ডাকি। ওটা ওর ডাকনাম। ওই নামেই ওকে বেশ সুন্দর লাগে। আজ পড়াতে ঢুকেই ভাবছিলাম না-জানি কী ধরনের বিপদ আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। বস্তুত আমি ইংরেজিতে খুব একটা সবল নই। ইংরেজি পড়তে গেলেই রীতিমতো বেগ পেতে হয় আমাকে। আর আমাদের সময় তো এত ইংরেজি নিয়ে মাতামাতিও ছিল না। আজকাল যেমন বাংলা মিডিয়ম স্কুলগুলো সব বলতে গেলে উঠেই গেছে। সেভাবে আর চোখেও পড়ে না। যেখানেই যাও দেখবে শুধু ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল। আর বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সব ফটফট করে দারুণ ইংরেজি বলছে। আমাদের সময় মাধ্যমিক দেওয়ার আগে নিজের নামটুকু ইংরেজিতে ভালো করে লিখতে পারলেই হত। আর এখন? সেসব দিন মিটে গেছে। এখন ওদের সময়। ওরা শিখবে, পড়বে। ওরাই আগামীর ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি ওর অক্সফোর্ড লিটেরেচার বইটা হাতে নিয়ে ভাবছিলাম ঠিক কোথায় থেকে শুরু করব। এমন সময় মিষ্টু আবার আমায় বলে উঠল, 'Sir, have you any girlfriend?'

প্রশ্নটা অনভিপ্রেত। শুনে আমি চমকে উঠলুম। এটুকু বাচ্চা মেয়ে বলে কী? ও কি জানে গার্লফ্রেন্ড মানে কী? আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে কোনও সাড়াশব্দ না করে সিলেবাস মিলিয়ে একটা স্টোরি পড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু যতক্ষণ না আমি ওর প্রশ্নের উত্তর দেবো ততক্ষণ ও কিছুতেই পড়বে না। ওর স্বভাব এই কদিনে আমি বুঝে গেছি। দারুণ জেদি বাচ্চা। সবসময় ওর কথামতোই চলতে হবে। যদি একটু-ওদিক হয়েছে তো আর রক্ষে নেই। এমন নয় যে আমি ওর টিচার বলে সে আমাকে রেহাই দিয়ে দেবে। ওর পড়ার পেনসিল বক্স থেকে শুরু করে পায়ের মোজা

BanglaBook.org

এগুলির যেকোনো কিছুই আমার দিকে নিমেষে ধেয়ে আসতে পারে। তাই কোনও বাগবিতণ্ডায় না গিয়ে আমি মাথা নাড়িয়ে মিষ্টুকে না বল্লুম।

এরপরেই সে মুখে আওয়াজ করে হাসতে লাগল।

আর বারবার একই কথা বলতে লাগল-

'এ মা স্যারের কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই!'

পড়াতে গিয়ে কত অত্যাচার যে সহ্য করতে হচ্ছে সে আর কাউকে বলার নয়। ভাগ্যিস নুপুর বউদি এসময় ঘরে ঢুকেছে। নাহলে নির্ঘাত ডিপ্রেশনে ভুগতুম বাচ্চা মেয়েটির জন্য। পড়াবার সময় এঘরের দরজা ভেজানো থাকে। ওঘরে বসে নুপুর চক্রবর্তী বাংলা সিরিয়াল দেখে একা একা। এটা ওর রোজকার কাজ। নুপুর ঘরে ঢুকে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। মিষ্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আবার স্যারকে জ্বালাতন করছিস?'(উফফ, কত্ত চিন্তা!)

এবারে আমাকে বলল, 'একটু চা করে দিই তোমায়?'

আমি মাথা নাড়ালাম। (হ্যাঁ দিন। দিন। ওটার জন্যই তো আসা।)

'দুধ দিয়েই করি?' (দুধ?)

আমি নুপুরের চোখের দিকে তাকালাম।

জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। এই শীতে আমি প্রায় তিন-চারটে গেঞ্জি আর সোয়েটার চাপিয়েছি। অথচ নুপুর শুধুই একটা পাতলা নাইটি পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গায়ে নিদেনপক্ষে কোনও চাদরও নেই। নাইটির ওপর দিয়েই ওর বুকের বিচ্ছিরি ফুলে ওঠাটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলছে। এমনকী বুকের উপরের ভাঁজটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কী জানি বাবা! এটাই হয়তো আধুনিকতা। আমি তো সেকেলে মানুষ। কাজেই আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে বইকি।

BanglaBook.org

আমি মাথা নাড়িয়েই নুপুরকে সম্মতি দিলাম। দুধ দিয়েই চা হোক। যতোই হোক সুষম খাদ্য বলে কথা।

নুপুর বউদির বয়েস আমার থেকে অনেকটাই কম। ওই উনত্রিশ-তিরিশের কাছাকাছি হবে। আমার চাইতে প্রায় দশ বছরের ছোট। এর মধ্যেই বিয়েসাদি করে একটা সাত বছরের মেয়েও হয়ে গেছে। ভাবো দিকি। আমি যদি ঠিকঠাক সময়ে একটা বিয়ে করতুম তাহলে এতদিনে নুপুরের মতো আমারও একটা সেক্সি বউ থাকত। আমি অবশ্য ভাবছি তপনদার কথা। তপন চক্রবর্তী অর্থাৎ নুপুরের একমাত্র বরের কথা। বয়েস ওই পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমার থেকে অনেকটাই বড়। এই বয়েসেও কীভাবে হ্যান্ডেল করছে নুপুরকে? এই পাড়ায় তপনদাকে প্রায় সকলেই চেনে। কারণ তপনদার একটা রেশন দোকান আছে। ওই রেশন দোকানে আমাদের সকলকেই যেতে হয়। খুব একটা সুবিধার মানুষ নয় যদিও। তবে এই বুড়ো বয়েসে এরকম যুবতী একটি বউকে ম্যানেজ করা চাড্ডিখানি কথা নয়। সে আপনি যাই বলুন না কাকা।

একটু পরেই নুপুর চা নিয়ে ঘরে এল। সেই একই অবস্থায় আছে এখনও। গায়ে কোনও চাদর বা গরম পোশাক নেই। একটুখানি ঝুঁকে আমাকে আরো একবার বুকের ভাঁজ দেখালো। ঠোঁটে একটা পিঙ্ক লিপস্টিক দিয়ে রেখেছে সে। আমার সামনে চায়ের কাপপ্লেটটা রেখে একটুখানি হাসল, 'খেয়ে বোলো চিনি ঠিকঠাক আছে কি না? নাকি আরও চিনি লাগবে তোমার?'

নুপুর আমাকে এত মিষ্টি করে বলছে যেন তপন নয়, আমিই ওর বর।

আমি মাথা নাড়িয়ে কোনমতে হ্যাঁ বললাম।

'আমি আসি তাহলে?'

আবারও মাথা নাড়ালাম।

নুপুর বউদি চলে গেল।

BanglaBook.org

এভাবে পড়াবার মুডটাই নষ্ট হয়ে যায়। কনসেনট্রেশন বলে একটা শব্দ আছে তো নাকি? এভাবে কেউ যদি বুকের ভেতরটা তছনছ করে দিয়ে যায়, তাহলে আর কীই-বা বাকি থাকে শুনি? আমি হাঁটুটা মুড়ে ভালো করে বসার চেষ্টা করলাম। এই মুহূর্তে কিছুতেই ওঠা যাবে না। কারণ, আমার ওইটা শক্ত হয়ে উঠে রয়েছে। এবং চিনচিনে একটা হালকা ব্যথা করছে ওইখানটায়। এসব দেখেই বোধয় কবিরা লিখেছিলেন 'ঝনঝনিল অসি পিধানে'। ভাগ্যিস জিন্সের ফুলপ্যান্টটা পরে এসেছি। নাহলে সামনেটা ফুলে ঢোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি পা দুটো দিয়ে কিছুটা চাপ দিলাম। কেন এমন হয় এসব নিয়ে একবার আমাদের স্কুলের মধুমিতা ম্যাডাম বলেছিলেন। সেসব আজ আর যদিও স্পষ্ট মনে নেই। তবে মনে আছে টেস্টোস্টেরন নামক এক হরমোনের নির্গমনের জন্যই নাকি হঠাৎ হঠাৎ নেতানো নারকোল দড়ি আলকেউটের মতন আচরন করে। মেয়েদের অবশ্য এসব দাঁড়ানো-টাঁড়ানোর কোনও ব্যাপারই নেই। তাই ওদের হ্যাপা কম। আমি অবশ্য জানি এই অবস্থাকে কন্ট্রোলে আনতে কী করা যেতে পারে। কিছুই না। পা দুটো সোজা করে প্রথমে বসতে হবে। এবার বাঁ পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে ডান পায়ের নীচে এবং ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে বাঁ পায়ের উপর রাখতে হবে। এরপর মেরুদণ্ড সোজা রেখে ডান হাত মাথার উপর তুলে কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে পিঠে নামাতে হবে। এবং বাঁ হাত কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে ডান দিকে ঘুরিয়ে ডান হাতের আঙুল ধরতে হবে। এটিকে গোমুখাসন বলা হয়। এসব আমি বাবার কাছে যে সমস্ত বইপত্র আছে সেসব পড়েই জেনেছিলুম। আমি অবশ্য এখন গোমুখাসন-টমুকাসন করতে পারব না। সামনেই বসে রয়েছে মিষ্টু। সে আমাকে ড্যাবড্যাব করে দেখছে। কী ভাবছে কী জানি। সব একেকটা যন্তর।

মিষ্টুকে জিয়মিট্রির শেপ কষে দিয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছিলাম। হঠাৎ করে ফোন বেজে উঠল। 'কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে'। আমার খুদে

BanglaBook.org

ছাত্রী আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকাল। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'তাড়াতাড়ি করো মা।'

'আমি কি তোমার মা হই নাকি?' সে প্রতিবাদ করে উঠল।

আমি বললুম, 'না, কখনোই নয়।'

'তাহলে যে আমাকে মা বলে ডাকছ?'

তার চোখে কৃত্রিম অভিমান।

আমি বললুম, 'মজা করে বলেছি।'

'পড়ার সময় একদম মজা নয়।' বলে সে আবার তার অঙ্কে মন বসাল।

আমি ফোনটা রিসিভ করলাম। রণিতা ফোন করেছে।

'কী ব্যাপার? খোঁজখবর নাও না!'

'টিউশনি পড়াতে এসেছি। পরে ফোন কোরো।'

'টিউশনি!'

রণিতা অবাক হয়ে গেল। অবাক হওয়ারই কথা বৈকি। আমি নিজেই এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না যে মায়ের কথা শুনে কেন এই কঠিনতম কাজটি বেছে নিলাম। কী হত যদি সেদিন মায়ের কথা না শুনতাম? বড়জোর একবেলা মা মুখ গোমরা করে থাকত। আমার উপর কিছুটা রাগ জমত তার মনের ভিতর। এর থেকে বেশি কিছু হত কি? না, কখনোই নয়। তাই না বুঝেশুনে নিজের বিপদ নিজেই ঘটিয়ে ফেলেছি আমি। রণিতা আবার বলল, 'টিউশনি মানে? তুমি কি পড়ানো শুরু করেছ?'

আমি গলার স্বর যতটা সম্ভব চেপে বললাম, হ্যাঁ গো। কিছু তো একটা করতে হবে। নাহলে খাবো কী? টাকা কে দেবে আমায়?'

'আমাকে বিয়ে করবে?' রণিতা দুম করে প্রশ্ন করে বসল।

আমি হেসে বললাম, 'ঠাণ্ডায় কি মাথা বিগড়ে গেছে তোমার?'

BanglaBook.org

'আগে বলোই না বিয়ে করবে আমায়?'

'না খেতে পেয়ে মরবে তাহলে। রাজি?'

'তোমাকে খাওয়াতে হবে না। আমি তোমাকে রোজগার করে খাওয়াবো।'

নেহাত আমার সঙ্গে রণিতা ইয়ার্কি করছে তাই। নাহলে আমি ওর এই প্রস্তাবে একপায়ে খাঁড়া হয়ে পড়তাম। এমন সুযোগ কে দেবে হে? আমার চাকরিবাকরির কোনও চিন্তা থাকবে না। সে-ই উপার্জন করে আমায় খাওয়াবে। উফফ। কী ভালো যে প্রস্তাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা রণিতার মনের কথা নয়। মুখের কথা। এবং অনেকটাই অসচেতন মানসিকতার প্রকাশ। আমি ফোনের এপার থেকে তাকে বললাম, 'ইয়ার্কি ছাড়ো।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে। তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

সে বেশ কৌতূহলী হয়ে বলল, 'কী করতে হবে আজ্ঞা করুন।'

'ভালো কোনও ডাক্তারের নাম-ঠিকানা জোগাড় করতে পারো?'

'কেন? কার কী হয়েছে?'

'আমি একবার দ্যাখাবো।'

'কী হয়েছে তোমার?'

'ভয় পাচ্ছি।'

'কী ভয়?'

সে বেশ উৎসুক হয়েই জিগেস করল আমায়। হয়তো আমার কথাটাকে এখনও সে হালকা ইয়ার্কি মনে করছে। তবুও আমি স্বাভাবিক গলাতেই বললাম, 'আজকাল কিছু আজব ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে আমার সঙ্গে।'

এবারে রণিতা চুপ করে গেল।

সে বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

আমি একবার মিষ্টুর দিকে আড়চোখে তাকালাম। সে একমনে তার

BanglaBook.org

অঙ্ক খাতার এককোণে কী একটা ছবি আঁকছে। সম্ভবত কোনও মানুষের। অবশ্য সেই মানুষটির মুখটা কোনও এক পাখির মতো। আমি ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে খাতার উপর এতটাই ঝুঁকে পড়েছে যে কিছুই বোঝা গেল না। আমি রণিতার সঙ্গে মৃদুস্বরে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমাদের কথাবার্তায় যে মিষ্টু কান দেয়নি তাতে অনেকটা স্বস্তি পেলাম আমি। ও ওর নিজের মনেই ছবি আঁকছে। চঞ্চল মেয়ে। পড়াশোনায় একদমই মন নেই। শুধু নানারকম প্রশ্ন। আর হিহি করে হাসি। খুব মিষ্টি লাগে ও হাসলে।

রণিতা আবারও বলল, 'কী হয়েছে তোমার? আমাকে কি বলা যাবে না?'

আমি কোনও ভণিতা না করেই বললাম, 'কয়েকদিন ধরেই আমি যেখানে সেখানে হাঁস দেখছি।'

আমার কথা শুনে রণিতা একদমই চুপ মেরে গেল।

'হাঁস?' তার গলায় অনেকটাই বিরক্তির সুর।

সে হয়তো ভাবছে আমি হেঁয়ালি করছি।

আমি তাকে পুরো ব্যাপারটা বলতে শুরু করলাম।

'প্রায় একমাস হয়ে গেল। খুব কঠিন সমস্যায় ভুগছি আমি। মাঝেমধ্যেই একটা হাঁস কোথা থেকে এসে হাজির হচ্ছে আমার সামনে। কখনও বা আমার আড়াল থেকেই নজরদারি চালাচ্ছে সে। আমি কোথায় যাচ্ছি, কী খাচ্ছি, কী করছি সমস্ত কিছু পাই টু পাই নজর রাখছে হাঁসটা। অথচ এমন নয় যে সে আমাকে আমার কোনও কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমার সামনে কিংবা আশেপাশে তার এই উপস্থিতি আমাকে বিব্রত করে তুলছে অনবরত। এমনকী আমি ভীষণ ডিপ্রেশনে ভুগছি শুধু এটা ভেবেই যে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কোনও প্রাইভেসি নেই। আমি যে কী করবো এখন? কোথায় যাবো? কিছুই বুঝতে পারছি না।'

BanglaBook.org

আমাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে রণিতা মিহি গলায় বলে উঠল, 'এই থামো থামো। তোমার আসলে কেন এসব হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি।'

আমি কিছুটা হকচকিয়ে গিয়ে জিগেস করতে যাচ্ছিলাম 'কেন?' তার আগেই আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়ে সে তেমনই মিহি গলায় জোরে নিশ্বাস টেনে বলল, 'ওইসব ডাক্তারের ফাক্তারের কাছে গিয়ে শুধুমুধু পয়সা খরচ করে লাভ নেই। তুমি দোকান থেকে পাঁচ টাকার কতিলা কিনে এনে বাড়িতে ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জল খাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'মানে?' আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

রণিতা বলল, 'তোমার পেটগরম হয়েছে। তাই এইসব বিদঘুটে দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু করেছ।'

ওর কথা শুনে আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। আমি ওকে বললাম, 'এই তুমি ফোন রাখো।'

'আরে শোনো শোনো।'

'নাহ, তোমাকে কিছু বলাই আমার ঘাট হয়েছে।'

'আরেহ রেগে যেও না। লক্ষ্মীটি শোনো আমার কথা।'

'পেটগরম তোমার হয়েছে শালা। তোমার গুষ্টির হয়েচে।'

'এই গুষ্টি টানবে না।'

'বেশ করবো।'

কিছুটা কথা কাটাকাটির পর খানিক্ষণ আমাদের নীরবে বিরতি চলল। তারপর সে আমায় বলল, 'দমদমে একজন ভালো ডাক্তার আছেন। যাবে তাঁর কাছে?'

'কী নাম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ডাক্তার পার্থ ঘোষ।'

BanglaBook.org

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে তো?'

'সেসব আমার উপর ছেড়ে দাও।' রণিতা আশ্বস্ত করল আমায়।

'ঠিক আছে তাই হোক।' এই বলে ফোনটা কেটে দিলাম আমি।

ফোন কেটে দিয়ে মুখ তুলতেই দেখি মিষ্টু আমার দিকে ছোট ছোট চোখ করে তাকিয়ে রয়েছে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আমার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'স্যার, হাঁসটাকে কেমন দেখতে?'

আমি ওর দিকে তাকিয়েই রইলাম। এইসব ছেলেপুলে যে এত ডেঞ্জারাস হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি ভাবছিলাম ও হয়তো ওর ছবিআঁকা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু সে যে আমার প্রত্যেকটা কথা নিখুঁতভাবে শুনেছে তা ওর মুখ দেখেই অনুমান করতে পারছি। আমিও মিষ্টুর দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম। কী সাঙ্ঘাতিক রে বাবা! এইসব মেয়ে বড়ো হয়ে যে ফেলুদাকেও ছাড়িয়ে যাবে তা বলাইবাহুল্য। ওর প্রশ্নের জবাব যে আমি কী দেবো তা বুঝে উঠতে পারলাম না। সে একটার ওপর আরেকটা প্রশ্ন জুড়ে দিল, 'হাঁসটা শুধু আপনাকেই দেখছে কেন?'

আমি কিছু বলার আগেই সে বায়না জুড়ে দিল, 'আমিও ওই হাঁসটাকে দেখতে চাই।'

আমি তাকে বললাম, 'একটা কবিতা শুনবি?'

'কবিতা মানে?' সে আধোস্বরে জবাব দিল।

'পোয়েম।'

'তুমি পোয়েম বলতে পারো?'

'হুম।'

'বলো তাহলে।'

BanglaBook.org

সে আমার দিকে হাঁসের মতো মুখ করে চেয়ে রইল।

আমি তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম, 'নাহ, থাক।'

## ৯

"...এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মতো দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মতো এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মতো এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে-যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও একফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।"

বইটার পাতা উলটে বন্ধ করে রাখলাম। শরৎ চাটুজ্যের 'দেবদাস' পড়ছিলাম। বহুকাল পর আবার বই পড়লাম। একসময় বই পড়াটা আমার নেশা ছিল। বই মাথার কাছে নিয়ে রাত্রিবেলা ঘুমোতাম। ঘুমোবার সময় অন্তত একঘন্টা বই না পড়লে আমার ঘুমই হত না। বই পড়াটা ওষুধ খাওয়ার মতোই একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার জীবনে। কিন্তু কত বছর কেটে গেছে বই পড়া ছেড়ে দিয়েছি। সেই অভ্যেসটাই আজ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ বিকেলবেলা কী মনে হল জানি না। পুরনো বইয়ের তাক থেকে কয়েকটা বই বের করলাম। পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে অবশ্য

BanglaBook.org

বইগুলি বের করিনি। এমনিই বের করলাম। কী যে মনে হল হঠাৎ করে! তাই বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। দুম করেই পড়তে বসে গেলাম। শরৎচন্দ্রের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই আমার তীব্র আকর্ষণ। আমি তো ক্লাস সেভেনেই তাঁর আটত্রিশটা উপন্যাস শেষ করে ফেলেছিলাম। তখন অবশ্য না বুঝেই পড়েছিলাম। বড় হওয়ার পর আবারও সেই উপন্যাসগুলি বহুবার পড়েছি। এতই ভালো লাগে আমার তাঁর লেখা যে বলে বোঝাতে পারব না। বাংলা সাহিত্যের জাদুকর তিনি। সমসাময়িক আর কোনও লেখকের লেখাতেই এত প্রাণারাম ছিল বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না। পুরো বাঙালি জাতির সেন্টিমেন্টটাকে তিনি তাঁর সাহিত্যে বেঁধে দিয়েছিলেন। আজ অনেকদিন পর তাঁর বই হাতের সামনে পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। অনেকটা বড় উপন্যাস হলেও চার ঘন্টার মধ্যেই পড়ে ফেললাম আবারও। বালিশের ওয়াড়টা কিছুটা ভিজে গেছে। কেঁদে ফেলেছি আমি। আগেও এটা হত আমার। কোনও লেখায় সামান্যতম মনখারাপের কথা থাকলেই আমার চোখ দিয়ে আপনাআপনি জল বেরিয়ে আসে। আমি নিজেকে কিছুতেই আটকাতে পারি না। কেন যে এমন হয় আমি জানি না। কিন্তু আমি এরকমই। অল্পেই চোখের পাতা ভিজে আসে।

আজ রোববার। ছুটির দিন। পড়ানো নেই। মিষ্টুকে আমি সপ্তাহে পাঁচদিন পড়াই। ঠাণ্ডাটা কমতে শুরু করেছে। জানুয়ারি শেষ হয়ে এল। আজ সারাবেলা কেমন শুয়ে-বসে কেটে গেল আমার। কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করে না। কেমন ঝিম মেরে বসে থাকি সারাদিন। আর সবকিছুই যে আমার উপর ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছে তাও বুঝতে পারি আমি। আমার মনে হয় ভিতরে ভিতরে আমিও নিজেকে নিয়ে বিরক্ত এবং অনেকটাই উদ্বিগ্ন। কী যে হবে আমার! আমি কি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি? না, তা নয়। তবুও কেমন একটা ভয় ভয় লাগছে আমার। একটা ভয় পেয়ে বসছে দিন দিন। কীসের ভয় আমি জানি না। তবে কেমন আজকাল মাঝেমধ্যেই লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে কোথাও। ইচ্ছে করছে কোনও

BanglaBook.org

অচেনা মহিলার কোলে মাথা রেখে কিছুক্ষণ কেঁদে আসতে। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি দিন দিন? সত্যিই কি আমার মাথায় কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে? এটা ভেবেই আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছি। আর নিজেকে কিছুতেই কন্ট্রোলে রাখতে পারছি না। কাউকে মনের কথা খুলেও বলতে পারছি না।

ঘরে বসে থাকলে হাবিজাবি চিন্তা পাক খেতে থাকে মাথায়। তাই বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না আমার। বাইরে বেরিয়ে পড়ি যখন তখন। এই যে এখন বুকের উপর বইটা রেখে শুয়ে শুয়ে কীসব আবোল-তাবোল ভাবছি, এর কী কোনও মানে আছে? নেই নিশ্চই। বিছানায় উঠে বসলাম। পাশেই জামাপ্যান্ট রাখা ছিল। গায়ে গলিয়ে নিলাম গেঞ্জি আর কালো রঙের সোয়েটারটা। খুব একটা শীত করছে না আজ। অথবা ঘরের ভিতর রয়েছি বলে খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না। সেটাও হতে পারে। আমি নীল জিন্সের প্যান্ট পরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। যাই গণশার দোকান থেকে ঘুরে আসি। আর যাওয়ার জায়গাই বা কোথায়? গণেশ ছাড়া আমার সেভাবে কোনও বন্ধুবান্ধবও নেই। কেউ খুব একটা পাত্তা দেয় না আমায়। কথাও বলে না সেভাবে। মা-বাবা উপরের ঘরে টিভি দেখছে। আমার এইসব টিভি-ফিভি দেখতে খুব একটা ভালো লাগে না। একসময় খবর-টবর কিছুটা দেখতাম। কিন্তু আজকাল খবর পরিবেশনেও এত পক্ষপাতিত্ব থাকে যে ভুলভাল তথ্যযুক্ত খবর দেখার চাইতে না দেখাই ভালো। আমি বারান্দার গেটটা ভেজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামলাম।

গণেশের দোকান এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ওই দশ মিনিটের ব্যবধান। কিন্তু অ্যাডভোকেট অর্ঘ্য গোস্বামীর বাড়ির পিছনের পথ দিয়ে ঘুরে গেলে অনেকটা সময় লাগে। ওদিকটায় অনেকদিন যাইনি। তাই ইচ্ছে হল একটু ঘুরে ঘুরেই যাই। এমনিতেও কাজ তো নেই কোনও। শীতের রাতে রাস্তা প্রায় ফাঁকা বললেই চলে। লোকজন সেভাবে নেই। দু-একজন আছে যদিও। তবে সে অনেক কম। আমি মনসাতলার আগের গলিটায়

BanglaBook.org

ঢুকে পড়লাম। এদিকে একটা বিরাট বাড়ি আছে। রাস্তার ধারেই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়িটা। ভিতরে অনেকটা জায়গা জুড়েই গাছপালা ভর্তি। আর রাস্তার ধারে দুটো বড় বড় গাছ। পাঁচিলের ধার বেয়েই গাছ দুটো বেড়ে উঠেছে। ওরকম গাছ আমি কোথাও দেখিনি। সাদা সাদা বড় ফুল হয় গাছদুটিতে। কী সুন্দর গন্ধ বেরোয় তাতে। ওদিকের পুরো রাস্তাটাই গন্ধে ভরে থাকে। মোহনিয়া ছায়াশরীরের মতো গাছ দুটি ল্যাম্পপোস্টের অল্প আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুয়াশায় মধ্যে কী অপরূপ লাগছে দৃশ্যটা। আর শরীরে একটা মিষ্টি সুবাস জড়িয়ে ধরছে যেন। একটা স্বর্গীয় আবেশ। কী ভালো যে লাগছিল ওই বড় বড় গাছ দিয়ে ছাওয়া রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে।

ফোন বেজে উঠল। পকেট থেকে বের করলাম। পর্ণা কল করেছে। এই মুহূর্তে এই মনোরম পরিবেশে এরকমই একটা ডাকের অপেক্ষায় ছিলাম। আকাশে জ্বলছে প্রেমিকার মতো চাঁদ। কুয়াশায় ঢেকে গেছে সমস্ত শহর। আর শহরের সমস্ত নীল বাড়িগুলো। জ্যোৎস্নাফলায় বিদ্ধ হয়ে পড়ছে প্রতিটা মানুষ। প্রতিটা গাছ। প্রতিটা অন্ধকার। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ফোনটা রিসিভ করে কানের কাছে আনতেই ওপার থেকে পর্ণার সেই চিরপরিচিত স্বর জেগে উঠল, 'কী করছেন?'

'কিছু না। এই যে রাস্তায়।' আমি হেসে উত্তর দিই।

'রাস্তায় কী করছ? বেরিয়েছিলে কোথাও?'

'এই একটু বাড়ির কাছেই বেরিয়েছি।'

'কোনও দরকারে?'

'নাহ, তেমন কিছু নয়।'

'তাহলে?'

'গণেশের সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছে করল। তাই, বেরিয়ে পড়লাম।'

BanglaBook.org

'ওহ। তোমার সেই বন্ধু? কেমন আছেন গণেশদা?'

'ভালোই। আর বলো।'

'কী বলবো?'

'কেমন আছ? কোথায় এখন? বাবা কেমন আছেন তোমার?'

'সকলে ভালো আছে। আমি এখন মেদিনীপুরে। তোমার কথা মনে পড়ছিল খুব। তাই ফোন করলাম।'

সে চুপ করে রইল ক্ষণমুহূর্ত। আমি তাকে ইনিয়েবিনিয়ে বললাম, 'একটা কথা বলতে চাই তোমায়। শুনবে?'

সে আগ্রহান্বিতা হয়ে বলল, 'কী বলতে চাও?'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমার আজকাল একটা সমস্যা হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই দেখছি কোথাও না কোথাও থেকে একটা হাঁস আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। কী যে হচ্ছে আমার সঙ্গে? আর এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমায় কি কোনো ভূতে ধরেছে?'

সহসা কোনও উত্তর দিল না সে। আমার কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কবে থেকে শুরু হয়েছে এসব?'

কিছুটা ভেবে নিয়ে বললাম, 'তা প্রায় একমাস হয়ে গেল। কিংবা আরও বেশিও হতে পারে। ঠিক কবে কখন প্রথম এমন ঘটনা ঘটেছিল তা আমার মনে নেই। তবে আমি খুব বিরক্তি অনুভব করছি। এবং গলায় কাঁটা বিঁধে থাকলে যেমন একটা অস্বস্তি হয়, সেরকম হচ্ছে।'

সে আবারও চুপ করে আমার কথা শুনল। তারপর বলল, 'হাঁসটা নাহয় তোমার দিকেই শুধু চেয়ে রয়েছে, তাতে তোমার অসুবিধা কোথায়? তাকিয়ে থাকতে দাও না। তোমার তো সে কোনও ক্ষতি করছে না।' সে আশ্বাসের সুরে আমাকে বলল।

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'আমার তো আর কোনও প্রাইভেসি রইল না। ওই হাঁসটা আমার সবকিছু জানে। এমনকী ঘুমোবার সময় আমি কার কথা ভেবে প্রতিদিন চোখ বন্ধ করি সেটাও।'

'একটা কথা বলব?'

আমি মৃদুস্বরে বললাম, 'হুম।'

'চলো, আমরা এবারে বিয়েটা সেরে ফেলি।'

মুহূর্তেই মাথাটা গরম হয়ে গেল আমার।

'পর্ণা, তোমাকে আগেই বলেছি আমি। আমি একা থাকতে চাই সবসময়।'

'কী নিয়ে থাকবে তুমি?'

'নিজেকে নিয়ে।'

'এভাবে হয় না রজতেন্দ্র। পাগলামি শুরু করছ তুমি। লেখালিখিটাও হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে? কেন? কেন করছ এসব? কী হয়েছে তোমার?'

'আমি একা থাকতে চাই পর্ণা।' ক্লান্ত গলায় বললাম ওকে। ফোনের ওপার থেকে কান্নার আওয়াজ পাচ্ছি। হাউমাউ করে কাঁদছে সে। ও কখনও আমার সামনে আগে এতটা ভেঙে পড়েনি। এই প্রথম ও এমন করল। ও কাঁদুক। কিছুটা শান্তি পাবে। তাই আমি ওকে থামালাম না। শুধু শুধু কানের কাছে ফোনটা ধরে রেখে ওর এই কান্না শুনতে ইচ্ছে করছিল না। তাই লাইনটা কেটে ফোন পকেটে পুরে রাখলাম।

দোকানে ঢুকতেই দেখলাম তন্ময় ভিতরে কোণের এক বেঞ্চিতে আবছা আলোয় জবুথবু হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই সে খানিক ব্যস্ত হওয়ার ভান করল। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কী রে গণশা কোথায়?'

সে কী বলবে কিছুই বুঝতে না পেরে আমার দিকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে রইল। এমন কোনও কঠিন প্রশ্ন ওকে করে ফেলিনি যে ও আমার কথার উত্তর দিতে পারবে না। তবুও ওর এরকম আচরণের কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না আমি। দোকানে কেউ নেই। সে একাই বসে আছে।

BanglaBook.org

খরিদ্দারের টিকি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আর তাছাড়া আমার মতো পাগল ছাড়া আর কেই-বা এই রাত্তির নটার সময় চা খেতে আসবে ওর দোকানে? আমি শান্তভাবে দোকানের একটা বেঞ্চিতে বসে বললাম, 'কী রে গণশা কয়? বললি না তো?'

'আজ্ঞে দাদাবাবু আমিও জানি নে।'

'সে কী রে!' আমি ওর দিকে তাকালাম।

'এই সন্দের সময় দোকানে অনেক লোক চা খেতে এইচিলো। তা হঠাৎ কাকাবাবু আমায় বললেন শরীরটা খারাপ লাগতেচে। তুই চা দে সকলকে। আমি বসতে বল্লুম একেনে।' হাত দিয়ে একটা বেঞ্চি দেখাল তন্ময়। তারপর কিছুটা থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'যেই দোকান কিছুটা ফাঁকা হইচে অমনি বললেন, গন্ধ ছাড়চে রে খুব গন্ধ ছাড়চে। আজ সারাদিন দিবাকরের ছেলের গা দে গন্ধ ছাড়চে। এখন আমি কী যে করি। কাকাবাবু কিচুটা অস্থির হয়ে উঠেচিলেন। আমি কিছুই বুজতে পারচিলুম না। কী বলব বা কী করব কিছুই মাথায় ঢুকলুনি। তিনি হঠাৎ করে আমায় কইলেন, আমি আসচি। তুই থাক একেনে। দশটা বেজে গেলে দোকানে তালা দে চলে আসবি।'

আমি তন্ময়ের মুখের দিকে তাকালাম। ওর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে কিছু বলা যাবে না এসব ব্যাপারে। বেচারা ভয় পেয়ে যেতে পারে। আমি বেঞ্চি থেকে উঠে হঠাৎ ওকে বললাম, 'এখন তো আর তোর দোকানে কোনও খদ্দের নেই। আসার সম্ভাবনাও নেই। এক কাজ কর। তুই ওইখানটায় গিয়ে বস। আজ আমি তোকে চা রান্না করে খাওয়াবো।'

সে অবাক হয়ে গেল।

আমি তাকে হেসে বললাম, 'তুই বস। আমি চা করে খাওয়াবো তোকে।'

সে আমার দিকে আতাফলের মতো মুখ করে তাকিয়ে রইল। আমি আবারও তাকে বললাম, 'যা গিয়ে বোস নিজের জায়গায়।'

BanglaBook.org

আমি গণশার পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পেরেছি। দিবাকর মাইতি হলেন আমাদের পাড়ার একমাত্র সাচ্চা আদমি। সারাজীবন লোকের উপকার করে গেছেন নিঃস্বার্থে। তিনি কোনও পার্টি বা দলের ধার ধারেন না। যখনই কোনও মানুষ বিপদে পড়েন তখনই তিনি যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। ছোটোখাটো একটা কাজ করেন কোন কারখানায়। নিজের বাড়ির অবস্থাও খুব একটা সচ্ছল নয়। তবুও যে কোনও রকম প্রয়োজনে তিনি এগিয়ে আসেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে অপরের বিপদে তার পাশে এসে দাঁড়ান তিনি। তার এই পরহিতৈষী স্বভাবের জন্য তিনি আমাদের সকলেরই প্রিয় মানুষ। তার একটি বাচ্চা ছেলে আছে। ওই আট-ন'বছর বয়েস। তন্ময়ের কথানুযায়ী ওই বাচ্চা ছেলেটির গা থেকে গন্ধ ছাড়ছে। এই গন্ধ একমাত্র গণেশই চেনে। আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল। কান্না পেল মুহূর্তেই। তন্ময়কে কিছু বুঝতে না দিয়ে আমি ওভেনে চা বসিয়ে দিলাম। কেটলিতে চারজনের মতো জল দিলাম। দুধ আগেই ঢেলে দিয়েছিলাম। দুটো এলাচ ছড়িয়ে দিয়ে ফোটানো শুরু করলাম। কিছুটা জ্বাল দেওয়ার পর চা-পাতা দিলাম। তন্ময় আমার আচরণ দেখে হয়তো কিছুটা অবাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওর মন থেকে যাতে গণেশের ব্যাপারটা ফিকে হয়ে যায় তাই এরকম হঠাৎ করে চা করতে শুরু করলাম। আমি অবশ্য আগে কোনোদিন চা বানাইনি। তবে চা তৈরি করা এমন কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। এসব যে কেউ পারে। খুব সাধারণ একটা জিনিস। আমি সামান্য চা পাতা দিয়ে জ্বাল দিতে থাকলাম। তন্ময় দূর থেকে বলল, 'দাদাবাবু আরেকটু চা-পাতা দিন। এই পাতাগুলো ভালো নয়। কমদামের পাতা তো। তাই বেশি করে না দিলে গন্ধ ছাড়বেনে।'

আমি ওর কথা মতোই আরও কয়েক চামচ চা-পাতা বেশি দিলাম। দশমিনিট পর কেটলি নামিয়ে চিনি মিশিয়ে এক ভাঁড় চা তন্ময়কে দিলাম। আরেক ভাঁড় নিজের জন্য নিয়ে রাখলাম। ওকে বললাম, 'কী করবি শুধুমুধু বসে থেকে। চল এবারে বন্ধ করে দে দোকান।'

BanglaBook.org

সে ধীরে ধীরে বলল, 'হুঁ, আরেকটু দেকি।'

আমি ওকে বললাম, 'খবরের কাগজটা দে তো বাইরেটা বেঞ্চের উপর বিছিয়ে বসি। কুয়াশায় ভিজে গেছে এদিকটা।'

'বাইরে হিম পড়তেচে। এখানেই বসুন। অযথা শরীর খারাপ করবে।'

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। গ্রামের মানুষগুলো এমনই হয়। মাটির মানুষ। গাছপালার স্নেহ দিয়ে তারা বড় হয়। ফলত তাদের মধ্যে সকলের জন্য একটা তীব্র মায়া থাকে। ভালোবাসা থাকে। শহরের মানুষরা এসবের উলটো।

বেশ আয়েশ করে চা খাওয়া গেল। কিন্তু আমার মাথায় ইতিমধ্যেই অন্য একটা টেনশন চলছে। পর্ণাকে রাতে একবার ফোন করব ভাবছি। ওর কান্না লেগে রয়েছে এখনও আমার কানের মধ্যে।

'কী রে এখনও খুলে রেখেছিস? কটা বাজে দেখেছিস?' গণেশ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলল।

'কী রে কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ?' আমি গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম। সে ফিরে এসেছে। তাকে দেখে ব্যতিব্যস্ত মনে হল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, 'বোস চা খা।'

তন্ময় ভাঁড়ে চা ঢেলে তাকে দিল।

'খেয়ে নাও। নাহলে নষ্ট হবে।'

গণেশ তন্ময়ের হাত থেকে ভাঁড়টা নিয়ে আমাকে বলল, 'মাথাটা খুব ধরেছে রে রাজু। দিবাকরদার ছেলেটা আর...' বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। আমি ওকে বললাম, 'শান্ত হ।'

তন্ময় কিছুই না বুঝতে পেরে গরুর মতো বড়ো বড়ো চোখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। গণেশ ওকে বলল, 'সব গোছগাছ শুরু কর।'

BanglaBook.org

আমি গণেশের চোখের দিকে তাকালাম। সে-ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারছি ওর মানসিক অবস্থা। কিন্তু মুখে আর কিছুই বললাম না। সেও চুপ করে রইল।

'লোকদের এই চা খাওয়াচ্ছিস? চিনি কম হয়েছে খেয়ে দেখেছিস?'

তন্ময় ভয় পেয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আমি হেসে ওকে বললাম, 'আমি চা করেছি। এই একটু আগেই করলুম।'

'সে কী রে? তুই কেন? ও তো ছিল!'

আমি সামান্য হেসে বললাম, 'ইচ্ছে হল হঠাৎ।'

গণশা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'কী করি বল তো এখন?'

আমি বললাম, 'গীতা পড়া শুরু কর।'

BanglaBook.org

## ১০

ট্রেনটা একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। খুব একটা যে ভিড় আছে তা নয়। বরং বেশ খোলামেলা। আমি জানলার ধারেই বসেছি। আমার কাঁধে হেলান দিয়ে রয়েছে রণিতা। আমার মতো সে-ও জানলার বাইরের গাছপালা দেখছে। ট্রেনে উঠলেই আমি উইনডো সাইড খুঁজি। যেমন করে হোক জানলার ধারে একটা সিট পেলেই হল। এরপর বাইরের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অন্য জগতে হারিয়ে যাই আমি। একটা অসম্ভব গাছ-জন্মের স্মৃতিকথা মনে পড়ে যায়। স্পষ্ট অনুভব করি মাটির ভিতরকার শিকড়ের টান। আমার শাখাপ্রশাখায় বিকশিত কিশলয়। জানলার বাইরে থেকে যেন আমার গতজন্মের আত্মীয়স্বজনেরা হাতছানি দিয়ে মিটিমিটি হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। কিছু হয়তো বলে চলেছে তারা সকলে মিলে। কিন্তু এই মানুষজন্মের তফাতে তাদের কোনও ভাষাই বুঝতে পারছি না আর। এসব কথা মিথ্যে নয়। আমি দিব্যি অনুভব করতে পারি সবকিছু।

'ডাক্তার কটা থেকে বসেন?' আমি রণিতাকে শুধোলাম।

সে ট্রেনের জানলার বাইরে দৃষ্টি স্থির রেখেই বলল, 'বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত দেখেন।'

তার কথাগুলো খুব আস্তে শোনালো। যেন ফুলের মতো নরম তার স্বর। ট্রেন তখনও থেমে রয়েছে। জানলার বাইরে থেকে হালকা নরম রোদ

BanglaBook.org

এসে পড়েছে আমাদের গায়ে। রণিতা আমার গায়েই সমস্ত শরীর এলিয়ে বসে রয়েছে। যেন ধীরে ধীরে উপকূলে আছড়ে পড়ছে সমস্ত আচ্ছন্ন স্রোত। ওর চুলের গন্ধে ভরে উঠছে আমার শরীর। আমার মন। আমি কি রণিতাকে সত্যিই ভালোবাসি? রণিতা কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসে? এই যে আমার সমস্যার কথা শুনে সে নিজেই ডাক্তারের খোঁজখবর নিয়ে আমাকে যে একপ্রকার জোর করেই চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে? এসব কি লোকদেখানো? এসবের কি কোনও অর্থই নেই? নাহ, এসব নিয়ে আমি কিছু ভাবব না। আমার খুব ভয় করে। গা গুলোয়। বমি বমি পায়। কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ি আমি। ঠিক কেমন অসুস্থ মনে হয়। নিজেকে রোগীদের মতো লাগে। রণিতার মুখের দিকে আড়চোখে তাকালাম। ও কেমন নীরবে শান্ত চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর মুখের একপাশে কেমন ভালোবাসার রেণুমাখা রোদের আলো এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে। খুব ইচ্ছে করছে একবার ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাতে। ওকে বোধয় আমি ভালোবাসি।

ট্রেন সামান্য কেঁপে উঠে আবার চলতে শুরু করল। রণিতা একপ্রকার জোর করেই আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। গতকাল ফোন করেই সে কখন কীভাবে যাবো সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমরা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠেছি। দমদমে নামব। সেখান থেকে সামান্য দূরেই ডাক্তার পার্থ ঘোষের চেম্বার। তিনি একজন নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট। রণিতা বেশ খোঁজখবর নিয়েছে ওনার সম্পর্কে। যদিও আমি এসব ব্যাপারে মাঝেমধ্যেই নার্ভাস হয়ে পড়ছি আজকাল। এই যেমন দমদমে ট্রেন থেকে নেমে মনে হচ্ছিল যেন বাড়ি পালিয়ে যাই। কেমন ভয় ভয় করছে আমার। অথচ ভয়ের যে কিছুই নেই তা আমি বুঝতে পারছি। তবুও কেমন একটা ভিতরে ভয় কাজ করছে। বুকটা অনবরত দুরুদুরু করছে। আর পেটের ভিতরটা বারবার গুড়গুড়িয়ে উঠছে। রণিতা বোধয় সেদিন ঠিকই বলেছিল। আমার হয়তো পেটগরম হয়েছে। তাই ভুলভাল যেখানে সেখানে হাঁস দেখে বেড়াচ্ছি।

BanglaBook.org

দমদমে নেমেই আমরা দুজনে একটা টোটো গাড়িতে উঠে বসলাম। রণিতা গাড়িওয়ালাকে বলল, 'অক্ষয় মেডিকেল যাবো।'

'কুড়ি টাকা করে লাগবে।' কাঁসরের মতো ক্যাড়কেড়ে গলায় কথাটা বলে গাড়িতে উঠে বসল লোকটা। কালো হুমদো লোকটা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। আমিও তার চোখের দিকে চেয়ে রইলুম। তারপর বিড়ি টানতে টানতে গাড়িতে গিয়ার দিল। এদিকের রাস্তাঘাট ভালোই। খুব একটা ভাঙাচোরা নেই। বেশ মসৃণ। অথচ গাড়িটা কেন এত আস্তে চালাচ্ছে লোকটা কিছুই বুঝতে পারছি না। এত আস্তে যে, রাস্তা দিয়ে যে লোকগুলো হেঁটে যাচ্ছে তারা গাড়ির আগেই চলে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে রণিতার মুখের দিকে একবার তাকালাম। সে-ও আমার মুখের দিকে তাকাল। এরপর সে গাড়ির চালককে বলল, 'দাদা আমাদের একটু তাড়া আছে। একটু স্পিডে চালান।'

'চার্জ নেই।' লোকটা চিবিয়ে উত্তর দিল।

'মানে?' রণিতা বেশ জোরে জিজ্ঞেস করল।

'গাড়িতে চার্জ নেই। ব্যাটারিতে চলে তো। তাই এরম আস্তে যাচ্ছে।'

'তা আমরা পৌঁছোতে পারবো তো?' ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। অবশ্যই। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ঠিক তখনই দেখলাম টোটোর যে সিটে আমরা বসে রয়েছি তার অপোজিট ফাঁকা সিটে সেই হাঁসটা। আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার চোখের উপর তার চোখ। ও দেখতে এসেছে আমি কোথায় যাচ্ছি। ও আমার পিছু নিয়েছে। মুহূর্তেই গাড়ি থেকে লাফ মেরে রাস্তায় পড়লাম আমি।

'এভাবে যাওয়া যাবে না। নামো।'

রণিতা আমার আচরণ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে, 'কী করছো কী তুমি?'

BanglaBook.org

'তুমি নামো শিগগির গাড়ি থেকে।' আমি জোর গলায় বললাম।

টোটো ড্রাইভার মাথা ঘুড়িয়ে আমায় দেখে অবাক হয়ে গেছে। সে মুখে কিছু বলছে না। অবশ্য আমি যে অন্য কারণে গাড়ি থেকে নেমে এসেছি এটা বোঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে গাড়িটাকে রাস্তার একধারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল আপনাদের?'

'কিছু না। আমরা হেঁটে যাবো। আপনি চলে যান।'

রণিতা ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বলল, 'এই নিন আপনার ভাড়াটা।'

টোটো ড্রাইভার মাথা নাড়িয়ে ভাড়াটা নিতে অস্বীকার করল।

আমরা হেঁটে হেঁটেই ডাক্তার পার্থ ঘোষের চেম্বারে পৌঁছলাম। রণিতা আমার উপর কিছুটা রাগ করেছে বোধয়। সে সারা রাস্তা আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেনি। আমিও অবশ্য কোনও সাড়াশব্দ করিনি। আমি খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। যদি আবার হাঁসটা আমার সামনে চলে আসে হঠাৎ করে? কেউ তাকে দেখতে পাক বা না পাক। আমি তো পারছি। এবং সেটা যেভাবেই সম্ভব হোক না কেন উপলভ্য প্রতিক্রিয়াটা তো আর মিথ্যে নয়। কাজেই আমি কী করে অস্বীকার করতে পারি তাকে? কীভাবেই বা এড়িয়ে যাব বিষয়টাকে? একটা বেমানান নাটকীয় ভঙ্গিতে যেন সারাটা রাস্তা আমি আর রণিতা চুপচাপ হেঁটে গিয়েছি ডাক্তারের চেম্বারের উদ্দেশ্যে। রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয়নি পার্থবাবুর চেম্বারে পৌঁছতে। লক্ষ্মীশ্রী বিয়েবাড়ির কাছে একটি দুর্গামণ্ডপ আছে। তার বাম দিকের রাস্তায় এইচডিএফসির এটিএম। তার পাশের গলিটাতেই অক্ষয় মেডিকেলকে খুঁজে পাওয়া গেল।

প্রায় পৌনে একঘন্টা ধরে আমরা বসে রইলাম। যদিও পাঁচজনের বেশি পেশন্ট দেখেন না ভদ্রলোক। তবে প্রত্যেকজনকে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট সময় নিয়ে পরীক্ষা করছেন তিনি। আমি চুপচাপ বসেইছিলাম। মাঝেমধ্যে ভীষণ বিরক্তি হচ্ছিল। অথচ রণিতার মুখেচোখে

BanglaBook.org

বিরক্তির কোনও লক্ষণ নেই। সে নির্বিকার বসে রয়েছে আমার পাশে। ওকে যেন ঠিক আমার বউ বউ লাগছিল। হয়তো বর-বউয়েরা এমনই হয়। ভিতরে একজন রোগী গিয়েছেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কথাবার্তা চলছে। খুব ধীরে। মৃদুমন্দ শব্দও বোঝা যাচ্ছে না। অথচ রোগীর কান্নার আওয়াজ আমরা সকলেই শুনতে পেলাম কিছুক্ষণ। তারপর আবারও চুপ। আমার পাশে চেয়ারে একটি কমবয়েসি ছেলে বসে রয়েছে। তার চোখেমুখে অদ্ভুত ধরণের ভয় দেখতে পেলাম। আমি তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম ওকে। ওর ভয়ের সঙ্গে আমার ভয়ের কোনও মিল আছে কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। ছেলেটির সঙ্গে সম্ভবত তার বাবা ও মা দুজনেই এসেছেন। তার বয়েস ওই ষোলো কি সতেরো হবে হয়তো। কীসের সমস্যা থাকতে পারে তার? কী জন্য ভয় পাচ্ছে সে? সে কি আমারই মতন ভিতরে ভিতরে নিজেকে নিয়ে বিরক্ত? ছেলেটি একবার তার বাবার হাত ধরে টানল। তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল তার বাবা। আমি দেখলাম তার বাবা ছেলেটির মুখের কাছে মাথা নামিয়ে কান আনতেই ছেলেটি চ্যাপ্টা চিড়ের মতো মুখ করে ফিসফিস করে উঠল, 'আমি মরে যাবো না তো?'

'কিছু হবে না। কিছু হবে না তোমার। একদম ভেবো না এসব।'

তার বাবা তাকে বোঝালেন। তার মা-ও তড়িঘড়ি করে তার কাছে এলেন। ভদ্রমহিলা অনতিদূরে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তার মা আসতেই সে আবারও ওই একই কথা ফিসফিস করে বলল, 'আমি মরে যাবো না তো?' ছেলেটির মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি বসে বসে এসবই দেখছিলাম। রণিতা হয়তো কিছুই খেয়াল করেনি। সে কেমন যেন অন্য কোনও ভাবনায় ডুবে রয়েছে। হয়তো জানলার বাইরের এসব গাছপালা দেখছে। ডাক্তারখানার বাইরের পুরো জায়গাটাতেই বড়ো বড়ো গাছে ভর্তি। কী নেই সেখানে? আম, জাম, কাঁঠাল, শাল, সেগুন, ধরতে গেলে সবই আছে। কী ভালো যে লাগছিল এত গাছ একসঙ্গে

BanglaBook.org

দেখে। আগে তো কখনও এত গাছ একসাথে দেখেনি ও। কিংবা হয়তো ও আমারই মতো গাছ-প্রেমিক। আমি আবার চোখ ফেরালাম ছেলেটির দিকে। তার মুখটা ভীষণ কাঁদো-কাঁদো লাগছে। হঠাৎ করেই রবি ঠাকুরের একটা গান গুনগুনিয়ে উঠলাম আমি। অত্যন্ত ধীরে। আস্তে আস্তে। এমনভাবে নিজের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠলাম যেন আমার গানের সুর কারোর কানেই না পৌঁছয়।

''মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজি ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।''

'রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আছেন?' ভিতর থেকে একজন ডাকলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার সঙ্গে রণিতাও উঠে দাঁড়াল। এবার আমাদের ভিতরে যাওয়ার পালা। আমি আর রণিতা এগিয়ে গেলাম।

'বসুন।' ডাক্তার আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হালকা করে হাসলেন।

আমিও হাসার চেষ্টা করলাম তেমনি করে। তবে ভিতর থেকে সায় এল না।

ভদ্রলোককে খুব সুন্দর দেখতে। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। মুখের চামড়া মোমের মতোই মসৃণ। মাথার চুলগুলো একটু বড়ো বড়ো। পরিপাটি করে আঁচড়ানো। এরকম ঝকঝকে পরিষ্কার মানুষের কাছে এসে বসলেও মন যেন ভালো হয়ে যায় কিছুটা।

BanglaBook.org

ডাক্তারবাবু বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। আমার পাশেই বসে রয়েছে রণিতা। পার্থবাবু তার দিকে ঘিরে প্রশ্ন করলেন, 'উনি আপনার কে হন?'

সে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ এজাতীয় প্রশ্ন সে হয়তো আশা করেনি। আমিও প্রস্তুত ছিলাম না এরকম প্রশ্নের জন্য। তবুও রণিতা নিজেকে মুহূর্তেই সামলে নিয়ে বলল, 'আমার হাজব্যান্ড।'

আমি তার মুখের দিকে নীরবে তাকালুম।

'আপনাদের কি লাভ ম্যারেজ? নাকি অ্যারেঞ্জমেন্ট?'

এই সেরেছে! এ ডাক্তার তো আমার বিয়ে নিয়ে পড়ল। কেন ভাই? তোমার কি এখনও বিয়ে হয় নাই? এরপর তো শালা আমার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটও দেখতে চাইবে বোধয়। কী আশ্চর্য! আমি ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'স্যার, আমাদের দেখাশোনা করে বাড়ির মত নিয়েই বিয়ে হয়েছে।' (Have you any problem?)

দেখলাম তিনি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। সামান্য হাসলেন। তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'রজতেন্দ্রবাবু আপনার বয়েস কত?'

'উনচল্লিশ-চল্লিশ।'

'আপনি আপনার স্ত্রী-কে কতটা ভালোবাসেন?'

এরকম আজব ধরণের প্রশ্নে কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। তবুও ভেবেচিন্তে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে উত্তর দিলাম, 'ওকে খুব ভালোবাসি। আবার মাঝেমধ্যে কিছুটা ঘেন্নাও করি।'

রণিতা আমার মুখের দিকে চাইল।

'কেন? ঘেন্না করেন কেন?' ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

'জানি না।'

BanglaBook.org

একটু চুপ থেকে আবার বললাম, 'শুধু ওকেই নয়, প্রত্যেক মানুষকেই আমি ঘেন্না করি এবং ভালোওবাসি।'

'আপনার হাতের চেটোটা দেখি।'

মিস্টার পার্থ ঘোষ আমার ডান হাতটা নিজের দিকে টেনে নিলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন তিনি। আমিও আমার হাতের চেটোর দিকে তাকালাম। আগে সেভাবে কখনও লক্ষ করিনি। চেটোর চামড়াটা কেমন কালো আর মোটা হয়ে গিয়েছে। ভীষণ অপরিষ্কার মনে হচ্ছিল হাতটা। অথচ ময়লা নয়। পার্থ বাবু এবার একটি ছোট্ট টর্চ দিয়ে আমার চোখের পাতা নীচের দিকে টেনে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করলেন। এদিকে-ওদিকে সবদিকে ঘুরিয়ে চোখটাকে ভালো করে দেখলেন। জানি না তিনি আমার চোখে কী খুঁজে পেলেন। আমার অবশ্য সেই মুহূর্তে একটা গানের কলি মনে পড়ে যাচ্ছিল। 'আমি তোমার চোখের কালো চাই।' রূপম ইসলামের গান একসময় আমার খুব প্রিয় ছিল। এখন অবশ্য কেমন বিদঘুটে লাগে। তাঁর আগেকার গানগুলো এখনকার চাইতে ঢের ভালো। এখন শুধু থালাবাসনের ঝনঝনানি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না।

'তা কী সমস্যায় ভুগছেন আপনি?'

এবারে আমি সোজা হয়ে বসলাম। কীভাবে শুরু করব সে কথাই ভাবছিলাম। আমি কিছুটা তুতলে গেলাম। আমতা-আমতা করে বললাম, 'ডাক্তারবাবু আমি একটা কঠিন সমস্যায় ভুগছি। একটা হাঁস আমাকে সবসময় ফলো করছে। আমি কোথায় যাচ্ছি, কী খাচ্ছি, কার সাথে কথা বলছি, কেমন পোশাক পরছি, সব সবকিছু সে দেখছে। কখনও আমার কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে তাকে আবার কখনও-বা অনেক দূর থেকে সে আমায় লক্ষ্য রেখেছে।'

ডাক্তারবাবু আমার কথা শুনে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছেন বলেই মনে হল। তিনি আমাকে বললেন, 'কতদিন ধরে এমন হচ্ছে?'

'তা ঠিক বলতে পারবো না। একমাস হতে পারে, কিংবা তার বেশি।'

BanglaBook.org

'ছেলেবেলায় কখনও কোনও হাঁস ধরে তাকে মেরে ফেলেছেন? কিংবা কখনও হাঁসের মাংস নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেয়েছেন? এরকম কিছু ঘটেছে কখনও আপনার সঙ্গে?'

'না, আমি কখনও কোনও হাঁস মারিনি। কিংবা হাঁসের মাংসও কখনও খাইনি।'

ডাক্তারবাবু দুহাত মুঠো করে কচলে নিলেন। কিছুক্ষণ টেবিলে রাখা প্যাডের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বলে উঠলেন, 'হাঁসটা কি আপনাকে কিছু বলতে চায়? কিংবা ধরুন আপনার এমন কোনও বিষয় আছে যা আপনি নিজের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিয়ে রেখেছেন? কাউকে বলতে চেয়েও পারছেন না এমন কোনও কথা আছে?'

রণিতার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি একান্তে কিছু কথা বলতে চাই ওনার সাথে।'

সে মাথা নাড়িয়ে বাইরে চলে গেল।

এবারে কিছুটা নার্ভাস ফিল করলাম। ও যতক্ষণ আমার পাশে বসে ছিল, মনে হচ্ছিল সব ঠিকঠাক করে নিজের মতো গুছিয়ে ডাক্তারকে বলতে পারব। কিন্তু রণিতা চলে যাওয়াতে কেমন একটা কৃতাপরাধ ভাব এল আমার মধ্যে। আমি মাথা নামিয়ে বসে রইলাম। ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে এবারে বেশ দৃঢ় স্বরে বললেন, 'আপনি ড্রাগ নেন?'

আমি বেশ কিছুটা অবাক হলাম। আমি তো জীবনে একপিস বিড়িও ছুঁইনি আজ পর্যন্ত, ড্রাগ নেওয়া অনেক দূর কি বাত। ডাক্তারের কথায় কিছুটা অপমানিত বোধ করলাম আমি। শান্তকণ্ঠে বললাম, 'না। আমি কোনও নেশার সঙ্গে জড়িত নই।'

ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় তিনমিনিট নিঃশব্দে বসে রইলেন। এরপর হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'উনি আপনার স্ত্রী নন অ্যাম আই রাইট?'

BanglaBook.org

আমি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালাম। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে ধীর গলায় বললাম, 'বন্ধু হয়।'

'ভালোবাসেন ওকে?'

মাথা নাড়ালাম।

'বিয়ে করে নিন। মেয়েটি খুব ভালো। আপনার সঙ্গে মানাবে। আর তাছাড়া আপনার সমস্যার সমাধান আপাতত এটাই।'

'মানে?' আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম।

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনি আবেগীয় একাকীত্বে ভুগছেন।'

'ঠিক বুঝলাম না ডাক্তারবাবু।'

'আপনার বয়েস বাড়ছে অথচ বিয়ে করেননি। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবও এসময় কমে আসে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকে না বললেই চলে। চট করে বিয়েটা সেরে ফেলুন দেখবেন এসব কোনও সমস্যাই আপনার ধারে-কাছে ঘেঁষবে না।'

এবারে যেন সব কেমন গুলিয়ে গেল আমার। আমি জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বললাম, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু বলছিলাম কোনও খারাপ আত্মা-টাত্মার পাল্লায় পড়িনি তো আমি? মানে ওই...'

তিনি কোনও কথা না বলে প্রেসক্রিপশনে পেন দিয়ে খসখস করে কিছু একটা লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'একটা ওষুধ দিলাম। প্রতিদিন রাত্রে শোয়ার সময় একটা করে খাবেন। পঁচিশ দিন পর আমার সাথে একবার দেখা করে যাবেন।'

আমি দ্বিতীয়বার আর ওসব প্রসঙ্গ না তুলে ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে এলাম।

BanglaBook.org

## ১১

আমার প্রায় বুকের কাছ ঘেঁষে শুয়ে আছে নুপুর। আমার মুখের উপর তার প্রতিটা নিশ্বাস আমি গুনে ফেলতে পারছি। আমার মুখের দিকে মুচকি হেসে তাকিয়ে রয়েছে সে। তার শরীর থেকে কী সুন্দর একটা সুগন্ধী ছেয়ে ফেলছে আমার শরীরের প্রতিটা রোমকূপ। একটা রোমাঞ্চে আবর্তিত হচ্ছি আমি। তার চোখে তৃপ্তির স্বাদ। গায়ে একটা সুতোও নেই তার এই মুহূর্তে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় আমার পাশে শুয়ে রয়েছে। এবং আমার শরীরেও এই মুহূর্তে কোনও জামাকাপড় নেই। নুপুর আমার বুকের কাছে মাথাটা সরিয়ে আনল। চুল থেকে আবারও একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম। হয়তো আজ দুপুরেই শ্যাম্পু করেছিল সে। তার মতো রূপসী মেয়েকে ছুঁতে পারাও তো একটা স্বপ্নের মতো ইতিহাস। সে আমার বাম কাঁধটা আঁকড়ে ধরে ঠোঁট কামড়ে ধরল। এরপর পায়ের উপরের পাতা ওর পা দিয়ে ঘষতে ঘষতে বলল, 'তোমার মাংসের স্বাদ দারুণ।'

আমি কিছু বলতে পারলাম না ওকে। শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে আবারও আমার গালে হালকা করে কামড়ে দিয়ে বলল, 'আমি ভীষণ স্যাটিসফায়েড। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে রজতেন্দ্র। আমি তোমাকে বারবার পেতে চাই।'

BanglaBook.org

সে পুণরায় আমার ঠোঁটে, গালে, বুকে কামড় বসাতে লাগল। আমি

চুপ করে ঝুম মেরে শুয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আগেই আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। আমরা স্ব-ইচ্ছায় একে অপরকে নিজেদের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছি। আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে একে অপরের কাছে ব্যবহার করেছি প্রিয় খাদ্যদ্রব্যের মতো। পিঁয়াজখোসার মতন সে আমায় ছাড়িয়েছে একে একে। আমাকে বুঝিয়েছে মেয়েশরীরের দাম। আমি তার ফর্সা হাতটা আমার কোমরের থেকে সরিয়ে রেখে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বর যদি কখনও এসব জানতে পারে নুপুর?'

সে শব্দ করে হেসে উঠল। আমার পেটে একটা চিমটি কেটে বলল, 'আমি ওই বুড়োকে কেয়ারই করি না? বুঝলে?'

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'কিন্তু কেন? উনি তোমার বর হন। আজ তোমার আমার মধ্যে যা ঘটেছে, নৈতিকতার খাতিরে সেসব কি ঠিক মনে করো তুমি? যদিও এটা পূর্বপরিকল্পিত কোনও ব্যাপার নয়। সম্পূর্ণতই হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা যা নিয়ন্ত্রন করার চাবি তোমার বা আমার কারোর কাছেই সেই মুহূর্তে ছিল না। তবুও কি আমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল না?'

নুপুর কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে, 'শোনো, তোমাকে খেতে চেয়েছিলাম আমি। তুমি বা তোমার মতো বাদবাকি সমস্ত পুরুষেরা আমার কাছে সুস্বাদু খাবার ছাড়া আর কিছুই নয়। আর বিপরীত দিক থেকেও এ কথাটা সত্য। অর্থাৎ তোমরা, পুরুষদের কাছেও মেয়েরা সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'কিন্তু তুমি একজন বিবাহিতা মেয়ে। তোমার বর আছে। বাচ্ছা মেয়ে আছে একটা। আর তুমি...।'

সে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠল, 'রাখো তো এসব তোমার ভাটের কথা।'

'তাহলে তোমার একমাত্র সন্তান মিষ্টু সেও কি তোমার জীবনে অর্থহীন?'

BanglaBook.org

'শোনো আমি আমার বরকে কোনোদিনও ভালোবাসিনি। আমি ওই লোকটাকে পছন্দ করি না। থাকতে হয় থাকি। হাসতে হয় হাসি। কাঁদতে হয় কাঁদি। এর বাইরে কে খবর রেখেছে আমার?'

'কেন তোমার বর তোমায় ভালোবাসেন না?'

'আমি তহিদুলকে ভালোবেসেছিলাম।'

'তাহলে তপনদাকে বিয়ে করতে গেলে কেন? তহিদুলকেই করতে পারতে?'

'তহিদুল আমায় ছেড়ে না গেলে তো আজ ওর সাথেই ঘর বাঁধতাম।'

'কেন ছেড়ে দিল কেন? সেও তো তোমায় ভালোবেসেছিল?'

মাথা নাড়ল নুপুর। চোখের পাতা ভিজে উঠল ওর। আবছা হয়ে গেল বাইরের পৃথিবী। বুজে আসা গলায় বলল, 'স্কুলবেলা থেকে বন্ধুত্ব ছিল আমাদের। ওকে খুব ভালোবাসতাম। সেও আমাকে ভালোবাসত। সম্পর্কটা দুজনেই গোপন রেখেছিলাম অন্যদের থেকে। কারণ, আমি জানতাম জানাজানি হয়ে গেলে এই সমাজে আমাদের থেকেও বেশি বিপদে পড়বেন আমাদের বাবা-মায়েরা। তাই লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করতাম। রাত জেগে ভাবতাম একে অন্যের কথা। স্বপ্ন দেখতাম কত। আমাদের একটা ছোট্ট ঘর। সামনে একটা বাগান। পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। মাটির রাস্তা কতদূরে মিশে গেছে পাহাড়ে...'

আমি পলকহীন হয়ে তাকিয়ে রয়েছি নুপুরের মুখের দিকে। ও হয়তো খেয়ালও করছে না। ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কান্না। একটু আগেই যার অন্য এক রূপ দেখে অবাক হয়েছিলাম এখন সেই মানুষটিই অন্য ভূমিকায় ঠিক আমারই বুকের কাছে শুয়ে রয়েছে। আরও কত কী বলে চলেছে সে। কিছুই আমার কানে ঢুকছে না। আমি শুধু সেই তহিদুল ইসলাম নামের ছেলেটির কথা ভাবছিলাম। সেও ভালোবেসেছিল নুপুরকে। তাহলে

BanglaBook.org

সেও কি আজ ঠিক এভাবেই নুপুরের কথা ভেবে কাঁদে? আমি হঠাৎ করে নুপুরের মাথায় হাত রেখে বললাম, 'তহিদুল তোমায় ছেড়ে গেল কেন নুপুর?'

সে আমার মুখের দিকে ভেজা চোখে তাকাল, 'ধর্ম। ধর্মের ভয় পেয়েছিল সে। পাছে আমাকে বিয়ে করলে তার বাপ মায়ের দেওয়া ধর্ম কলুষিত হয়। পাছে আমার সাথে ঘর বাঁধলে তার ধর্মের দেওয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।'

আমি চুপ করে রইলাম। বিছানায় উঠে বসে বললাম, 'আমার প্যান্টটা তোমার ওপাশে পড়ে রয়েছে। এদিকে দাও।'

সে আমার হাত চেপে ধরল হঠাৎ। সে হঠাৎই উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'শোনো আমি তোমাদের পুরো পুরুষ জাতটাকেই ঘেন্না করি। তোমরা প্রত্যেকে আসলে একেকটা খানকি।'

ওর এই আচরনে আমি খুব বেশি অবাক হলাম না। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ। আমিও তোমার সাথে সহমত।'

সে আমার হাত ছাড়ল না। আমাকে কিছুটা বিদ্রুপের সুরে বলল, 'তোমাকে খেয়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি বারবার তোমাকে খেতে চাই।' থেমে গিয়ে বলল, 'চিন্তা কোরো না। ফ্রি-সার্ভিস দিতে হবে না। পরিবর্তে টাকা দেবো তোমায়, যেমন তোমরা ছেলেরা লাগাবার পর বেশ্যাদের দিকে টাকা ছুঁড়ে দাও।'

নুপুর বলেই চলেছে। আমি ওকে থামালাম না। আমি আমার জাঙ্গিয়া, গেঞ্জি, জিন্সের প্যান্ট, সোয়েটার সব একে একে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ওর কাছে গিয়ে কপালে একটা চুমো খেলাম। তারপর ওর সামনে হাত পেতে বললাম, 'দাও। টাকা দাও।'

নুপুর কেঁদে ফেলল। ওর কান্নার জল ওর গাল থেকে টপ টপ করে পড়তে শুরু করল। কিছুটা গায়ে পড়ল। বিছানায় ইতস্তত কয়েক ফোঁটা পড়ল। সে আমাকে হঠাৎই জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল।

BanglaBook.org

'আমার সব হারিয়ে গেছে রজেতেন্দ্র। আমার জীবন থেকে সব সুখ চলে গেছে। কেন ভালোবেসেছিল সে? কেন তাকে ভালোবেসেছিলাম আমি।'

আমি তাকে কিছুই বলতে পারলাম না। তার মাথায় হাত রাখলাম শুধু।

'বাহুডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে?'

আবারও মনে পড়ে গেল প্রিয় রবীন্দ্রনাথ।

আমি ওর বাহুডোর ছিন্ন করে বেরিয়ে এলাম। আজ নিয়ম মতো সন্ধেবেলায় পড়াতে গিয়েছিলাম মিষ্টুকে। ডোরবেল বাজাতেই নুপুর এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। ভিতরে ঢুকে নিয়মমতো যে ঘরে মিষ্টুকে আমি পড়াই, সেখানে গিয়ে বসতেই নুপুর এসে বলল, 'একটু বোসো। ও আসছে।'

আমি বসে রইলাম। প্রায় চল্লিশ মিনিটের উপর হয়ে যাওয়ার পরও মিষ্টু না আসায় অন্য ঘরে গেলাম। সেখানে নুপুর ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক মাখছিল। আমাকে দেখেই মুচকি হেসে বলল, 'লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় দেখা হচ্ছে না!'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম ভীষণ। কিছুটা তুতলে গিয়ে বললাম, 'না, আসলে প্রায় পৌনে একঘন্টা হতে চলল মিষ্টু তো এল না? ও কি কোথাও বেরিয়েছে কারোর সাথে?'

নুপুর আমার দিকে এগিয়ে এসে জামা ধরে টান মারল, 'আ। ও আজ পড়বে না। ওর ছুটি। বাবার সঙ্গে বর্ধমানে গিয়েছে ওর মাসির বাড়ি। আমি ইচ্ছে করেই তোমায় ফোন করে কিছু বলিনি।' সে হঠাৎ করেই আমায় জড়িয়ে ধরে ঠোঁট চুষতে লাগল। কী করব কিছুই বুঝতে পারলাম না। এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আগে কখনও হইনি আমি। কাজেই আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভিতরে ভিতরে আমার ভয় করতে লাগল। সে

BanglaBook.org

আমার হাতটা নিয়ে তার অসম্ভব ফুলে থাকা স্তনের উপর রেখে আমার জামার বোতামগুলো টেনে খুলতে শুরু করল। চাপ পড়ে উপরের দিকের কয়েকটা বোতাম তো ছিঁড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল। প্রথম দিকে আমি কিছুটা ছটফট করছিলাম। ভীষণ ভয় করতে শুরু করেছিল আমার। কিন্তু এসব কোনও কিছুকেই পাত্তা দিল না নুপুর। হঠাৎ করে একটা দারুণ ধাক্কা মারল আমায়। ছিটকে পড়লাম ওর বিছানায়। জামার হাতার কাছটা ছিঁড়ে গেছে কিছুটা। আমাকে বিছানায় শুইয়ে খুব শক্ত করে জাপটে ধরল। আমি ওর এরকম আচরন দেখে যতটা না অবাক হলাম, তার চাইতে অনেক বেশি ভয় পেলাম। আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোটো মেয়ে, তার উপর আবার বিবাহিতা, যদি এমন অবস্থায় কেউ আমাদের দেখে নেয় তাহলে পুরো দোষটাই আমার উপর এসে পড়বে।

আমি প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, 'নুপুর আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ।'

সে শক্ত করে আমার চুলের মুঠি টেনে ধরল। শরীর অসম্ভব গরম তার। জ্বর হলে যেমন উত্তাপ বাড়ে, ঠিক তেমনই গায়ের তাপ তীব্র হয়ে উঠেছে। আমার অনুরোধের কোনও উত্তর দিল না সে। আমার প্যান্টটা নিজের হাতে খুলে ফেলল। আমার জাঙ্গিয়াটাও এক টানে খুলে ফেলল। আমি ওর শরীরের নীচে চুপটি করে শুয়ে রইলাম। সে আমার ঠোঁটে কামড় বসাল জোরে। ওর মুখের লালা ভর্তি হয়ে গেল আমার মুখে। ও আমার জিভটাকে নিজের জিভ দিয়ে চাটল অনেকক্ষণ ধরে। আমিও ওকে জড়িয়ে ধরলাম আলতো করে। ওর চোখের পাতায় চুমু খেলাম। ওর কানে হালকা করে কামড় দিলাম ওর দেখাদেখি। এখন আর ওকে ভয় করছে না ততটা। নুপুর আমাকে উলটে দিয়ে ওর শরীরের উপর তুলে দিল। আমি ওর কামরাঙার ভিতর শিখ গুঁজে দিলাম। এত ব্যথা করে জানতাম না তো! মুহূর্তেই দেখি শক্ত ইক্ষুর ছাল উঠে গিয়ে রক্ত পড়ছে। অথচ নুপুর আরও নিবিড় করে জড়িয়ে রয়েছে আমায়। ওর মুখের দিকে

BanglaBook.org

একবার তাকালাম। চোখ বুজে রয়েছে সে। বড় তৃপ্তি তার চোখেমুখে। তার জন্মান্তরের ক্ষুধা যেন নিমেষেই আমার ক্ষুধাটাকে বাড়িয়ে তুলেছে। জোরে জোরে করতে শুরু করলাম আমি। আরো জোরে চাইছে সে। এবং তার চাহিদা মতোই আমি তাকে অনুশীলন করা শুরু করলাম। তার সুগঠিত বৃহৎ স্তন কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল আমার। ইচ্ছে করছিল সমস্ত আগুনে ওকে জ্বালিয়ে ছারখার করে ফেলতে। তৃষ্ণার অধিক তৃষ্ণা বেড়ে যেতে রইল। আমি ওকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে মেলে ধরলাম। কী আরাম লাগছে আমার। কী ভীষণ স্রোতে বইছি আমি। আর নিজেকে আটকাতে পারলাম না। ওর যোনিতে বীর্যপাত ঘটালাম। এক অপরূপ স্বর্গের দিকে উড়ে চলেছি আমি। অথচ এমন মুহূর্তে পর্ণার কথা মনে পড়ছে খুব। সেদিন কী জোরে জোরে কেঁদেছিল সে! ফোনের ওপারে শব্দ করে কেঁদে উঠেছিল মেয়েটা। সে আমায় ভালোবাসে। আমার সাথে সারাজীবন গিঁট বেঁধে থাকতে চায়। আমাকে না-পাওয়ার কথা ভেবেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিল সে। পর্ণা কি ছেলেমানুষ? এমন করে কাঁদল কেন সেদিন? আমি যখন ওর বিয়ের প্রস্তাবখানা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তখন ওর উচিত ছিল এ বিষয়ে আর কোনও কথা না বলা। নিজেকে সংযত করা। অথচ ও যেভাবে আমার সামনে কান্নাকাটি করল, যেন আমি স্বচক্ষে ওর কান্নাভেজা চোখদুটো দেখতে পাচ্ছিলাম সেদিন।

'আঃ কী করছ?' নুপুর চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল।

আমি দেখলাম ওর স্তনে আমার দাঁতের দাগ চেপে বসে রয়েছে। ফর্সা চামড়াটার অনেক ভিতরে দাগটা নীল রঙের ক্ষত সৃষ্টি করেছে। ওখানটাতেই আমি কামড়াচ্ছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। ভালো লাগছিল এরকম বাতাবিলেবুর মতো এত বড় স্তন ঘাঁটতে। আর কী নরম মাংস! আমি কাজ সমাপ্ত করে যখন ওর গায়ের উপর আলগা হয়ে শুয়ে ছিলাম, সে হাতের চেটো দিয়ে কোমরের কাছের ভেজা চ্যাটচ্যাটে জায়গাটা মুছে নিল একবার। আর সেই অবস্থায় আমার মাথায় হাত বুলোতে রইল।

BanglaBook.org

রণিতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। সেদিন যখন আমরা ডাক্তারের কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তখন তাকে অনেকটাই চিন্তিত দেখাচ্ছিল আমার সেই মানসিক সমস্যাটির কথা ভেবে। আমি তাকে কিছুটা আশ্বস্ত করে বলেছিলাম, 'ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তারের প্রেস্ক্রাইবড করা ওষুধটা কিছুদিন নাহয় খেয়েই দেখি। যদি কোনও ফল না হয় তাহলে ভেবে দেখা যাবে।' সে চুপ করে সারা রাস্তা আমার কথাবার্তা শুনেছে। অথচ আমি বরাবরই কম কথা বলি। সে-ই বকবক করে যখনই আমাদের দেখা হয়। কিন্তু সেদিন ওর মনের ভেতর কী যে চলছিল তা আমি কিছুতেই ধরতে পারিনি। আমরা দমদম থেকে মেট্রো ধরে সোজা রবীন্দ্রসদন চলে এসেছিলাম। সেখানে কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে শেষে ফুচকা খেলাম দুজনে দশটাকা করে। টাকাটা অবশ্য রণিতাই খরচ করেছিল। তারপর আবার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে অন্য রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলাম। আমাদের এই অজানার দিকে অবিরাম হেঁটে যাওয়া কীসের দ্যোতক ছিল তা আমার জানা নেই। একটা অন্ধকার গলিতে যখন আমরা দুজনে হেঁটে যাচ্ছিলাম, চারপাশে তখন কেউই ছিল না। গলিটা ভীষণই নির্জন। দুদিকে নানাধরণের গাছ। সন্ধের নিবিড় অন্ধকার এই জায়গাটিকে কলকাতা থেকে যেন অনেক দূরের মফস্সলে এনে ফেলে দিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই সে বলল, 'এদিকটা কিছুই চিনি না। চলো ফিরে যাই।'

আমি কিছু না বলে সেই নিরালা জায়গায় ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে অনেকক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। রণিতাও আমাকে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন।

'আমার বুকের এখানে কেটে গেছে।' স্তনের উপর আঙুল দেখিয়ে নুপুর আমার দিকে তাকাল।

আমি ওর দিকে তাকাতেই সে বলল, 'এটুকু সময়ে কত ব্যথা দিয়েছ জানো?'

BanglaBook.org

আমি থেমে থেমে বললাম, 'আজ সকালে আমার দাঁতমাজা হয়নি।'

একথা শুনতেই হঠাৎ নুপুর রেগে উঠল, 'এই তুমি যাও এখন। আমার মুড খারাপ কোরো না।'

আমি কোনোমতে নিজেকে গোছগাছ করে মিষ্টুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

'খিদের ক্রমবিকাশ' থেকে ক্রমশ 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশে'র অচিনকূলে আমি পাড়ি দিলাম আবার।

BanglaBook.org

## ১২

'এই রাজু, এই, এই ওঠ। ওঠ। কী রে?'

ঘুমের ভিতর থেকে মায়ের অস্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পেলাম। চোখ মেলতে পারলাম না তবুও। কয়েকবার তাকাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু চোখ জ্বালা করে উঠল। অনেক রাতে শুয়েছিলাম গতকাল। দশরকমের রঙিন দুঃখ নিজের ভেতর জারিত করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা আর মনে নেই। অনেক দেরি করে ঘুমোনোর পর সকাল সকাল যদি কেউ ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তাহলে ভীষণরকম চোখ কড়কড় করে।

আমি মায়ের হাঁকডাক শুনে কোনোমতে মাথা তুলে বললাম, 'হল টা কী সক্কাল সক্কাল?'

'আজকের ইন্টারভিউটা অ্যাটেন্ড করার ইচ্ছে আছে কি নেই?' এবারে বাবার গলা শুনলাম।

নাহ, আর শুয়ে থাকা চলে না। ভিলেনের আবির্ভাব যখন ঘটেই গেছে ইতিমধ্যে, তখন শুয়ে থাকার মতো স্বর্গীয় সুখ কি আমার কপালে সইবে? আমার বাপের মতো 'দুর্হৃদ মানুষ কিংবা কুটিল দেবতা' আর একটাও দেখিনি মাইরি। শালা সক্কালবেলার ঘুমটাই দিল মাটি করে। আমি আমার অত্যন্ত প্রিয় দেশি সিঙ্গেল পাতলা কম্বলটাকে গায়ের উপর থেকে টেনে সরিয়ে উঠে পড়লাম। আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। চোখ পড়তেই দেখি

BanglaBook.org

দরজার সামনে পিতৃদেব দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললাম, 'এত সকালে ডিস্টার্ব না করলে কি হত না?'

বাবা আমার বাঁকা কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললেন, 'বেলা এগারোটার সময় তোমার ইন্টারভিউ আছে মনে নেই? ঘড়িতে কটা বাজে একবার তাকিয়ে দেখেছ?'

তখনও আমার ঘুমের ঘোর কাটেনি। আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না ঠিক কীসের ইন্টারভিউ আছে আমার। বেশ কিছুক্ষণ ভাবার পর মনে পড়ে গেল, আজ একটা চাকরির পরীক্ষা দিতে যাওয়ার কথা আছে ধুলাগড় টোল প্লাজার কাছেই। আমি তা দিব্যি ভুলে গিয়েছিলুম। বারান্দার দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। সকাল সাড়ে আটটা বাজতে চলল। অর্থাৎ কোনোরকম ছলাকলা না দেখিয়ে আমায় চটজলদি তৈরি হতে হবে। মুখ ধুতে খুব একটা সময় লাগবে না। হাগতেই একটু বেশি সময় লাগে। আর চান করার জন্য এক বালতি জল ঢাললেই হবে। ওসবে কোনও চাপ নেই। আমি হাতে ব্রাশ নিয়ে তড়াক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

বাবা আমার বায়োডাটা নিয়ে একটা বড়ো কোম্পানিতে মেইল করে রেখেছিলেন। হঠাৎ করে সেখান থেকে রিপ্লাই পাঠিয়েছে তারা। আমার কেচ্ছাকীর্তি মনে ধরেছে তাদের। আজকেই ইন্টারভিউ ডেট দিয়ে দিয়েছে। আমার হয়ে বাবা-ই যাবতীয় ডকুমেন্টস কপি স্ক্যান করে মেইল করে দিয়েছে কোম্পানির এইচআর-কে। আমার অবিশ্যি এসবে একদম ইন্টারেস্ট নেই। নেহাত পিতৃদেবের জন্যেই যাওয়া। নাহলে কি আর ও পথ মাড়াতাম? ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি বড়দের মনে দুঃখ দিতে নেই। তাই অগত্যা এই ভোরবেলা উঠে তড়িঘড়ি শুরু করেছি। তাছাড়া বাবার মতে, এ চাকরি কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। সরকারি পে-রোলে কি কোনও চাকরি জোটে কারোর কপালে? তার উপর মাইনেটাও বেশ মোটা ধরণের! আমার বাবার যদি সেই বয়েসটা থাকত তাহলে আমার বদলে পিতৃদেবই

BanglaBook.org

হয়তো অ্যাপ্লাই করে বসতেন। তা যাই হোক। মুখ ধুয়ে পায়খানায় ঢুকলাম। ওই জায়গাটায় বেশ ব্যাথা হয়ে রয়েছে। উপরের নরম চামড়াটা গুটিয়ে এমন হয়ে রয়েছে যে সেটাকে কোনোমতে টেনে নীচে নামানো যাচ্ছে না। এমনকী ঠাণ্ডা জল ঢেলেও চেষ্টা করলাম কয়েকবার। তাতে কোনোই ফল হল না।

আবার কতযুগ পরে যে অফিসের ফর্মাল ড্রেসে বাইরে বেরোচ্ছি তার কোনও ঠিক নেই। ইন্টারভিউতে কোন প্রশ্নের কী উত্তর দেবো তারও কোনও প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। অবশ্য বাবার পুরো আস্থা রয়েছে আমার উপর। তিনি মনে করেন এই চাকরির যোগ্য ক্যান্ডিডেট একমাত্র আমিই। আমাকে নিয়ে তার ধ্যানধারণা বরাবরই সুউচ্চ। অবশ্য সেটা তিনি কোনোভাবেই প্রকাশ করেন না আমার সামনে। এসব তিনি শুধু নিজের ভিতরই গোপন রাখেন। এমনকী মায়ের সামনেও কদাপি আমার সুখ্যাতি করেননি। অর্থাৎ আমাকে নিয়ে বাবা মনে মনে যে স্বপ্ন আজীবন দেখে এসেছেন তা আসলে তার নিজেরই স্বপ্ন। আমি সে স্বপ্নের প্রধান চরিত্র হলেও বাস্তবে সেটা আমার স্বপ্ন নয়। এবং সমস্যাটা এখানেই। বাবার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্বটা এখান থেকে শুরু হয়। এখান থেকেই আমাদের দুজনের রাস্তা পৃথক হয়ে যায়। তিনি মনে করেন বেঁচে থাকার জন্য জীবনে একমাত্র টাকাটাই সবকিছু। কিন্তু আমি বরাবরই মনে করি 'অর্থমনর্থং'। অর্থাৎ, অর্থই হল অনর্থের মূল। আমি মনে করি যতটুকু থাকলে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়, ঠিক ততটুকু টাকাকড়ি নিয়েই মানুষের সুখী হওয়া উচিত। এছাড়া, আমার কোনও দায় পড়েনি বাবার স্বপ্নটাকে জিইয়ে দেওয়ার।

বাসে উঠলাম। ডানলপে নেমে পাঁচলা বা সলপের বাস ধরব। ওখান থেকে ডিরেক্ট ধুলাগড়ের বাসও আছে। বাসে মারাত্মক ভিড়। আমি আগেভাগে একদম পিছনের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফেব্রুয়ারি পড়ে গেছে। রাত্রে কিংবা ভোরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা থাকলেও দিনের বেলায় গরমের আভাসটা ভালোই টের পাচ্ছি। অফিস টাইমে বাসে উঠলে নানাবিধ অভিজ্ঞতা

BanglaBook.org

হয়। সেসব অভিজ্ঞতা আপনি বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করেও অর্জন করতে পারবেন না। আমি এক বুড়ো ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে উপরের হাতল ধরে ঝুলতে রইলাম। একটা অস্বস্তি হচ্ছিল ভিড়ে। আমি বরাবরই নির্জনতাপ্রিয়। এসব ভিড়ভাট্টা আমি একদমই পছন্দ করি না। তবুও কী আর করা যাবে? নির্জনতা তো আমার নিজের মধ্যেই রয়েছে। তাকে স্পর্শ করা বাইরের পৃথিবীর সাধ্য কী? যতদূর চোখ যায় সামনের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। একজনের পিঠে আমার মুখ গুঁজে গেছে। আর আমি এই মুহূর্তে নিজেকে এই স্বর্গীয় বাসের জনস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছি। কোনোরকম অবলম্বন না রেখেই আমি দিব্যি ভেসে রয়েছি এই ডিব্বায়। দু-একজন ছাড়া বোধয় সকলেই অফিসযাত্রী। মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় তারা অতীব ক্লান্ত। যুগ যুগ ধরে যেন তারা এই ক্লান্তক্লিষ্ট মুখ নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে। আমি বাসের জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলাম। সকালবেলার রোদটা বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। ভেতরের হট্টগোলে যদিও আমি বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছি ইতিমধ্যেই। কন্ডাকটর মহাশয় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এখনও যাত্রী তুলে যাচ্ছেন। দু-তিনজন লোক ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল-

'হ্যাঁ রে আর কতো ঢোকাবি? এবারে তো ফেটে যাবে।'

লোকগুলোর মুখ দেখতে পেলাম না। গ্যাঞ্জামের মধ্যে এই ধরণের লোকগুলো যাত্রীদের কষ্ট কিছুটা কমিয়ে দেয় বোধয়। তাদের এই কুরুচিকর টিটকিরিতে অনেকেই বিশেষ মজা পেলেন। আমার এসব খুব একটা ভালো লাগে না। যেকোনো বাজে বিষয় আমি এড়িয়ে চলতে ভালোবাসি। তাই অনেকের হাসির সঙ্গে আমি কিছুতেই দাঁত মেলাতে পারলাম না। নিজের জায়গায় কোনোমতে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পাশ থেকে একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফোনে কথা বলছে। খুব কাছে থাকায় কানটা আমার ঝালাপালা হয়ে গেল।

BanglaBook.org

'পিছলে সাত দিনোসে হামারা গাড়ি খাড়া হ্যা। আপলোগ খালি কিউ নেহি করাতে হো। চালান কো যো রুপেয়া হোগা উবালা কৌন ভরেগা? আপলোগ দোগে ক্যা?'

বিহারি ভাই আরও চেঁচিয়ে উঠলেন ফোনে।

'অগর খালি নেহি করায়োগে আজ তো হাম গাড়ি আপস মাঙা লেঙ্গে বোল রাখতে হ্যা ই বাত।'

ভাইটি আমার সক্কাল সক্কাল এত টেনশন নিয়ে ফেলেছেন যে তাতে আমারই নিজেকে কিছুটা টেন্সড লাগছে। আমি এই মানুষগুলোর মধ্যে খুবই বেমানান। এসব চাকরি-বাকরি, ঘর-সম্পত্তি, বউ-বাচ্চা কিছুই চাই না আমার। আমি হয়তো সারাজীবন লিখতে চেয়েছিলাম। এবং অদ্ভুতভাবে নিজেকে ভিতরে ভিতরে এখনও লিখে চলেছি। কাগজে-কলমে বন্ধ করলেও প্রতিদিন আমি লিখি। মানুষগুলোকে লিখে রাখি। ধুধু নদীর ভিতরের গাছপালাগুলোকে লিখে রাখি আমি। ধূসর শাপলার নীচে জিওল মাছের চোখগুলোকে লিখে রাখি।

বাসের সামনের দিক থেকে হাসির ফোয়ারা ছুটল। কানে আওয়াজ আসতে লাগল। একজন বলল, 'আগেরবার মন্দারমনিতে তুই কেমন ফেসাদে পড়েছিলি মনে আছে তো চন্দন?'

'আমি তো মাল খেয়ে টল্লি ছিলাম বে?' অন্য একজনের গলাও শোনা গেল।

'ওই বউদিটাকে আমার হেব্বি লেগেছিল মাইরি।' তৃতীয়জনের মৃদু অনুশোচনা বেজে উঠল গলা থেকে। আমার অস্বস্তি ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে। গা-টা গুলিয়ে উঠছে মাঝেমধ্যে। মুখের মধ্যে নোনা জল কাটছে। কোনোমতে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাসের সামনের সিটের উপর চোখ যেতেই দেখি সেই হাঁসটা। আমার দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে রয়েছে সে। কী দেখছে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে? কী চায় ও? এখানেও? এত লোকের মাঝখানেও সে আমায় ধাওয়া করে পৌঁছে গেছে এই বাসে?

'আপনি আলরেডি ১০ মিনিট দেরি করে ফেলেছেন। বসুন।' ঝাঁ-চকচকে অফিসটায় ঢুকতেই সিডিউল মিলিয়ে দেখে রিসেপশনিস্ট যুবতী মহিলাটি মন্তব্য করলেন। অসম্ভব রূপবতী তিনি। স্বচ্ছ কাচের মতো তার চোখের মনি। গালের দুপাশে যেন ফরসা মোমের প্রলেপ দিয়ে আবৃত। আর ঠোঁটদুটো ভেজা ভেজা। হয়তো নুপুরের মতোই সুস্বাদু। আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না। তিনি আমার সিভির হার্ডকপি চেয়ে নিয়ে এইচআর-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি বাইরে বসে অপেক্ষা করতে শুরু করলাম। হয়তো কিছুক্ষণ পরই আমাকে ডাকা হবে। বসে বসে আমি ওই যুবতী রিসেপশনিস্টটাকেই লক্ষ করছিলাম। কী নিখুঁতভাবে যেন নিজেকে সাজিয়ে রেখেছেন। কাঁধের কিছুটা নীচে ব্রা-এর স্ট্র্যাপ দুটো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর ওনার স্তনদুটিও স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বড়। এক ক্লান্ত বেলায় যেন শতাব্দীর নড়বড়ে সাঁকোয় একদিন দেখা হয়েছিল এরকমই এক মেয়ের সাথে। কে বলতে পারে গতজন্মে এই মেয়েটাকেই ভালোবাসিনি আমি? আমি তার দিকে তাকিয়ে প্রেমিক পুরুষের মতোই চুপটি করে বসে রইলাম। এভাবে কখন যে দুপুর একটা বেজে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। হঠাৎ করে নিজের সম্বিত খুঁজে পেলাম। ভিতর থেকে ডাক এসেছে। এইচআর ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে। আমার সঙ্গে আরও একজনকে ডেকেছেন। তিনিও আমার মতো সিলেক্টেড হয়ে চাকরির ইন্টারভিউতে এসেছেন। আমরা দুজনে মিলে ভিতরে এইচআর-এর রুমে প্রবেশ করলাম। আমাদেরকে বসতে বলে তিনি ভালো করে আগাপাশতলা মেপে নিলেন। তারপর আমাদের দুজনের বিপরীত দিকে চেয়ারে বসে প্রথমেই আমাকে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাড়িগোঁফ কেটে আসেননি কেন? জানেন না আপনি কোন কোম্পানিতে চাকরির জন্য আমাদের কাছে এসেছেন?'

BanglaBook.org

ভদ্রলোকের কথা শুনেই আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। আমি দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলুম একবার। রবি ঠাকুরের মুখটা হঠাৎ করে চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি নামী কোম্পানীর এইচআর ভদ্রলোক মহাশয়কে ধীর কণ্ঠে বললুম, 'স্যার সকলে তো ক্যান্ডিডেটের কাজ দেখতে চান এবং তাদের কাজকর্মের অভিজ্ঞতা নিয়েই কথা বলেন। আপনিই একমাত্র এমন একজন মানুষ যিনি প্রথম আমার দাড়িগোঁফ নিয়ে ভেবেছেন। তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। বাই দ্য ওয়ে, আপনার প্রশ্নের উত্তরটা এখনও আমার দেওয়া হয়নি। যেটা বললাম তা ভূমিকামাত্র। আপনার প্রশ্নের উত্তর হিসেবে আমি বলতে চাই, দাড়িগোঁফটা নিজে নিজেই বড়ো হয়ে গেছে এবং এখানে ইন্টারভিউ দিতে আসার আগে আমি এটাকে কোনও কারণবশতই কেটে ফেলা প্রয়োজন মনে করিনি।'

এইচআর মহাশয় আমার কথা শুনে হাঁ হয়ে গেছেন। এমনকী আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক ভিতরে এসেছিলেন তিনিও অবাক হয়ে আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে রয়েছেন।

এইচআর এবারে কোনোরকম বাড়তি কথা না বলে সরাসরি আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনি স্যাপ জানেন?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়িয়ে জবাব দিলুম।

'কোন মডিউলে করেছেন আগে?'

'ডব্লিউএম-এ করেছি।'

'স্যাপে জিআরএন সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে?'

'তা আছে বৈকি।'

'ভিএল জিরো-ওয়ান জানেন?'

'হ্যাঁ, অর্ডার পাঞ্চিং সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে।'

'এক্সেলে রিপোর্ট তৈরি করেছেন আগে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ সে তো আমাদের দিনে চারপাঁচটা রিপোর্ট করতেই হত।'

'কী কী করতেন?'

'নানারকম। সেসব এখন আর মনে নেই।'

এইচআর আবারও কিছুটা সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

'আপনি আগের চাকরিটা ছেড়ে এত বছর বসেছিলেন কেন?'

'ছাড়িনি। পোঁদে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল।'

'মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ।'

'ওহ সরি।'(ভুলেই গেছিলুম। আপনি তো ভদ্দরনোক।)

লক্ষ করলাম উনি আমার সাথে কথা বলতে বিরক্ত বোধ করছেন।

'আপনি কি সিরিয়াসলি চাকরিটা করতে ইচ্ছুক?' এইচআর তার সাদা-ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকালেন।

'আসলে আমি সত্যিই এসবে ইন্টারেস্ট নই। আমার বাবা জোর করে না পাঠালে এই পৃথিবীতে আপনার আমার দেখা হওয়াটা এজন্মে অপূর্ণ থেকে যেত। শুধুমাত্র বাবার কথা রাখবার জন্যই এতদূরে ছুটে আসা।'

আমি হালকা করে হাসার চেষ্টা করলাম।

আইচআর একই সঙ্গে অনেকটা অবাক ও বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, 'আপনার মাথায় কোনও সমস্যা নেই তো?'

'সে আমি এখনই আপনাকে কনফার্ম জানাতে পারব না। চিকিৎসা চলছে।'

'মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন? আপনি কি আমার সঙ্গে চ্যাঙড়ামি মারছেন?'

'আজ্ঞে না স্যার। দমদমে এক সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়েছি। আসলে একটা হাঁস আমার জীবনটাকে দূর্বিষহ করে রেখে দিয়েছে...'

BanglaBook.org

'আপনি থামুন।' আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন। খুব চটে গিয়েছেন দেখছি। চোখদুটো হঠাৎ করে বন্ধ করে কিছু একটা বিড়বিড় করলেন। এরপর কাচের গ্লাসে ঢাকা দেওয়া জল এক চুমুকে পান করে বললেন, 'ওকে। আপনি আসুন এখন। আমার সময় অনেক মূল্যবান।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে মনে বললাম, এটাই তো এতক্ষণ ধরে বোঝাতে চাইছিলাম আপনাকে। মুখে 'থ্যাঙ্কিউ' জানিয়ে এইচআর-এর হাতটা ধরে হ্যান্ডসেক করলুম। ভদ্রলোক আমাকে ভয় পেয়েছেন বোধয়। তার মুখটা কেমন কাঁদো কাঁদো দেখালো। অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে সেই রূপবতী রিসেপশনিস্টের কাছে গেলাম। তিনি কম্পিউটারে কোনও একটা কাজ করছিলেন। তার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম। আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন উনি।

'কিছু বলবেন?'

'ম্যাম, আপনাকে খুব সুন্দর দেখতে। আই লাভ ইউ।'

মানুষকে হতভম্ব করে তোলা আমার কাজ নয়। তবু কোনও কোনও সত্যি কথায় কেউ কেউ বিশেষ অবাক হতেই পারেন। ওই সুন্দরী যুবতীটাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। খুব কিউট দেখতে। অবশ্য তিনি মনের দিক থেকেও কিউট। নাহলে আমার আচরনে নিশ্চই অফিসের সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে পিটানি খাওয়াতে পারতেন নিশ্চিন্তে। কিন্তু তিনি তা করেননি। আমার প্রপোজাল শুনে হেসে তিনি আমাকে 'থ্যাঙ্কিউ' জানিয়েছেন। ইন্টারভিউ কমপ্লিট করে আমি যখন বাইরে বেরোলাম তখন বেলা অনেকটাই পড়ে এসেছে। মোবাইলটা বের করে দেখলাম প্রায় তিনটে বাজতে চলেছে। ধুলাগড়ের এদিকটায় শুধু ধুলো আর ধুলো। এখানকার বায়ু এতটাই দূষিত যে শ্বাস নিতেও ভয় লাগে। রাস্তায় বাস পর্যন্ত বলে এগোতে লাগলাম। চারপাশে ঝোপ জঙ্গল আর মাঠ। বেরোবার সময় এইচআর এর কাছ

BanglaBook.org

থেকে আমার সিভির হার্ডকপিটা চেয়ে নিয়েছিলাম। সেটা আমার হাতেই ছিল। রাস্তার পাশে চোখ গেল একটা গরুর উপর। সে আমার দিকে চেয়ে কিছু একটা চিবোচ্ছে। আমি তার কাছে গিয়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিলাম। তারপর আমার বায়োডাটাটা তার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বললুম, 'নে চিবিয়ে খেয়ে বল দিকি ঠিক কেমন টেস্ট?' গরুটা দিব্যি আমার দু-তিন পৃষ্ঠার সিভিটা চোখ বন্ধ করে চিবোতে লাগল। যাক্, আমি নিশ্চিন্ত হলুম কিছুটা। বড়ো রাস্তায় উঠে বাস ধরলাম। এই মুহূর্তে বাসে তেমন একটা ভিড় নেই। বলতে গেলে প্রায় ফাঁকাই। খুব স্পিডে চলছে গাড়ি। ড্রাইভার দারুণ একখানা হিন্দি গান চালিয়ে দিয়েছে। আমি জানলার ধারে বসে ফুরফুরে হাওয়ায় অনেকটাই জীবন ফিরে পেলাম। কন্ডাকটার আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'কোথায় যাবেন দাদা?'

আমার ভেতর থেকে যেন কেউ একজন আমাকে দিয়ে বলিয়ে উঠল, 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির।'

BanglaBook.org

## ১৩

শিয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে তন্ময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ওর সঙ্গে ওদের গ্রামের বাড়ি যাব আমি। কিছুদিন থাকার ইচ্ছে আছে ওখানে। এত মুখোশ আর কামড়াকামড়িতে ভরা শহর ছেড়ে কিছুদিনের জন্য একটু মাথাটাকে পরিস্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। বাবার খিটখিটানির হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে কয়েকদিনের জন্য। তাছাড়া আমি নিজেকে নিয়েই বিরক্ত হয়ে রয়েছি। আমাকে ক্রমশ পাগল করে তুলছে ওই হাঁসটা। হয়তো ওটার হাত থেকেও রেহাই পাবো এবার। লোকজনের মধ্যিখানে অপরিচিত জায়গায় হয়তো আর কোনও নতুন উপদ্রব হবে না। তাছাড়া সত্যি বলতে কী, এই হাঁসের ভয় থেকে পালিয়ে বাঁচাই হচ্ছে তন্ময়ের সঙ্গে ওদের দেশের বাড়ি ঘুরতে যাওয়ার মুখ্য কারণ। পালিয়ে বাঁচতে চাই আমি এই কলকাতা থেকে। তাই গতকাল তন্ময়ের এই লোভনীয় প্রস্তাবে না করতে পারিনি। শিয়ালদা থেকে দুপুর একটা পাঁচের ট্রেন রয়েছে। তন্ময় ফোনে জানিয়ে ছিল নামখানা লোকাল ধরবে। ওদের গ্রামে এই ফেব্রুয়ারিতে নাকি একটা খুব বড় মেলা বসে। সেখানে নানারকম পালাগান, যাত্রা আর ঘোড়াদৌড় হয়। প্রায় একমাস ধরে নাকি এই মেলা চলে। বিশাল সব আয়োজন, দারুণ দারুণ খেলা হয় মেলাতে। এই আকর্ষণটাও কিছু কম নয়। আমি মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রাখলাম। এখন পৌনে একটা বাজে প্রায়। অথচ তন্ময়ের পাত্তা নেই। কয়েকবার ফোনেও চেষ্টা করেছি, কিন্তু

BanglaBook.org

'নট রিচেবল' বার্তা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব ওয়েট করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই আমার। প্ল্যাটফর্মের প্রবেশদ্বারে যেখানে এসবিআই এর এটিএমটা আছে, ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। তন্ময় এলে এখান থেকে তাকে খুঁজে পাওয়াটা সব চাইতে সহজ হবে। পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে হাতে নিয়েছি। টুথব্রাশ, সাবান, চিরুনি, গামছা, দুটো জিন্সের প্যান্ট, জামা আর কিছু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ঠেসে ভরে রেখেছি ব্যাগের ভেতর। একটা ডিপ ব্লু শার্ট ইন করে পড়েছি। জিন্সের প্যান্টটা পায়ের দিকে হাঁটুর কাছটায় একটু ছেঁড়া মতন। আসলে ওই রেগু-স্টাইলটা নাকি আলাদা ইমেজ বিল্ডাপ করে। রণিতা তো মাঝেমধ্যে বলে, 'এরপর দেখবে মানুষ জামাকাপড় পুড়িয়ে হঠাৎ একদিন পড়তে শুরু করে দিয়ে বলবে ওটাই স্টাইল।' সেসব শুনে হাসি পেয়ে যায় আমার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসবই ভাবছিলাম। হঠাৎ তন্ময়ের আবির্ভাব।

'দাদাবাবু চলো চলো আর তিন মিনিট বাকি রয়েচে ট্রেন ছাড়তে।'

'কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি আর তোর কোনও পাত্তাই নেই?'

'ফেঁসে গেচিলাম গো। আর বোলোনি। আগে ট্রেনে ওঠো পরে বলচি।'

ট্রেন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। আমরা দুজনে কোনোরকমে দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম। ট্রেনের কামরাটা একদম বলতে গেলে প্রায় ফাঁকাই। দুজনে জানলার ধারের সিটে গিয়ে মুখোমুখি বসে পড়েছি।

'উফ্, ভগবান বাঁচলুম।' তন্ময় একটা আরামসূচক শব্দ করল। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'টিকিট কেটেচ?'

অবাক হয়ে গেলাম ওর কথা শুনে, 'না, তুই তো কিছু বলিসনি আমায়!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তন্ময় হেসে বলল, 'আমি ভাবলুম তুমি কেটে রাখবে।'

BanglaBook.org

আমার অবাক হওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, বলল, 'মজা করচি গো দাদাবাবু।'

'তোর দেরি হল কেন?'

'দাঁড়াও এই ব্যাগদুটো আগে বাঙ্কে তুলে রাখি।' বলে নীচের দিকে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা ব্যাগদুটো সে উপরের আসবাব রাখার জায়গাটায় তুলে দিল। এরপর আমার ব্যাগটা নিয়েও উপরের বাঙ্কে তুলে রাখল। একটু জমিয়ে বসে বলল, 'আর বোলোনি, আমার এই ছোট্ট মোবাইল ফোনটা বাসে চুরি হয়ে যাচ্চিল আর একটু হলেই। কপালটা ভালো ছিল, তাই রক্ষে।'

'সে কী রে?' অবাক হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

এরপর কী করে বাসের মধ্যে তন্ময় তার মোবাইলটা হঠাৎ করেই হারিয়ে ফেলেছিল এবং একজন সহৃদয় মধ্যবয়স্কা মহিলার দ্বারা সেটি পুনরায় সে খুঁজে পেল তার আনুপুঙ্খিক বর্ণনা দিতে শুরু করল সে।

ট্রেনের জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মৃদুশব্দে বললাম, 'হুম, বুঝলুম।'

'মানে?'

'কিছু না। শোনপাপড়ি খাবি?'

তন্ময় হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমায় কিনতে হবে নে, দাঁড়াও আমি কিনচি। ও চাচা এক প্যাকেট দিন তো। দেখি কেমন টেস্ট আপনার স্পেশাল ঘিয়ে ভাজা শোনপাপড়ির?' একটু থেমে আবার সে আমার মুখের দিকে তাকাল, 'ভাগ্যিস বাস থেকে নেমেই বাইরের কাউন্টার থেকে টিকিটগুলো কেটে নিয়েচিলুম, না কাটলেও অবিশ্যি কিছু হত নে। কুলপিতে নেমেই দেখতে পাবে কোনও চেকিং নেই ওকেন। ভূতুড়ে ইস্টিশনের মতো ফাঁকা চত্বর খাঁ খাঁ করচে। লোকজনও খুব কম।'

BanglaBook.org

শোনপাপড়ির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলল, 'খুব ঘুম পাচ্চে মাইরি। কাল রাতে একদম ঘুম হয়নে আমার। ব্যাগট্যাগ গোচাতে গোচাতে রাত হল। তারপর আবার গণেশকাকাকে অ্যাদ্দিনের সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে এলুম। উনি তো বলতে গেলে আমার কাঁদেই দোকানটা পুরো ছেড়ে দেচেন। আবার পাশে একটা হোটেল খুলবে বলতেচে একন।'

'কীসের হোটেল?'

'ওই ভাত-মাছ এসব আর পাঁচ-দশটা যেমন হয় আর কি?'

'ওহ।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, 'ভালোই তো। তুইও আস্তে আস্তে নিজেকে গুছিয়ে নে।'

পাশে বসে থাকা দুজন যাত্রীর দিকে আড়চোখে তাকাল তন্ময়। মুখে কিছু না বলে সামান্য হাসার চেষ্টা করে মাথা নাড়ল।

প্যাকেট থেকে একটা শোনপাপড়ি বের করে নিয়ে তন্ময় বাকিটা আমার হাতে দিয়ে দিল।

'আরে করছিস কী? এগুলো রেখে দে। এই নে আমি একপিসই নেব।'

'কেন?'

'বেশি মিষ্টি ভাল্লাগে না।'

'তাহলে আমিই সাবাড় করে দিচ্চি।'

তন্ময় শোনপাপড়িগুলো চেটেপুটে খাওয়ার পর ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে বলল, 'বড্ড ঘুম পাচ্চে।'

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তো ঘুমো না। জেগে থাকার জন্য মাথার দিব্যি কে দিয়েছে তোকে?'

'বলচ?' সে ঠাট্টার সুরে জানতে চায়।

BanglaBook.org

'একদম।' আমি তাকে আশ্বস্ত করি।

কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল তন্ময়। প্রবল গতিতে ছুটে চলা ট্রেনের জানলা দিয়ে আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম একদৃষ্টিতে। কেমন একটা আবেশ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। সোজাসাপ্টা ব্যথাগুলো যেন বেড়ে ওঠে মুহূর্তের এই একলাপনায়। যুক্তাক্ষরময় পৃথিবীতে সমস্ত স্বপ্নগুলো ভাঙতে শুরু করে দেয়। ট্রেনের বিপরীত গতিতে ছুটে আসা বাতাস আমার চোখ, চুল শরীরে বয়ে নিয়ে আসে অন্য জন্মের ছাই। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছি। কত কত গাছ, ধানক্ষেত, ধুধু মাঠের মাঝে একলা দাঁড়িয়ে থাকা ঘুঁটে দেওয়া ভাঙা পাঁচিল, এসব যেন হুসহুস করে নিমেষেই পেরিয়ে যাচ্ছে। বাইরেটায় তাকিয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগছে। চিরসুপ্তির জরায়ুতে যেন ফিরে যাচ্ছে আমার বর্তমান। কামরার ভেতর অন্য মানুষদের উপস্থিতি যেন আমার চেতনাকে স্পর্শও করতে পারছে না।

গোচরণ নামের একটা স্টেশনে এসে ট্রেনটা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াল। অবশ্য প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মেই ট্রেন থামছে নিয়ম মতো। কিন্তু এই স্টপেজে হঠাৎ একটু বেশি সময় নিয়েই ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে। শীত যে এই ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে একেবারেই লোপাট হতে বসেছে তা খুব বেশিরকমভাবে টের পাচ্ছি। বাইরের জোরালো রৌদ্রের কারণে কমপার্টমেন্টের মধ্যে গরমটা যেন একটু বেশিই লাগছে। তন্ময় একবারের জন্য চোখ খুলেছিল। সে আবার জানলার রডে হেলান দিয়ে তেমনিই চোখ বুজে পড়ে রইল। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে চলছে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালাম। ট্রেনের কামরাটায় জনাকয়েক যাত্রী। সব মুখগুলো যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ। যেন একটা মুখোশের আড়ালে থাকতে থাকতে চামড়া ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসতে চাইছে আসল মুখগুলো। সকলেই প্রায় ঝিমোচ্ছে। ট্রেন আবার ঝড়ের গতিতে এগোতে শুরু করেছে। নরম হাওয়া আসছে জানলা থেকে। একপাল হাড়হাভাতে

BanglaBook.org

গাছেদের জীবন ছেড়ে দিয়ে খোলা জানলার ট্রেন চলে যাচ্ছে দূর কোনও অনামি পঙক্তির বিবর্ণতায়। প্রিয় কবির একটা কবিতার কিছু লাইন মনে পড়ে গেল আমার। তিনি লিখেছিলেন-

''এই কলকাতা থেকে আমি সত্যি সত্যি একদিন পালিয়ে যাবো

কলকাতায় শুধু কাচের গেলাস ভাঙার শব্দ

ছুরি আর কাঁটাচামচের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ার শব্দ

এখানে থাকবো না আমি

অদ্ভুত একটা ঘড়ির নীচে বসে মেয়েরা দিনরাত শুধু পশম বোনে এখানে।''

এই মুহূর্তে আমি যে কলকাতা থেকে ঠিক কতটা দূরত্বে আছি, তা নিজেই জানি না। তবে এইসব ধানখেত, ধু ধু মাঠ, গাছেদের জীবন আমার খুব ভালো লাগে। কোথাও যেন এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে পারি। কেন কে জানে, মাঝেমধ্যেই নিজেকে আসলে কবিতা লিখতে পারা এক গাছ মনে হয়। জানলায় মাথা রেখে এসবই ভাবছিলাম। হঠাৎ তন্ময় ঘুম থেকে জেগে উঠে বসল। মাথাটা একটু চুলকে নিয়ে হালকা হাই তুলে ফেলল। তারপর একটু এদিক-সেদিক শরীরটাকে দুলিয়ে অবশেষে স্থির হয়ে বসে বলল, 'দূর, এরমভাবে ঘুম হয় নাকি চলন্ত ট্রেনে?'

'তাহলে এতক্ষণ কি ধ্যান করছিলি ?'

'চেষ্টা করচিলুম ঘুমোতে।'

'পারিসও বটে।'

ঘাড় নাড়িয়ে হাসার চেষ্টা করল সে। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। একটু দূরেই মাটির এক বৃহৎ স্তূপ। ঠিক স্তূপ বললে হয়ত ব্যাপারটা বোঝা

BanglaBook.org

যাবে না। পোড়া ছাইয়ের পাহাড়ের মতো লাগছে। তার সামনেই বয়ে চলেছে গঙ্গা। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, সেদিকে তাকিয়েই সে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে মনে মনে কী একটা বিড়বিড় করে উঠল। আমিও সেদিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করলাম, 'কী এটা ?'

'এখানকার সবচে পরিচিত শ্মশান।'

'এই জায়গাটার নাম কী ?'

'এটা বিষ্ণুপুরের মহাশ্মশান। অমাবস্যায় এখানকার কালীপুজো খুব জাগ্রত। জানো দাদাবাবু, আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই শ্মশানের মাটিতে মিশে আচেন।'

সেদিকে তাকিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কুলপি আর কতক্ষণ রে?'

'এই তো প্রায় এসে গেলুম।'

ক্ষণমুহূর্ত দুজনে চুপ করে রইলাম।

'পরজন্মে বিশ্বাস করো তুমি?'

আমি মুখ তুলে চাইলাম। তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম, 'হঠাৎ এই ধরণের প্রশ্ন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করচি।'

'না।'

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে এবার তাকে বললাম, 'শোন, আমাকে শুয়োরের মাংস খাওয়াবি? আমি আজ পর্যন্ত খাইনি। শুনেছি খেতে লাগে খেতে!'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে। তার কথাতে পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'এটা আমার অনেকদিনের শখ।'

BanglaBook.org

আমার অনুরোধের কোনো সদুত্তর না দিয়ে তন্ময় হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'দাদাবাবু তুমি কখনও নেশা করেচ?'

আমি মাথা হেলিয়ে ইয়ার্কি মেরে তাকে নকল করে বললাম, 'নেশা হওয়ার মতো জিনিস এ জীবনে আর পেলাম কই বলদিকি?'

সে তার হলুদ দাঁত দেখিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'তোমার কাচে সত্যি বলতে আমার কোনো বাধা নাই। তোমাকে কেন জানি না আমার খুব আপন লাগে, যেন আড়জন্মে তুমি আমার বাপ ছিলে।'

আমি কী বলব কিছুই ভেবে পেলাম না। এই অপ্রাসঙ্গিক ও অলৌকিক বিশ্বাসে যদি সে হৃদয়ের গভীরে সামান্যতম আনন্দ পেয়ে থাকে, তাহলে এই বিশ্বাসটুকু আমার রাখা উচিৎ। আমি তাকে বললাম, 'তুই কখনো নেশা করেছিস?'

সে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসের নেশা?'

'সবরকম নেশা করি আমি।' আবারও হলুদ দাঁত বের করে হাসল সে।

আমি তার কালো হয়ে যাওয়া চোখের চারপাশটাকে লক্ষ করে বললাম, 'সেগুলোর নাম বল আমায়।'

সে মিছরির মতো মুখ করে বলল, 'গাঁজা, কোকেন, ইয়াবা, এলএসডি।'

আমি আশ্চর্য হয়ে ওর কথাগুলো শুনছিলাম। কিন্তু কেন জানি এসব বিশ্বাস করে নিতে অসুবিধা হচ্ছে আমার। আমি বললাম, 'ইয়াবা, এলএসডি এসব কী রে? এগুলোর নাম তো শুনিনি কখনও?'

'ওগুলো ড্রাগ গো দাদাবাবু।' সে সহজ গলায় উত্তর দিল।

আমি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে ওকে বললাম, 'কোথায় পাস এসব? আমাকে দেখাতে পারবি? আছে তোর কাছে এখন?'

BanglaBook.org

সে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগটা টেনে বের করল। তারপর তার ভেতর থেকে কয়েকটা ব্লটিং পেপারের টুকরো আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এগুলোকে এলএসডি বলে।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ছোটো ছোটো করে কাটা চারচৌকো কাগজের টুকরোগুলোর দিকে।

'কী হয় এগুলো খেলে?' ওর মুখের দিকে তাকালাম।

সে পায়ের উপর পা তুলে নাচাতে লাগল। একটু হেসে নিয়ে বলল, 'আনন্দ। বিষম আনন্দ।'

আমার অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তুই কি মানুষ?'

'আমি?' একটু থেমে চোখদুটো গোল গোল করে পাকিয়ে অদ্ভুত রকমের মুখভঙ্গি করে উঠল সে, 'আমি এক বীভৎস মানুষ, আমার আতশি আত্মার স্বেচ্ছাচারিতায় ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে স্মরণাতীত প্রিয় শহর। থেমে যাচ্ছে ব্যতিব্যস্ত রাস্তাঘাট পুড়ে ছাই হচ্ছে বানানো বহুমুখী নিয়ম। বেঁচে উঠছে হাড়হাভাতে গাছেদের মুমূর্ষু পরিবার আর বেআক্কেলে পাখির দল আজও খুঁজে মরছে ডাইনি বনলতা সেনের বহুগামিনী চোখের সেই শান্তিময় নীড় ...'

এবারে আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা। আমি ওর মুখের দিকে ভয়ের চোখে তাকিয়ে রইলাম। ও কী করে জানল এই কবিতা? কোথা থেকে পড়েছে আমার এই লেখা। এসব তো আমারই লেখা কবিতা। একসময় তুমুল জনপ্রিয়তা পাওয়া সেই কবি আমি, যে আজ মানুষের বিপরীতে পৃথিবীর বিপরীতে লুকিয়ে পড়তে চাইছি। আজ থেকে একযুগ আগের সেই 'আমি'-টাকে যেন তন্ময় খুঁড়ে বের করতে চাইছে অনবরত। আর আমি ওর চোখের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইছি। নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইছি অনবরত। সূর্যাস্তের আলোয় আমাদের চোখমুখ ধুইয়ে দিয়ে ট্রেন গতিবেগ কমিয়ে তখন ভেসে চলেছে হাওয়ায়।

BanglaBook.org

## ১৪

তিন ঘন্টা সময় লাগল আমাদের কুলপি পৌঁছোতে। বিকেল চারটে বাজতে চলল প্রায়। দুপুর গড়িয়ে এলেও রোদ্দুরের রঙ এখনও কমল না। মাঠে, ঘাটে, আকাশে যেন হলুদ রঙ ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। প্ল্যাটফর্মে নেমেই টিপকলে মুখ ধুলাম ভালো করে। চোখে মুখে জল দিয়ে একটু পরিস্কার হয়ে নিলাম দুজনে। প্ল্যাটফর্মটা খুবই ছোট। টিকিট ঘরের সামনেই একটা চায়ের দোকান। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে কেউ শশার ঝুড়ি, কেউ-বা ডাবের কাঁদি নিয়ে বসে আছেন। লোকজন খুব একটা বেশি নেই স্টেশনটায়। নিতান্তই ছিমছাম পরিবেশ। অদ্ভুত একটা নীরবতা যেন ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। তন্ময় খুব একটা মিথ্যে বলেনি। ভূতুড়ে প্ল্যাটফর্মের মতোই এমাথা থেকে ওমাথা শুধু খাঁ খাঁ করছে। তার উপর স্টেশনে পা রেখেই সামনের দিগন্ত বিস্তৃত এরকম ধানখেত যেন চোখ জুড়িয়ে দিল আমার। কিছুটা বিহ্বল হয়ে গিয়েই যেন তাকিয়ে রইলাম দূরের ওই পথের দুধারের লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি গাছগুলির দিকে। ওগুলো কী গাছ তা আমার জানা নেই। কিন্তু কেমন যেন একটা আকুতি, একটা চেতনা আমাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। গাছেদের আদিম জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে ভীষণ। হঠাৎই ডানা ঝাপটানির শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল। উপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম একদল নাম না জানা পাখি উড়ে যাচ্ছে এক বিস্ময়ের

BanglaBook.org

সমারোহে। তন্ময়ের কণ্ঠস্বরে আমি সম্বিত ফিরে পাই, 'চলো দাদাবাবু, এই আলপথ দে গেলে শর্টকাট হবে। মাঠের ওপর দে গেয়ে মাটির রাস্তায় উঠব।'

মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ালাম আমি। ফ্রায়িংপ্যানে ভাজা ডিমের কুসুমের মতন সূর্যটা নিজে নিজেই পুড়ছে। হলুদ রোদ মাথায় করে দুজনে মাঠের আল বরাবর হাঁটতে শুরু করলাম।

তন্ময় বলল, 'আলের ওপর তে নামবেনে যেন। জমিতে সূর্যমুখীর বীজ রোয়া আচে।'

আমি মাটির দিকে তাকালাম। বোঝাই ঝাচ্ছে জমিতে বীজ ফেলা আছে। কোনো কোনো জায়গায় তো গাছ উঠে গেছে। আলপথ ধরেই খুব সাবধানে হাঁটতে রইলাম। আশেপাশে হাওয়া বইছে। রোদ্দুরটা আর ততটা গায়ে লাগছে না। গাছেদের পাতাগুলো এত মাথা দোলাচ্ছে যে, শহুরে লোকেরা ভাববে বুঝি আচমকাই ঝড় উঠেছে। কিছুক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পরই একটা বেশ খানিকটা চওড়া মাটির রাস্তায় উঠলাম। তন্ময় একটু দাঁড়িয়ে নিয়ে বলল, 'একেন তে একটু হাঁটতে হবে কিন্তু, পা ব্যথা হয়ে যেতে পারে। এদিকে গ্রামের ভেতর যাওয়ার সেরকম কোনো গাড়িটারি পাওয়া যায় নে বিশেষ।'

'হুম, আমার হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে। চল, গল্প করতে করতে চলে যাওয়া যাবে আরামসে।' আশ্বস্ত করলাম ওকে।

মাটির রাস্তা। দুধারে বড়ো বড়ো গাছপালা আর ঝোপঝাড়। আর কোথাও বা শুকিয়ে যাওয়া ছোটো ছোটো খাল। অথবা শুকনো ডোবা। সারা রাস্তা জুড়ে শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। আমি এখন গাছের নাম জানি না। সামনের সবুজের বিস্তার দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। গাছভরা ছায়ায় মিষ্টি বাতাস বয়ে চলেছে। হঠাৎ মুখ খুলে নীরবতা ভঙ্গ করলাম আমি। এতক্ষণ ধরে চুপ করেছিলাম। তাই তন্ময়ও মৌন হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের

BanglaBook.org

জন্য। নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বললাম, 'এরকম একটা জায়গাই চেয়েছিলাম, যেখানে গাছেদের বুকে মাথা রেখে একটু আরামে কাঁদতে পারব আমি।'

বলতে না চেয়েও এই কথাটাই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আমার। যেন-বা কেউ আমায় দিয়ে বলিয়ে নিল হঠাৎ করেই। আমার আবার কীসের দুঃখ? কীসের কান্না? দিব্বি ভালোই আছি। শুধু মাঝেমধ্যে 'দু-একটা কল্পনার হাঁস।' তাই, চটজলদি একটা আবেগের কথা বলে ফেলে ফ্যাঁসাদে পড়ে গেছি। আর এই ফাঁকে তন্ময় সুযোগ বুঝে একটা প্রশ্ন করে ফেলল। সে সরাসরি আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'জীবনে ভালোবেসে হেরে গেচ দাদাবাবু?'

কথাটা এক নিশ্বাসে বলে ফেলে একটু শান্ত হল সে। কিন্তু একথার কোনো প্রত্যুত্তর দিলাম না ওকে। শুধু ওর দিকে ফিরে একটু হাসার চেষ্টা করলাম। আরও কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে পথ হেঁটে গেলাম। গাছেদের অনাবিল বাতাস আর প্রগাঢ় ছাওয়ায় আমরা একে অপরের নিশ্বাস গুনে পা ফেলে এগিয়ে চলেছি। সে-ও আর কোনো জোর করল না আমাকে উত্তরের জন্য। আমি নিজেই ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইছি। এবং গোপন রাখতে চাইছি। তাই নীরব হয়ে রইলাম। গোপনীয়তার সঙ্গে নীরবতার সম্পর্কটা নিশ্চয়ই সাতপাকের নয়। তাই তন্ময় কিছুটা দমে গেল। কিন্তু ওর মুখ দেখে বুঝলাম কিছু একটা সে হিসেব কষছে আমাকে নিয়ে। হয়তো মনে মনে ঠিক করে রেখেছে ব্যাপারটা সে জেনেই থামবে। ছেলেটার মুখের দিকে ভালো করে তাকালাম আমি। আমার অর্ধেক বয়েস তার। এরকম বিনয়ী ও স্বচ্ছ ছেলে আমি খুব একটা দেখিনি। কোনো লুকোচুরি নেই তার। কী একটা করুণ ও মায়ায় ভরা তার মুখটা। ও ভুল কিছু বলেনি। হয়তো সত্যিই ও আমার বহুজন্মের চেনাশোনা। মাঝেমধ্যে এসব বিশ্বাস করতে খুব একটা খারাপ লাগে না। বেশ প্রশান্ত লাগে করা যায় ভেতরে ভেতরে।

তন্ময় আবার মুখ খুলল, 'মিঠাকুণ্ডু গ্রাম আর খুব বেশি দূর নয় গো।'

BanglaBook.org

উত্তরে বললাম, 'আমার তো হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে। আচ্ছা, এই কান শিরশিরানি শব্দটা কীসের রে?'

'ও তো ঝিঁঝিঁপোকার ডাক।'

'এই দিনের বেলায়!' আশ্চর্য হলাম।

'এখানে দেখচ না কেমন গাছেদের আড়ালে পথটা অন্ধকার অন্ধকার লাগচে। তাছাড়া শুধু ঝিঁঝিঁপোকাই নয়, আরও কতরকমের পোকা তা কি আমি জানি?'

মুখ তুলে উপরের দিকে বড়ো বড়ো গাছেদের মাথার দিকে তাকালাম। আকাশটাই যেন উলটে গাছেদের পাতায় ঢেকে গেছে। সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে না খুব বেশি। এখানে গায়ে গায়ে গাছগুলো বেড়ে উঠেছে রাস্তার ধারে। যেন সমবেত গাছেদের সংসার। তন্ময়ের কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'তোদের এই গ্রামের নামটা আমি নতুন করে তৈরি করব। মিঠাকুণ্ডু নামটা আমার পছন্দ নয়।'

'ঠিক আচে তাই কোরো দাদাবাবু।' আমার কথায় হাসল সে।

'এসো, এবারে গ্রামে ঢুকচি আমরা। ওই যে পুকুর পাড়ের সরু গলিটা দেখচ, ওকেনেই আমাদের বাড়ি।'

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই একটা মাটির তৈরি মন্দিরের চাতাল থেকে একজন প্রৌঢ় আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বৃদ্ধটির বয়েস আন্দাজ পঞ্চান্ন কি তার থেকে একটু বেশিই হবে হয়তো। পরনে ময়লা ধুতি। খালি গায়ে কাঁধে পুরনো ময়লা শাল ঝুলিয়ে লোকটি এগিয়ে আসতেই তন্ময় তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, 'কেমন আছ বাবা?'

তাকিয়ে দেখলাম আধপাকা চুলদাড়ি ভর্তি মুখে হেসে উঠল মানুষটা, 'কাল আসবি বলে এলিনি ক্যা রে? তোর জন্যে বড্ড ভাবচিলুম।' কিছু বলার আগেই চাতালে জড়ো হওয়া বয়স্ক মানুষদের কয়েকজন এগিয়ে

BanglaBook.org

এলেন। তন্ময়ের সঙ্গে তারা কুশল বিনিময় করলেন। বোঝাই যায় এরা গ্রামের মাতব্বর টাইপের কেউ হবেন। তন্ময় তাদেরকেও পা ছুঁয়ে নমস্কার করল। সামনের পুকুর থেকে কয়েকজন আধবয়েসি মহিলা কলশ কাঁখে জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে তারা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সকলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি এতক্ষণ ধরে এই সমস্ত কিছু ভালো করে নিরীক্ষণ করছিলুম। একটা বিষয় আমার খুবই আজব লাগছে। তা হল যে, গ্রামের কোনো মানুষকেই পায়ে চটিজুতো পড়ে থাকতে দেখলাম না। এমনকি ওই বয়স্ক মান্যগন্য মানুষগুলিও খালি পায়ে বসে আছেন।

'ও কচি তোর নাম কী বাবা?'

তন্ময়ের বাবা প্রশ্ন করলেন আমাকে। কিন্তু উত্তরটা আর আমায় দিতে হল না। তন্ময়ই পরিচয় করিয়ে দিল, 'বাবা, উনি আমাদের গণেশকার বন্ধু হন। খুব গুণী মানুষ। আমাদের বাড়ির অতিথি। আমার সঙ্গে এনেচি আমাদের গ্রামের উৎসব দেখাব বলে। উনি বই লেখেন জানো বাবা?'

'তুমি লেখক!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। ওখানে সমবেত যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে তন্ময়কে খিস্তি করলাম। এসব বলার কী যৌক্তিকতা আছে তা আমার মাথাতেই ঢুকল না। কোনো কি দরকার ছিল এই অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গের অবতারণ করা? তাছাড়া আমি তো একসময় লিখতাম। আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে। প্রায় একযুগ হতে চলল। বরাবর এসব থেকে রেহাই পেতে চেয়েছি আমি। কিন্তু তন্ময়ের এই আচরণে আমার মাথা অত্যন্ত গরম হয়ে গেল। এমনিতেই এসব খুব একটা পছন্দ করি না। এমনকী যখন লেখালিখির সঙ্গে জড়িত ছিলাম তখনও সম্মুখে বা আড়ালে আমার প্রশংসা শুনলে বড্ড অস্বস্তিতে পড়ে যেতাম আমি। এজন্যেই স্তুতি বা নিন্দা, এ দুটোকেই বরাবরের মতো উপেক্ষা করে চলি।

BanglaBook.org

আমি একটু ঝুঁকে গিয়ে তন্ময়ের বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

তারপর হাসিমুখে ওনার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'না কাকু, সেরকম কিছু নয়। একটু আধটু কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম একসময়। এর বেশি কিছুই নয়।'

যারা ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলেন, 'তুমি কবি মানুষ! তা ভালো, তা ভালো, কবিতা নেকো যকন কলকেতার রবি ঠাকুরকে চেনো নিশ্চয়ই?'

অপর একজন বয়স্ক মানুষ সেই আগের প্রশ্নকর্তাকে বললেন, 'ও ফটিকদা, তাওলে এনাকে দিয়ে আমাদের গাজনের একটা ছক লিকিয়ে নিলে হয়নে?'

কার প্রশ্নের কী উত্তর দেব কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। জীবনে এরকম র‍্যাগিং-এর মুখোমুখি হতে হয়নি আগে কখনও। আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে তন্ময় বলল, 'বাবা আমরা খুব ক্লান্ত। ভেতরে যাই। তুমি এস পরে।' কিছুটা জোর করেই সকলকে বিদায় জানিয়ে সেখান থেকে বেড়িয়ে এলাম দুজনে। ওখানে উপস্থিত লোকজন আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তন্ময়দের বাড়িটা একটা বড়ো পুকুরের ধারে গাছপালায় ঘেরা জায়গার মধ্যে অবস্থিত। অবশ্য আশেপাশে আরও অনেক ছোট বড়ো ঘর রয়েছে। ওদের মাটির দোতলা বাড়িটার পাশের পুকুরটাও ওদেরই। ওই পুকুরে গ্রামের অনেকেই স্নান করেন, জামাকাপড়, বাসন ধুয়ে নিয়ে যান। এরকম মাটির দুইতলা বাড়ি আগে কখনও দেখিনি। নীচে টানা বারান্দা। বাড়িতে ঢুকতেই সব লোকজনের ভিড়ে একাকার হয়ে গেল, যেন বাড়িতে নতুন বউ এসেছে। কাছাকাছি যাদের বাড়ি তারা অনেকেই এসে তন্ময়কে দেখে গেলেন। এই বাড়িতে ওর মা, বাবা, পিসি, আর পিসির ছেলেমেয়েরা থাকেন। অবশ্য এই উৎসবের সময় তাদের বাড়িটা গমগম করছে মানুষজনে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা এসেছেন। তন্ময় আমাকে তাদের সকলের পরিচয় দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিল কে কোথা থেকে এসেছেন, তাদের সঙ্গে ওদের

BanglaBook.org

কীসের সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসব অত কানে নিলাম না। মাথা এমনিতেই ভারি হয়ে আছে। ওর মা আমাদেরকে উপরের ঘরে থাকতে বললেন। উপরের ঘরগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে প্রায় বেশিরভাগ সময়ই। একমাত্র এই শীতকালীন মেলার সময়টায় এবং গরমকালে গাজনের কয়েকটা দিন আত্মীয়েরা ওদের বাড়ি এলে ওই ঘরগুলো ব্যবহার করা হয়। নাহলে উপরের ঘরে এমনিতে কেউ একটা থাকতে চান না। একদম পুকুরের দিক ঘেঁষে যে ঘরটা সেখানে গিয়ে উঠলাম দুজনে। তন্ময়ের মা বলল, 'ও কচিরা তোরা অনেক দূরতে গাড়িঘোঁড়া চেপে এয়েচিস, একটু জিরিয়ে নিয়ে পুকুরতে গা-হাত-পা ধুয়ে আয়, আমি খাবার দে যাচ্চি ওপরে।'

আমি ঘরে ঢুকেই তক্তপোশে শুয়ে পড়লাম। তন্ময় বলল, 'দাদাবাবু, তুমি একটু থাকো, আমি নীচে তে আসচি এক্ষুণি।'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে নীচে চলে গেল। আমি মাটির ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। কী সুন্দর নীল আকাশ এখানকার। গাছেদের পাতায় হালকা রোদের ছিটে পড়ে কেমন একটা আলো আলো হয়ে উঠেছে পৃথিবীটা। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে ওই পুকুরের দিকে তাকালাম। পুকুরের পাড় ঘেঁষে কত নারকেল গাছ, তেঁতুল গাছ। আরও কীসব গাছ ভর্তি। গাছের পাতা পড়ে পুকুরের জলটা অনেকটাই ময়লা হয়ে আছে। এদিকে নারকোল গাছের গুঁড়ি কেটে পুকুরঘাটের সিঁড়ি করা আছে। উপর থেকে তাকিয়ে দেখলাম, একজন কমবয়েসি বিবাহিত মহিলা শাড়িটাকে হাঁটুর উপরে তুলে বাসন মাজতে বসেছেন পুকুর পাড়ে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে দুটো বাচ্ছা ছেলে ঘ্যানঘ্যানে গলায় কী একটা বলছে তাকে। অতটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ওই মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম হাঁ করে। কী অপূর্ব! যেন প্রতিমার মতন পাথরে খোদাই করা চোখ মুখ। পুকুর পাড়ের ওদিকের ওই দূরের মাটির রাস্তাটায় চোখ চলে গেল। পথের ধারে ধারেই বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে গাঁদা ফুলের চাষ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন শাকসবজির চাষও এখানে সেখানে করা হয়েছে।

BanglaBook.org

কত নাম না জানা বুনোগাছ, ঝোপঝাড়, লতাপাতা যে এখানে সেখানে রয়েছে তা বলার নয়। যে পথ দিয়ে হেঁটে এসেছিলাম সেখানে আসার সময় একটা পরিত্যক্ত স্কুলবাড়ি নজরে পড়েছিল। দেখেই মনে হয়েছিল অনেক পুরোনো দিনের সেটি। সেখানে যেন ঘন জঙ্গল হয়ে রয়েছে আশেপাশে। মনে মনে ভাবছিলাম ওরকম একটা জায়গায় বসে প্রেম করার মজাই আলাদা। রণিতার কথা মনে পড়ল। ও কি আমায় সত্যি সত্যি ভালোবাসে? নাকি আর বারোজনকে যেমন চড়িয়ে বেড়ায়, আমার সাথেও তেমনই অভিনয় করে চলছে? কিংবা পর্ণার কথাটাই ধরা যাক। কেন বিয়ে করতে চায় সে আমাকে? কেন কাঁদছিল সেদিন অমন হাউহাউ করে। আমাকে ছাড়া সত্যি সত্যি কি সে মরে যাবে? নাহ এসব ভাবব না আমি। আমার মাথা ব্যথা করে ওঠে। নার্ভাস হয়ে পড়ি আমি। কেমন একটা করতে শুরু করে বুকের ভেতরটা। নিজের কাছেই নিজেকে একটা আস্ত ক্লাউন মনে হয়। এসব কাউকে বলা যায় না। বোঝানো যায় না কাউকেই।

'চলো দাদাবাবু একটু ফ্রেশ হয়ে নিই।' তন্ময়ের ডাকে হুঁশ ফিরল।

দুজনে মিলে পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে এক থালা মুড়ি আর ঘুগনি মাখিয়ে খেলাম। বাড়িতে ভাজা মুড়ি। এত শক্ত আর নোনতা যে খেতে ইচ্ছে করছিল না। তবে খিদের সময় আর নখরা করে লাভ নেই, এই ভেবেই পুরোটা সাবাড় করে দিলাম। এরপর দুজনেই বিছানায় আরাম করে শুয়ে পড়লাম। আমি বললাম, 'কয়েকটা প্ল্যান আছে আমার।'

'কী প্ল্যান?' অবাক হয়ে তাকাল তন্ময়।

'এখন অল্প একটু ঘুমিয়ে নেব ভাবছি। সন্ধে আটটা নাগাদ একটু তোদের গ্রামটা ঘুরে দেখব।'

'রাত্তিরবেলা আবার এই আঁধারে কী করে তোমাকে গ্রাম দেখাব গো? দিনের বেলা চলো। কাল তোমাকে সাইকেলে করে ঘুরে পুরো গ্রামটা দেকিয়ে নে আসব।'

BanglaBook.org

'না, আজকেই যাব। আসার সময় যে মাঠটা পড়ল, ওখানে গিয়ে একটু বসব ভাবছি।' মনে মনে বললাম, মনটাকে শান্ত করা প্রয়োজন। একটু স্থিতি হওয়া দরকার এবার। এই অবস্থাটা যে করেই হোক আমাকে পালটাতেই হবে।

'ভূতে ধরতে পারে দাদাবাবু। রাতে ওদিকে যাবো না আমি।'

তড়াক করে উঠে বসলাম বিছানায়। মুহূর্তেই আমার মাথার সব ফিউজ উড়ে গেল। একটা ফিচেল হাসি হেসে হাঁটু দুটো হাত দিয়ে জড়ো করে ধরে বললাম, 'এ মাইরি বলছি আমার ভূতের প্রতি হেব্বি ইন্টারেস্ট। তাহলে আজকে আমরা ভূত দেখতে যাচ্ছি ফাইনাল রইল, কেমন?'

তন্ময়ের মুখে কোনো হাসি নেই। সে যেন অনেকটা সিরিয়াস হয়েই বলল, 'আমি কিন্তু কোনোরকম ইয়ার্কি করচি না দাদাবাবু তোমার সঙ্গে।'

মাথা চুলকে নিয়ে আবারও হাসলাম। তারপর তন্ময়ের দিকে মুখ তুলে বললাম, 'নিজের চোখে না দেখে কি করে বিশ্বাস করি বল? সেজন্যই তো তোকে বলছি আজকে ভূত দেখতে যাব।'

'ব্যাপারটা মোটেই ছেলেখেলা নয় গো। তুমি হয়তো এসব ব্যাপার বিশ্বাস করো নে। কিন্তু আমি করি। আর তার অনেক কারণও রয়েচে।'

'বেশ তো, তাহলে আমাকে নিয়ে চল। আমিও সেই বিশেষ অভিজ্ঞতার ভাগীদার হতে চাই।'

তন্ময় কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে কিছুটা রেগে গিয়েই হয়তো চুপ করে রইল। খুব একটা বেশি কথা বাড়াল না আর। আমি টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু সে মুখটা ভারি করে বসে রইল। যেরকমভাবে ভূতের প্রসঙ্গটা নিয়ে ওর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করলাম, তাতে কিছুটা হলেও বিরক্ত হয়েছে সে। আমি জানি পৃথিবীতে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তবে যে কোনো বিষয়ই আপেক্ষিক। সেটা দৃষ্টিকোণের বিচারে আলাদা আলাদা

BanglaBook.org

দ্যোতনা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে যা সকলের কাছে ধরা দেয় না, তাকে মিথ্যে বলে ধরে নেওয়াটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহলে হয়তো 'দু-একটা কল্পনার হাঁস' আমার কল্পনাতেই রয়ে যেত। তারা কখনোই এভাবে তাড়া করে বেরাত না আমায়।

BanglaBook.org

## ১৫

অন্ধকার কুক্‌কুক্‌ করছে। চারিদিকে ঝিঁঝিপোকার ডাক। অন্ধকার এতটাই গভীর যে, আঙুল দূরত্বের মধ্যেও আমরা কেউই একে অপরকে আর দেখতে পাচ্ছি না। আকাশে চাঁদও নেই। আকাশটা সাঙ্ঘাতিক মেঘলা হয়ে আছে। বৃষ্টি হবে কিনা কে জানে! আজকাল তো সারাবছরই বৃষ্টি হচ্ছে যখন তখন। আবহাওয়া নষ্ট হয়ে গেছে প্রকৃতির উপর মানুষের দীর্ঘদিনের অত্যাচারে। কুয়াশাও পড়েছে দারুণ। অন্ধকারও যে কখনও এতটা আগ্রাসী হতে পারে তা আমার ধারণাতেই ছিল না কখনও। যে পথ দিয়ে তন্ময় আর আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম সেখানে সামনেই কোথাও লেবুপাতার গন্ধে বাতাস ভরে রয়েছে। নিস্তব্ধ রাত্রের একেকটা নিজস্ব ভাষা থাকে। সে ভাষা সকলে যে অনুভব করতে পারে তা নয়, তবে চেষ্টা করলে কিছুটা বোঝা যায়। দুজনে বাড়ি থেকে যখন পা টিপে টিপে সকলের অজান্তে বাইরে বেড়িয়ে এসেছিলাম, তখন ঘড়িতে সময় হচ্ছিল রাত্রি একটা বেজে বাড়ি মিনিট। বাড়ির সকলেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউই জেগে নেই আর। সারাদিন এত খাটা-খাটনির পর কেই-বা আর জেগে রইবে? তাছাড়া গ্রামের মানুষেরা সন্ধে সাতটার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া সেরে ফেলেন। এটা আমি আজ লক্ষ করেছি। মোটামুটি আটটা থেকে নটার মধ্যেই সকলে শুয়ে পড়েন এখানে। আজ বিকেলবেলা যখন ভূতের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখনই তন্ময় আর আমার মধ্যে একটা চরম বিতর্ক তৈরি হয়। সেই বিতর্ক যে শেষ পর্যন্ত

BanglaBook.org

বেট্-এ পরিণত হবে তা কারোরই জানা ছিল না। তন্ময়ের কাছে বাজি লড়েছি যে, যদি সে কোনো প্রেতাত্মার দর্শন করাতে পারে আমায় তাহলে আমার জীবনের গোপন কিছু ঘটনা ওর সঙ্গে শেয়ার করব। অপরদিকে তন্ময় আমাকে বহুবার এই প্রেতাত্মার ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বারণ করে দিয়েছিল। তবুও আমি নাছোড়বান্দা। তাই হঠাৎ করে তারও জেদ চড়ে গেছে। সে আজ আমাকে ভূত দেখিয়েই ছাড়বে। তবে যদি কোনো বিপদ ঘটে তার জন্য সে কখনোই দায়ি থাকবে না। বারবার সতর্ক করে দিয়ে একথা আগেভাগে জানিয়ে রেখেছে আমায়। সন্ধেবেলা খেয়েদেয়ে মোবাইলে অ্যালার্ম সেট করে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত্রি একটা বাজতেই দুজনে উঠে পড়ি। এরপর চুপচাপ বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসি চুপিচুপি। আসার সময় শুধুমাত্র সঙ্গে করে মোবাইলটা নিয়েছি। তন্ময় অবশ্য একটা বড়ো টর্চলাইট আর একটা ভাঙা পেরেক লাল কাপড়ের টুকরোয় জড়িয়ে সঙ্গে করে নিয়েছে। কী কারণে ভাঙা পেরেক নিয়েছে তা অবশ্য আমার জানা নেই। একবার গলা খাটো করে অবশ্য তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 'বৎস ওটা কি তোমার ভূত বধ করার অস্ত্র?'

তন্ময় রেগে গিয়ে বলেছিল, 'সময়ে সব বুঝে যাবে তুমি।'

গতকাল মহিম সর্দারের পুকুরে ঠাকুর উঠেছে। ওদের পুকুরেই প্রতি বছর মূর্তি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। আবার সময় মতন সেটা দিনক্ষণ উপস্থিত হলেই নাকি ঘাটের কাছাকাছি চলে আসে। বিষয়গুলো তন্ময়ের কাছ থেকেই জেনেছিলাম। এই ব্যাপারগুলো যেন নেহাত ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। একটি পাথরের মূর্তিকে যদি মাঝপুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা কী করে ঘাটের সিঁড়ির কাছে দিনের দিন উপস্থিত হয়? আজব ব্যাপার স্যাপার যেন। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না ওর কথাগুলো। আজ অবশ্য গ্রামের মন্দিরে সেই পাথরের মূর্তিটি যথারীতি প্রতিষ্ঠা করে পুজো করা হয়েছে। এবং আজ থেকেই গ্রামের উৎসব শুরু। উৎসব আরম্ভ হওয়ার আগে এই পুজো নাকি বাধ্যতামূলক। নাহলে দেবতার

BanglaBook.org

কোপ পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। আমরা দুজনে যখন মন্দিরের পাশ দিয়ে অন্ধকারে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন কয়েকজন মানুষকে মন্দিরের চাতালে শুয়ে থাকতে দেখলাম। তন্ময়ের থেকে জানতে পারলাম এরা সকলে মন্দিরের এই চাতালেই রাতে শয়ন করেন। বর্ষা হোক বা গ্রীষ্ম কিংবা শীত। তারা বারোমাসই এই দেবাঙ্গনের সামনে বিশাল চাতালে শয়ন করেন। তারা মন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন রকম কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চান। মিঠাকুণ্ডু গ্রামের বাবা হরির এই থান খুবই জাগ্রত। এখানে মানত করলে তার ফল নাকি হাতেনাতে পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রচুর গালগল্প প্রচলিত আছে এখানকার এই মন্দিরচত্বর নিয়ে। লোকগুলোর গায়ে পাতলা চাদর রয়েছে। কেউ কেউ চাদর ছাড়াই শুয়ে আছে। ঠাণ্ডা ততোটা না লাগলেও এই গ্রামাঞ্চলে বেশ কাঁপুনি দিচ্ছে মাঝেসাঝে।

আমরা দুজন একেবারে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি। গ্রামের পূব দিকে যে পথটা চলে গেছে সেদিক বরাবর এগিয়ে যেতে লাগলাম। একটা অজানা উত্তেজনা মগজে ঘুলিয়ে উঠছে। যদিও ভয় জিনিশটা আমার মধ্যে স্বভাবতই কম, নিজের শিক্ষা ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে ছেলেবেলা থেকেই সবকিছু বিচার করতে অভ্যস্ত আমি। তাই, একটু এক্সাইটেড হলেও বিষয়টা নিয়ে মোটেও ভীত নই আমি। বরং একটা নতুন অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করার জন্য মনেপ্রাণে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছি আগেভাগেই। তবে এ গ্রামের ওই ইস্কুলবাড়ি নিয়ে সত্যিসত্যিই একটা বদনাম ও ভীতি প্রচলিত আছে। এবং সেটা নেহাত মিথ্যে নয়। ঘটনাটা বহুকাল আগের। আটাত্তরের বন্যার কথা এখনও অনেকেই হয়তো পুরোপুরি ভুলে যেতে পারেননি। আটাত্তরের বিধ্বংসী বন্যার জলে সেসময় বহু গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। এমনকি এ গ্রামের প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। কেউ কেউ আগে থাকতে নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই পার্শ্ববর্তী বাঁধভাঙা নদীর জলের তোড়ে ঘরবাড়ি ভেঙে সব তলিয়ে গিয়েছিলেন নদীগর্ভে। গ্রামের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মানুষ সেই প্রাকৃতিক

BanglaBook.org

দুর্যোগে মারা গিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর আবার গ্রাম নিজের মত গড়ে উঠতে শুরু করল। যারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারাও একে একে ফিরে এসে নিজেদের ভিটেতে পুনরায় বাসা বাঁধলেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে এই গ্রামটিতে বসবাস করতে শুরু করলেন। তারা সকলে যে পূর্বে এ গ্রামেই বাস করতেন তা নয়। তবে, মিঠাকুণ্ডু আবার সেজে উঠল আগের মতন করে। ধানখেতে ভরে উঠল ফসল। খালেবিলে ফুটে উঠল পদ্ম। বাতাসে বাতাসে গাছেদের শরীরে খেলে বেড়াতে লাগল ভ্রমর ও মৌমাছি। সকালের রোদ ভুলিয়ে দিল মানুষের এলোমেলো শোক। মানুষের জীবনের যাবতীয় অন্ধকারে আবার জ্বলে উঠল দিব্য জোনাকির গান। মানুষ বুকে জমানো ব্যথা নিয়েই বাঁচতে শিখল। ঠিক এরকম একটা সময়ে গ্রামে এসে বাসা বাঁধল অমূল্যচরণ হালদার। তিনি ছিলেন বসিরহাটের বাসিন্দা। নিজের ভূমি ত্যাগ করে এ গ্রামে এসে বসবাস শুরু করলেন। পেশায় একজন শিক্ষক। একটি ছোট্ট মাটির ঘর কোনোরকমে গড়ে তুলে সেখানেই জীবন কাটাতে লাগলেন। সাতকুলে তার কেউই ছিল না। তবে সেই যুবা বয়েসে তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করা ছাড়া আর কিছুই আলাদাভাবে করতেন না নিজের জীবিকা গ্রহণের জন্য। যাদেরকে শিক্ষা দান করতেন তাদের কাছ থেকেও তিনি কোনো অর্থ গ্রহণ করতেন না। অথচ গ্রামের সার্বিক কল্যাণের জন্য সবরকমভাবে সহায়তা করতেন। সেসময় গ্রামের জমিদার ছিলেন শ্রীযুক্ত রমানাথ মজুমদার। প্রভূত অর্থের মালিক তিনি। তেরোটি চালের আড়ত, বারোটি পুকুর, মাছের ব্যবসা, এছাড়া অনেক জমিজমা ছিল। তার একটা কথাই গ্রামের মানুষের কাছে শেষ কথা হিসেবে প্রতিপন্ন হত। এমতাবস্থায় রমানাথ বাবুর নজরে অমূল্যচরণের একটা সুন্দর অবস্থান তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই রমানাথের একমাত্র কন্যা ইন্দ্রাণীর গৃহশিক্ষকের চাকরিটি পেতে অমূল্যের খুব একটা অসুবিধা হল না। ইন্দ্রাণী ছিল মার্জিত, রুচিবান। সাহিত্য শিল্প নিয়েই সে নিজের জগতে ছোটোবেলা থেকে মগ্ন থেকেছে নিজেরই মতন করে।

BanglaBook.org

নিজের একটা ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগা ছিল তার। একটা গহিন স্বপ্নে বিচরণ করে নিজেকে সে আর সমস্ত কিছুর থেকে আলাদা করে রাখত। নিজেকে নিজের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখত। ফলে, তেইশ বছরের এক সুশ্রী ও ভদ্র যুবক যখন তার গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেন, তখন তাকেই হৃদয়ের প্রথম জমানো আলোগুলো সঁপে দিল সে। হৃদপিণ্ডের চোরা কারবারে কুয়াশাবানিজ্য শুরু হল দুজনের। তারা একে অপরের প্রেমে পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু ঘটনাটি রমানাথবাবুর চোখ এড়িয়ে যেতে পারল না। তার নজরে আগে থেকেই অমূল্যের প্রতি একটি পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাই রমানাথ মজুমদার সিদ্ধান্ত নিলেন অমূল্যের সঙ্গে নিজের একমাত্র কন্যার বিবাহ দেবেন তিনি। অবশ্য এরকম সিদ্ধান্তের গোপন কিছু কারণও ছিল। তা যা হোক। ইন্দ্রাণী ও অমূল্য পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু রমানাথ মজুমদার মোটেও আহাম্মক ছিলেন না। কীভাবে নিজের স্টেটাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হত তা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। তাই বিবাহের পূর্বে অমূল্যচরণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি গ্রামের পূর্বপথে একটি ইস্কুলবাড়ি তৈরি করে দিলেন। সেখানে যে শুধুমাত্র এ গ্রামের ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা শিখতে এল তা নয়। এমনকি দূর দূরান্ত থেকেও মানুষজন তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে শুরু করলেন মিঠাকুন্ডুর পাঠশালায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুনাম অর্জন করলেন রমানাথের জামাই। গ্রামের লোকের মুখে মুখে তার নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল সর্বত্রই। এরপর স্কুলের সংলগ্ন বাড়িতেই ইন্দ্রাণীকে নিয়ে সংসার শুরু করল অমূল্য। কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের ফুটফুটে একটি কন্যাসন্তান জন্ম নিল। আর তারপর থেকেই তাদের জীবনে শুরু হল যত দুর্ভোগ। অমূল্যচরণ কী এক রোগে ক্রমশই ক্ষীণ হতে হতে শুকিয়ে যেতে রইলেন। রমানাথবাবু অঢেল টাকা খরচ করে ডাক্তার বদ্যি সকলকে দিয়েই চিকিৎসা করালেন। কিন্তু সুফল কিছুই সেভাবে পাওয়া যাচ্ছিল না। অমূল্য হঠাৎ করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। রমানাথের নায়েব কৈলাসচন্দ্র শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করার সুপরামর্শ দিলেন। তার কথা মত রমানাথের লোকজন শহরে যাবার প্রস্তুতি নিতে

BanglaBook.org

শুরু করলেন। গ্রামের মানুষের মধ্যে অবশ্য অমূল্যচরণকে নিয়ে একটা কানাঘুষো শুরু হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। গ্রামের কেউ কেউ বলা শুরু করেছিল অমূল্যচরণকে বাদারহাটের সেই কদমগাছের মিনসেটা নাকি চেপে বসেছে। তাই ডাক্তারে ওসব সারবে বলে মনে হয় নে। তা সে রমানাথ যদি শহরের দামি ডাক্তারের কাছে নে যায়, তাহলেও না। দিনের পর দিন কেটে যায়। অমূল্যচরণের অসুখ আর সারে না। এরকম পরিস্থিতে একদিন সন্ধেবেলা ঘরের মধ্যে অমূল্য শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। তার পাশে কোলের সাত মাসের মেয়েটাকে শুইয়ে রেখে ইন্দ্রাণী ইস্কুলঘরে কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। দাওয়ায় হ্যারিকেনটা জ্বালানোই ছিল। আর ঘরের ভিতর একটা লম্ফ জ্বলছিল বিছানার মাথার কাছে। সে যে হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে এরকম অনর্থ ঘটবে তা ইন্দ্রাণী ভাবতেই পারেনি। কেরোসিন তেল বিছানাপত্রে ভর্তি হয়ে গিয়ে দাউ দাউ করে আগুন লেগে যায় মুহূর্তেই। অমূল্য বিছানা থেকে কিছুতেই নামতে পারে না। তার কোলের কাছে শায়িত শিশুটিও তার বাপের সঙ্গে আগুনে জ্বলতে শুরু করে। মাটির ঘর। খড়ের ছাউনি। ফলে আগুন ভয়াবহ রূপ নিতে খুব বেশি সময় নেয়নি। আগুনে যখন অমূল্য ও তার মেয়ে পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ঠিক তখনই ইন্দ্রাণী ইস্কুলবাড়ির ভিতর থেকে দৌড়ে সেখানে আসে। নিজের শিশুকন্যা ও স্বামীকে চোখের সামনে জ্বলতে দেখে সেও ওই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এরপর থেকেই যত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে শুরু করে এই গ্রামে। সন্ধের পর থেকেই নাকি ওই ইস্কুলবাড়ির দিকে আর গ্রামের মানুষেরা আসতে চাইতেন না। কারণ, গ্রামের অনেক লোকই নাকি ওদের রাত্তিরে দেখেছে। কখনও ইন্দ্রাণীর সেই মর্মান্তিক চিৎকার, কখনও অমূল্যর মর্মস্পর্শী আকুতি, এসব নাকি গ্রামের প্রায় সকলেই কমবেশি দেখেছেন। অনেক পুজো আচ্চা করেও কিছুই ঠিক হয়নি। এখনও প্রায়ই ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় রাতের বেলায়। তাই ওই ইস্কুলবাড়ির সম্বন্ধে বদনাম রয়েছে এ গ্রামে। পরিত্যক্ত ওই জায়গাটিতে কেউই আর সখ করে পা মাড়ায় না।

BanglaBook.org

এসব ঘটনা তন্ময় আজ বিকেলেই আমাকে শুনিয়েছিল। সমস্তটা শুনে আমি তন্ময়কে আরও একটু কাঠি করার জন্য টোন কেটে বলেছিলাম, 'ভূতের গল্প লেখার একটা হেব্বি প্লট পেলাম মাইরি।' তখনই তন্ময় ঠিক করে নিয়েছিল, যা কপালে আছে থাক। আজ রাতে সে আমাকে ওই ইস্কুলবাড়িতে নিয়ে যাবেই। সে নিজেও তো লোকের মুখের এই দীর্ঘদিনের প্রচলিত ঘটনাটি শুনে এসেছে। তাতে আদৌ কতটুকু সত্যতা আছে তা তো তার জানা নেই। কাজেই, যা হবার হোক। আজ আমরা দুজনে ওই ইস্কুলবাড়িতে যাবোই। তবে তার আগে বাবা হরির থানের যে পেরেকটা ওদের বাড়িতে রাখা ছিল সেটা নিয়ে নিয়েছিল তন্ময়। বাবাহরি সহায়। যদি বিপদ ঘটে! বলা তো কিছুই যাচ্ছে না। অন্ধকারের ভেতর খুব পাশাপাশি দুজনে হেঁটে চললাম। অন্ধকারে মহাকাশ যেন আমাদের পায়ের পাতায় ভেসে চলেছে। চারিদিকে শুধু গাছেদের সাম্রাজ্যে জোনাকির চোখ জ্বলছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা কামড়ে ধরছে দুজনকে। আকাশ, ভূমি কোথাও যেন কিছুই নেই। শুধু অন্ধকারের স্রোত। তন্ময় কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে ফিসফিস করে বলল, 'ওই তো ইস্কুলবাড়িটা দেখা যাচ্চে আবছা হয়ে, ওদিকে তাকাও দাদাবাবু।'

একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল সে। আমি স্কুলটার দিকে তাকালাম। শুকনো জিভ চেটে বললাম, 'ওই ইস্কুলের ভেতরে যাব।'

দুজনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। তন্ময় হাতের টর্চলাইটটা শক্ত করে ধরে রইল। সামনেই একটা পরিত্যক্ত পাতকুয়া। লতাপাতায় আর ঝোপঝাড়ে জায়গাটা ভরে আছে। একটা গোঙানির আওয়াজ পাচ্ছি। আমার শিরদাঁড়া বরাবর কঠিন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। পোড়া পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। না, কোনো ভুল নেই। এ মানুষের চামড়া পোড়ার গন্ধ। কেউ গোঙাচ্ছে। তন্ময় আর এগিয়ে যেতে চাইল না। আমার হাতে জোরে একটা চাপ দিল, 'ফিরে চলো দাদাবাবু। দরকার নেই এসব অভিজ্ঞতার, চলো।' কর্কশ গলায় বলে উঠল সে। একটা ভয় কামড়ে ধরেছে চোখেমুখে।

BanglaBook.org

ও দাঁতে দাঁত চাপল। না, আমি পিছোব না। আমি দেখব। আমাকে জানতেই হবে। সামনের খেজুর গাছের পাতাগুলো মর্মর করে নড়ে উঠল। আমরা অবাক হয়ে ইস্কুলবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ অন্ধকারে গা ঘেঁষে এক মহিলা দৌড়ে গেলেন। তীব্র একটা চিৎকারে মিলিয়ে গেলেন তিনি মুহূর্তেই। না কোনো ভুল নয়। স্পষ্ট দেখেছি। ভিতর থেকে একটা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি পরিস্কার। তন্ময় আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল ধুলোতে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তোমরা শুনছ। আমি এসেছি তোমাদের জন্য। তোমরা শুনছ ..' শুকনো গলায় ভয়ের আবেশ। তন্ময় আমার হাত চেপে ধরে টর্চের আলো জ্বাললো। কবেকার স্কুলবাড়ি। পরিত্যক্ত, অবহেলিত, একটা পারলৌকিক সময়কে বয়ে নিয়ে চলেছে আজও। দুজনেই ঠকঠক করে কাঁপছি। আমরা মোটেও ভুল দেখিনি। একজন মহিলা হাওয়ার মতন আমাদের শরীর স্পর্শ করে দৌড়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগেই ওই দিকে। এসব ঘটনাকে কী দিয়ে ব্যাখ্যা করব তা কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি কি কারোর কাছে এসব ঘটনার কথা কখনও শেয়ার করতে পারব? না, জীবনেও পারব না। আমাদের ভাঙাচোরা চেতনার ভেতর চাপ চাপ অন্ধকার ঢুকে যেতে থাকল। অন্ধকার গভীর ঠান্ডাস্রোত হয়ে বয়ে গেল আমাদের রক্তে। আমি আবছা গলায় বললাম, 'তন্ময় আমি ইস্কুলবাড়ির ভিতরে যাব।'

'না, দাদাবাবু পাগলামি কোরো না। যা দেখলাম তা কি কম কিচু?' অস্পষ্ট সুরে বলে উঠল সে। এরপর দুজনেই এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে যেন ইস্কুলবাড়ির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম। কান্নার শব্দ ক্রমশই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। একটি বাচ্চা মেয়ে আর এক পুরুষের সম্মিলিত ধাতব কণ্ঠস্বর। এদিক সেদিক তাকালাম। কে যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে। তন্ময় টর্চের আলো ফেলল। না কেউ নেই। ভুল দেখেছি হয়ত দুজনেই। পাগলের মত চিল্লে উঠলাম আমি, 'শুনছ, আমি বিশ্বাস করি না তোমাদের। সব মিথ্যে .. সব।'

BanglaBook.org

## ১৬

কাল কীভাবে আমরা দুজনে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম তা আর পরিষ্কার করে মনে নেই। একটা ঘোরের মধ্যে যেন যন্ত্রচালিত পুতুলের মতন বাড়ি ফিরে এসেছিলাম নিজে নিজেই। কোনো তাড়না বা প্রয়োজনে নয়, যেন কোনো দূরাগত নির্দেশে আবার নিজ জীবনের প্রাত্যহিক অভ্যেসে ফিরে এসেছিলাম আমরা। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা কি এ জীবনে কখনও ভুলে যেতে পারব সহজে? আজকের এই দিনের বেলার ঝকঝকে আলোয় যেন কালকের পুরো ব্যাপারটাকেই একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে এখন। কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না এখনও। কিছুতেই না। এরকম কখনো ঘটতেই পারে না। হয়তো পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে। কিন্তু সত্যিই কি মিথ্যে? ওই মহিলার হিমেল স্পর্শ! ওই আর্তনাদ! সবকিছু মিথ্যে? নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম আমি। এসব কিচ্ছু না। কিচ্ছু না এসব। আমার মনের ভুল। হ্যাঁ আমারই ভুল হবে। মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে এসবই ভাবছিলাম। মন্দির চত্বরে আজ মানুষের ঢল নেমেছে যেন। ছোটোবড়ো কচিকাঁচা সকলের ভিড়। একটু দূরে ধুলো পথের উপর জিলিপির দোকান, আইসক্রিম গাড়ি, ফুচকা, বেলুন, তেলেভাজা এসবের খুচরো দোকানও খোলা হয়েছে প্রচুর। আজ এখানে পুজো শুরু হবে। তারপর মন্দির চত্বরকে ঘিরে শুরু হবে মেলার নানারকম অনুষ্ঠান। তাই হয়তো পিছনদিকের ফাঁকা জায়গাটায় বাঁশের মাচা তৈরি করা হয়েছে।

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করেছিলাম তন্ময়কে, 'মাচাটা কী হবে রে?'

সে বলেছিল, 'ওই যে এক্কেবারে উপরের দিকটা লক্ষ করেচ, ওকেন তে ঝাঁপ দে খেলা দেখানো হবে। সব কেমন লাফিয়ে পড়বে নীচে রাখা বড়ো বড়ো পাথরের ওপর ভালোকরে দেকো দাদাবাবু।'

'বলিস কী? এ তো খুব বিপজ্জনক! জেনেশুনে প্রাণ দেওয়া!' আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তন্ময় একটু হাসে, 'কিচ্ছুটি হয় না। দ্যাকো না আজকে বিকেলে কেমন ঝাঁপ দেবে ভাড়াটে খেলুড়েরা।'

'মেলা কতোদিন চলবে রে?'

'তা একন একমাস ধরে রাখো।'

'ঘোড়াদৌড় কোন মাঠে হয়?'

'ঐ যে পুকুরের ওপারের খোলা মাঠটা দেখচ, ওকেনে সব খেলাগুলো হয়। আর এই মন্দির চত্বরে ঠাকুরের নামগান, যাত্রাপালা আরও নানারকম সব অনুষ্ঠান সারা হয়।'

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মানুষের হইহল্লা আর পুরোনো হিন্দি গানের কলি আমার মেজাজটাকে বিখরে দিতে থাকে। কপিশ রঙের আলো মানুষের চোখমুখ রাঙিয়ে মুছে দিচ্ছে দিগন্তের রোদ। একটা ক্লান্তি আমায় পেয়ে বসে। যন্ত্রনায় যেন মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। অসহ্য ব্যথা করছে। মগজের ভেতর একশো হাজার পোকা আমায় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। যেখানে মাচাটা করা হয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম মহিলা ও পুরুষ মানুষ একে একে জড়ো হচ্ছেন। আর একদল মানুষ মোটা দড়ির জাল তৈরি করে তাতে পর পর পাঁচ ছটা ভীষণাকৃতি বড়ো ধারালো পাথর বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছেন লাইন দিয়ে। সেখানেই ভিড় জমতে শুরু করল ধীরে ধীরে। ছেলে বুড়ো সকলে এসে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে রীতিমতন। একটু আগের মাইকে বাজানো হিন্দি গান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটা মেয়ে ওই ভিড়ের

BanglaBook.org

মধ্যে আমার দৃষ্টি কাড়ল। মেয়েটার গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। বয়স আন্দাজ ওই ষোলো কি সতেরো হবে। সুন্দর মুখশ্রী, যেন প্রিয় কবিতার পঙক্তির মতো মেয়েটার রূপ আমাকে তাড়া করতে রইল সারাক্ষণ। চোখ ফেরাতে পারলাম না ওদিক থেকে। তন্ময় আমাকে বলে দিয়েছিল, 'দ্যাকো দাদাবাবু, একটা কতা তোমায় বলে রাখি। গ্রামেগঞ্জে কিন্তু কোনো মেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে নে বেশিক্ষণ। কলকাতায় ওসব নে কেউ কোনো মাথা না খাটালেও, এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ব্যাপারগুলো খুব গোলমেলে। বড়োসড়ো ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। এমনকি রীতিমতো গ্রামে বিচার বসতে পারে।' তন্ময় আগেভাগেই সাবধান করে দিয়েছিল আমাকে। কথাগুলো এখন মনে পড়ে গেল। তবে আমি এসবের কিছু রেয়াতই করলাম না। আমি তো শুধু মেয়েটাকে দুচোখ ভরে দেখতে চেয়েছি। আমি কি গিলে খেয়ে ফেলব নাকি ওকে? ধীরে ধীরে চুঁয়ে পড়া রিপুগন্ধে আমার চোখ জ্বলে ওঠে। নূপুরের মুদ্রাদোষে জেগে ওঠে আদিম সানাই। হঠাৎ সমবেত ধ্বনিতে হুঁশ ফেরে আমার। ঝাঁপ দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। বাঁশের তৈরি মাচার একেবারে উপরের টঙ থেকে একের পর এক খেলোয়াড় লাফ দিয়ে পড়ছে রাক্ষসের দাঁতের মতন সাজানো বৃহদাকার সব প্রস্তর খণ্ডের উপর। এবং আশ্চর্যের বিষয় হল তাদের কারোরই পেট ফেঁসে বা চিরে যাচ্ছে না। প্রত্যেকেই ঝাঁপ দেওয়ার পর নেমে এসে মাটি নমস্কার করছেন। কেউ-বা মন্দিরের সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে আসছেন। লাফানো শেষ হওয়ার পরেই হঠাৎ করে ঠেলাঠেলি শুরু হল। একটু আগের দেখা মেয়েটাকে পলকেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেললাম। মেয়েটাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। এদিক ওদিক তাকালাম। হরিরলুট শুরু হয়েছে। বাতাসা, সন্দেশ, ফলমুল, এমনকি বড়ো ডাবও ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে মানুষের মধ্যে। আমি একটু দূরে গিয়ে সরে দাঁড়ালাম। তন্ময় কী একটা কাজে পাশের গ্রামে গেছে ওর বাবার সঙ্গে। আধঘন্টা হয়ে গেল। এখনও ফেরেনি সে। কাজেই এতক্ষণ ধরে একাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব বিচিত্র দৃশ্য দেখছিলাম। একটু পরেই

BanglaBook.org

গান শুরু হবে। লোকজন কওয়াকওয়ি করছে, বাজনার দল নাকি অনেকক্ষণ আগেই এসে পড়েছে। পুজো শেষ হলেই তারা অনুষ্ঠান শুরু করবে। একটু নির্জনতা খুঁজে আমি এগিয়ে গেলাম গ্রামের পথ ধরে। সামান্য দূরেই একটা সূর্যমুখীর খেত। অন্ধকার নেমে আসছে আস্তে আস্তে। পথের ধারে একটা বাবলা গাছের নীচে বসে পড়লাম। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইছে। খুব একটা ঠাণ্ডা লাগছে না। বরং বেশ একটা দারুণ আবহাওয়া। না শীত না গরম। কেউ কোথাও নেই। যতদূর দেখা যায় ধু ধু ধানখেত আর গাঁদা ফুলের চাষ। কোথাও কোথাও আবার হলুদ সর্ষে ফুলের খেত। পথের ধারে ধারে সারবন্দি খেজুর গাছ। পাখিদের কিচিরমিচির। আর বাতাসে লতাপাতার বুনো গন্ধ। যেখানে বসেছিলাম, সেখানে বাবলাগাছের কুচিকুচি হলুদ ফুল মাটিতে ছেয়ে আছে। গতকালের কথাটা একবার মনে পড়ল। মুহূর্তে অন্যদিকে মনটাকে সরিয়ে নিলাম জোর করে। জিনসের পকেট থেকে প্যাকেট বের করলাম। তন্ময়ের কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিলাম। সে বলেছিল এসব ব্যবহার করে সে দারুণ শান্তিতে থাকতে পারে। এর নাম আমার জানা নেই। তবে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা আমাকে তন্ময় ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এমনকী আমার সামনে ব্যবহার করে দেখিয়েছিল সে। কিছুটা পাউডার আঙুলে নিয়ে ঘ্রাণ নিলাম। আহ, কী শান্তি। চোখ বুজে এল আমার। ফয়েলে রেখে তাতিয়ে নেওয়ার পর একটা সিগারেটে আগুন ধরালাম। জীবনে আজ পর্যন্ত আগে কখনোই একটা বিড়িও ঠোঁটে ধরিনি। আসলে যখন যেটার সময় আসে তখন আপনা আপনিই সেটা ঘটে যায়। জোর করে বা পূর্বপরিকল্পিত হয়ে মানুষ কিছুই করতে পারে না বোধয়। আনাড়ি আঙুলে সিগারেটটা ঠোঁটে ধরে টান দিতে শুরু করলাম। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। কিছুক্ষণ ধোঁয়া টানার পর এখন অনেকটা নির্বিকার হয়ে এসেছে মাথার ভেতরটা। যেন গাছের পেটের ফাঁপা আলোকোজ্জ্বল ঘুমের মতো। একটা কালো বেড়াল লাফিয়ে পড়ছে ছক কাটা লুডোর ওপর। সেই শ্যামবর্ণা গেঁও মেয়েটা বড়ো ছুঁচ দিয়ে সেলাই

BanglaBook.org

করে ফেলছে আমার চোখ। বলছে, এই দ্যাখো মাটির ফাটল। সূর্য হেলে পড়েছে ডানদিকে। আল কেউটের জিভ দিয়ে সে চেটে দিচ্ছে ফাটলের রসস্রোত। জোঁকের মুখে সন্ধে নেমে আসছে। সপসপে তেঁতুলের স্বাদে জিভ উড়ে যাচ্ছে। একটা গল্প থেকে আরেকটা গল্প, দূরের হাততালি, গানওয়ালাদের গান মুহূর্তেই ঝিঁঝিঁর ডাকে ডুবে যেতে রইল। আমি ঝিমোতে লাগলাম অন্ধকারে। অন্ধকারের জলপ্রপাত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না...'। ভাইব্রেটিং হচ্ছে। ফোনটা পকেটেই রাখা ছিল। আগেও বেশ কয়েকবার ফোনটা বেজে উঠেছিল। কিন্তু তখন ইচ্ছে করেই সেটা রিসিভ করিনি। একটা ভাবের ঘরে ছিলাম তখন। মেঘ করে এলে যে স্বপ্ন আরও অন্ধকার হয়ে আসে তার সাথেই এতক্ষণ যাপন করছিলাম আমার টুকরো জীবনের বৃহৎ মুহূর্ত। এখন ঘোরটা অনেকটাই কেটে গেছে। কতক্ষণ যে এখানে এরকমভাবে বসে আছি, তা ঠিক মনে করতে পারলাম না। ফোনটা হাতে তুলে নিতেই দেখলাম তন্ময় কল করেছে। ফোনটা কানের কাছে নিয়ে গিয়ে অস্পষ্ট জড়ানো গলায় কথা বললাম।

'হ্যালো...'

'দাদাবাবু কোথায় তুমি? কখন তে ফোন করচি, একবারের জন্যও ফোনটা তুলচ না।' ভয়ানক চটে গেছে তন্ময়। তার গলা শুনেই বুঝতে পেরেছি।

'দাঁড়া এক্ষুণি আসছি, রাগ করিস না, তোর মতো করে একটু টানতে এসেছিলাম।'

'কোথায় তুমি?'

'কাছে পিঠেই আছি। একটা রাস্তার ধারের ফাঁকা ধানখেতে বসে আছি।'

'শিগগির চলে এসো।'

BanglaBook.org

'এক্ষুণি আসছি। রাগ কোরো না ডার্লিং, কামিং সুন।'

অন্ধকারের মধ্যে ফোনের টর্চটা জ্বালিয়ে নিলাম। অদ্ভুত ব্যাপার যে আমার একটু গা-টা শিরশির করে উঠল। গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে রয়েছে। একটু ভয় ভয় করছে। জীবনে প্রথমবার আমি একটা অন্যরকম ভয় পাচ্ছি। ভূতের ভয়। মোবাইলের দিকে তাকিয়ে সময় হিসেব করে বুঝলাম, প্রায় দুঘন্টা ধরে এই নির্জন জায়গায় একাকী বসে বসে নেশা করেছি। আমার কোনো হুঁশ ছিল না এতক্ষণ। এখন বেশ পরিষ্কার ভাবেই পা ফেলতে লাগলাম মন্দিরের দিকে। ওখানেই তো গানবাজনা চলছে। ওই তো আওয়াজ আসছে মাইকের। মেয়েলি স্বরে কোনো এক পুরুষ গান ধরেছেন। একটা হিন্দি গানের সুর অনুকরণ করে গানটা গাওয়া হচ্ছে। গানের লিরিকটা নিতান্তই গ্রাম্য। অনেকটা আদিরসাত্মক। আমি এগিয়ে গেলাম। বাবাহরির থানের ওখানেই তন্ময় দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনে মিলে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। কারণ আমি গানবাজনা দেখার কোনও ইন্টারেস্টই দেখালাম না। আর মাথাটাও অসম্ভব ঘুরছে। ছিটকে পড়ে যাবো মনে হচ্ছে। তবে এসব কথা তন্ময়কে কিছু না জানিয়ে মৃদু স্বরে বললাম, 'চল, তোদের পুকুর পাড়ের ঘাটে দাঁড়িয়ে গল্প করি।'

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল আমায়। পুকুর পাড়ে এসে একটা দূর্গাবিড়ি ধরালো তন্ময়। লম্বা লম্বা এই বিড়িগুলো আমি আগে কোথাও দেখিনি। কোনোরকমে মাথা তুলে আমি তাকালাম ওর দিকে। একটা হালকা আবেশ মাথায় কাজ করছে। মাঝেমধ্যে দারুণ লাগছে। এই ভাবটাকে নষ্ট করতে চাই না।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় গেছিলিস এতক্ষণ?'

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে সে বলল, 'এই অন্ধকারে যেখানে সেখানে একা একা হুটহাট চলে যেও নি। কমপক্ষে আমাকে জানিয়ে যেও।'

BanglaBook.org

'তুই ছিলিস?' তন্ময়ের মুখের দিকে ঘুরে তাকালাম।

'একটু পরে আমি ফিরে এলে না হয় যেতুম দুজনে মিলে।'

'তা ঠিক।' এই বলে চুপ করে গেলাম।

অনতিদূরেই বাজনার দলের মাইক ফাটানো শব্দ ও যন্ত্রের সমবেত চিৎকার। পুকুরের পাড় ঘেঁষে কত রকমের গাছ। ওই দূরের তেঁতুল গাছগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশেই খেজুর আর সুপুড়ি গাছের সারি। ওপারেও কত গাছ। একটা বটগাছও হাত পা খেলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেজন্যই পুকুরের জলটা এত ময়লা। পাতা পচে পচে জলটা প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে। তাছাড়া বাড়ির বাসনকোসন, কাচাকাচি সবই এই পুকুরের জলে হয়। আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করেছি। গতকালের ঘটনা সেটা। কাল যখন রাত্রিবেলা খেয়েদেয়ে শুতে গেছিলাম, ঠিক তার কিছুক্ষণ আগে আমি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে পুকুর ঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সেই মুহূর্তে একজন মহিলাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। প্রথমে অবশ্য কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে ভালো করে লক্ষ করে বুঝতে পেরেছিলাম মহিলাটি ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শাড়িটাকে নিতম্বের কাছে তুলে রেখে দিব্যি ওখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছেন। আজ সকালে ওই পুকুরের জলে স্নান করার সময়ও আমার মনে পড়েছিল গতকালের এই ঘটনাটি। এবং খুব ঘেন্না করছিল তখন। এমনিতেই তো পুকুরে নামলেই নীচ থেকে জলের সঙ্গে পাঁক ঘুলিয়ে উঠছে। ও জলে কি চান করা যায়?

'ল্যাওড়া ..'

'কী হল!' আচমকাই তন্ময়ের দিকে ফিরে তাকাই আমি।

চোখের ইশারায় পুকুরের ওপারে তাকাতে বলে সে। ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম। চোখদুটো টানটান করে তাকালাম।

'কই কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো?'

BanglaBook.org

'ধানের গাদাটার দিকে ভালো করে লক্ষ করো গো।'

'ও হরি!' আমি জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করলাম। ঠাকুরতলার বড়ো হ্যালোজেনের আলোয় ওদিকটা আবছা হলেও বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা খড় বোঝাই ধানের গাদার আড়ালে একটা অল্প বয়েসি মেয়েকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে কাকুদের বয়সি একজন লোক বুকে হাত দিয়ে মাই টিপছে। চোখ দুটো দুহাতে একবার কচলে নিলাম, 'গাভিন নদীর কাছে এলে নীল আঙুলও শিল্প হয়ে ওঠে অনায়াসে ..।' একটু থেমে বললাম, 'পেয়ে গেছি।'

তন্ময় তাকাল আমার দিকে, 'কী পেলে গো দাদাবাবু?'

'না লেখা কবিতার একটা লাইন।'

সে বলল, 'তাওলে লেখা আবার শুরু করচ তো?'

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আবার কবিতা লিখব আমি।'

ওর চোখের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললাম, 'তোর জন্যই আমি আবার লেখা শুরু করার কথা ভেবেছি জানিস?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে হালকা হাসল। মুখে কিছুই বলল না।

আমি দূরের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ওকে বললাম, 'জানিস তন্ময় আমি এখানে ভয়ে পালিয়ে এসেছি।'

সে কিছুটা অবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'কীসের ভয়? কী বলচ তুমি দাদাবাবু?'

'একটা হাঁস ..কলকাতায় একটা হাঁস আমাকে যখন-তখন যেখানে সেখানে তাড়া করে বেড়ায়। তার ভয়ে আমি কেমন আজকাল জড়োসড়ো হয়ে থাকি সবসময়। আমি বাড়ি ছেড়ে তোর সাথে এতদূরে পালিয়ে এসেছি শুধু ওই হাঁসটার থেকে বাঁচবার জন্য।'

BanglaBook.org

সে তেমনিই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বললাম, 'এসব তুই বুঝবি না। অনেক ব্যাপার আছে। পরে তোকে বুঝিয়ে বলব সব। চল, এখন ভেতরে যাই।'

হালকা হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। গাছগুলো নড়ে উঠছে একটু আধটু। তন্ময় অস্ফুটে বলল, 'চলো তাওলে ঘরেই যাই। কবিতাটা লিখে ফেল। রাতে স্বয়ং কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠ শুনব।'

আমরা নিঃশব্দে বাড়ির দিকে দুজনে পা বাড়াই।

BanglaBook.org

## ১৭

আজ একদম ভোরে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল আমার। তখনও ভালো করে সূর্যের আলো ফুটে ওঠেনি। রাত্রেও যে খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম এমনটা নয়। প্রায় রাত্রি আড়াইটে পর্যন্ত আমি আর তন্ময় গুজুর গুজুর করেছি সারারাত ধরে। তারপর কোনো একসময় তন্ময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু আমি জেগেছিলাম। ঘুম আসছিল না কিছুতেই। তাই চুপচাপ শুয়েই ছিলাম। এই কদিনে ছেলেটাকে যেন একদম স্পষ্ট করে চিনে গেছি। ওকে নিজের প্রিয় বন্ধুর মতো মনে হয়। আমার তো তেমন বন্ধুবান্ধব নেই। আর চেনাশোনা যারা আছে তারা কেউই ওর মতো নয়। তন্ময় আমার জীবনের অন্যতম এক প্রাপ্তি। ও ঘুমিয়ে পড়ার পর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এসবই ভাবছিলাম রাত্তিরবেলা। কখন যে চোখের পাতা এক হয়ে এসেছিল আমার মনে নেই। তবে ভোররাতের দিকে হঠাৎ করেই ঘুমটা ভেঙে গেল। তন্ময় তখন ঘুমে কাদা হয়ে আছে। জানলার কাছে ভোরের গাঢ় অন্ধকার তখনও অনেকটাই রয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম তখন। আলগা ভাবে শুনলে মনে হতে পারে খুব সুরেলা কণ্ঠে কোনো ছোট্ট শিশু গান ধরেছে। কিন্তু একটু সচেতন হয়ে কান পাতলেই বোঝা যাবে ভোরের কোনো পাখি অমন আলাপী সুরে এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে। কিছুক্ষণ ওই সুর শোনার পর আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারিনি। আমি ছিটকে নেমে এসেছিলাম জানলার সামনে। জানলার

BanglaBook.org

কাছটায় গিয়ে বাইরেটা ভালো করে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। রাত্রি শেষের নিস্তব্ধতা যেন নূপুড় গুটিয়ে ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গে ঝিঁঝির ডাক। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া। পুকুর পাড়ের কুয়াশা ভেজা গন্ধ। যেদিকটায় চালতাফুল ফুটে আছে সেদিকে একবার চোখ কচলে তাকিয়ে রইলাম। নাহ, কিছুই দেখতে পেলাম না। একটু পিছন দিকে আমগাছের সারি। ওই তো! কদম গাছের পাশে কাঁঠাল গাছটার বড় পাতাটার আড়ালে একটা পাখি। কিছুটা খয়েরি রঙের পালক। আবার ঠিক কালচে ধরণের রঙ মাথার দিকটায়। চাঁদের আবছা আলোয় ঠিক ভালো করে বুঝতে পারিনি। গ্রামবাংলার কটা পাখির নামই-বা আমি জানি? গাছের পাতার আড়ালে পাখিটার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিলাম। কী অপূর্ব। এরকম দৃশ্য জীবনে আগে কখনও দেখিনি। পাখিটা নিজের খেয়ালে করুণ নরম সুরে ডেকে চলেছে। এসব দেখেই বোধয় জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব।' সেসব কত কত বছর আগের কথা। তবুও কিছুই কি বদলেছে? না, সবই আছে। একই আছে সব। আমি কতক্ষণ যে ওই জানলার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে ভোররাতের পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলাম আমার আর মনে নেই। ধীরে ধীরে সূর্যের আলোয় ক্রমে পৃথিবী ভরে এসেছিল। মানুষের সহজ বেঁচে থাকার অভ্যেস অথবা মহাঅধ্যায় পুনরায় চিত্রায়িত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু হল।

আমার ফোনের চার্জটা গতকালই শেষ হয়ে গেছে। তাই ফোন আপাতত পাওয়ার অফ হয়েই পড়ে রয়েছে। আজ একবার বাড়িতে ফোন করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু উপায় নেই। তন্ময়ের ছোটো ফোনটাতেও চার্জ নেই। সেটাও সুইচ অফ। চার্জ দিতে হলে নাকি কুলপিতে যেতে হবে। ওখানে বিভিন্ন দোকানে নাকি পাঁচ টাকার বিনিময়ে একঘন্টা চার্জ দিতে পারা যায়। এখানে তো আবার ইলেকট্রিসিটিও নেই যে ফোনটা কোথাও চার্জে বসিয়ে দেব। অবশ্য এ গ্রামের কয়েক জায়গায় ইলেকট্রিকের খুঁটি বসানো আছে। এটা আমি সেদিন ধানখেত থেকে আসার সময় লক্ষ করেছিলাম। হয়তো

BanglaBook.org

ভবিষ্যতে এখানে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হবে। তাই এমন ব্যবস্থা। তবে আমার খুব আশ্চর্য লাগছে এটা ভেবে যে, এই ফোর-জি যুগে দাঁড়িয়েও একটা গ্রাম অন্ধকারে জীবন যাপন করে? এরকম আরও প্রচুর গ্রাম আছে নিশ্চয়ই যেখানে এখনও কারেন্ট নেই। কিন্তু এটা কেন হবে? সরকার কেন এর প্রতিকার করছে না। অথচ ভোটের সময় তো নানারকম সাজানো প্রতিশ্রুতি, নানা গালভরা কথা। সকালের টিফিনে আলুভাজা দিয়ে মুড়ি খেতে গিয়ে তন্ময়ের বাড়ির অতিথিদের সঙ্গে সেকথাই হচ্ছিল আমার এতক্ষণ। এখানকার পঞ্চায়েত কেন বিষয়টা দেখছেন না, কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকদিন পর আজ আমি, তন্ময় আর ওদের গ্রামের কয়েকজন বন্ধু মিলে দাবা খেলতে বসেছি। মাথাটা পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য তন্ময় একটু খইনি বানাল। আমি অবশ্য ওসব খইনি-টইনি পছন্দ করি না। দাঁত আর মাড়ির বারোটা বেজে যায়। বিচ্ছিরি রকমের কালশিটে দাগ হয়ে যায়। আর তাছাড়া আমি ওদের মতো কোনো নেশাখোর ছেলে নই। তন্ময় আর ওর বন্ধুটি পালা করে আমাকে চারবার হারাল। প্রতিবারই ঘোড়ার আড়াই চালে আমাকে মাত করে দিয়েছে। এবং পরিস্থিতিটা অনেকটা এরকম দাঁড়িয়েছে, রাজা আপন প্রাণ বাঁচা। দুদিক থেকেই ঘোড়া বলছে, চেক। নাহ, কোনো পথ নেই আর। আলোয় দেখা মুখের সঙ্গে সখ্যতা না পাতানোই ভালো। বরঙ অন্ধকারের হাতে হাত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। এরপর আর কোন মুখে আমি ওদের দুজনের সঙ্গে পরবর্তী দান খেলব সেটা কিছুতেই ভেবে পেলাম না। এতবার ওদের কাছে হেরে যাওয়ার পর আমি হাত তুলে নিলাম, 'আমার আর ভাল্লাগছে না, তোরা দুজনে খেল। আমি একটু নীচ থেকে আসি।'

আমি নীচে নেমে এলাম। তন্ময় আর তার গ্রামের বন্ধুরা দাবায় মেতে রইল। আমি একা একা পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। কী যেন একটা ভেতরে ভেতরে পুড়িয়ে ফেলছে আমাকে। একটা ভয় কাজ করছে অনবরত। এবং নিজের ভিতর কী একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। সবই বুঝতে

BanglaBook.org

পারছি। অথচ আঁচ করতে পারছি না কিছুই। নিজের ভিতরে একটা পর্যাপ্ত গড়মিল বয়ে চলেছে। অস্বস্তি। অস্বস্তি হচ্ছে ভীষণ। স্থির হয়ে থাকতে পারছি না কোথাও। পুকুরের সিঁড়িঘাটে কয়েকটা হাঁস চড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিকে হঠাৎ করে চোখ পড়ে গেল আমার। মুহূর্তের জন্য মনে হলো এরকম একটা জীবন পাওয়া গেলে? কী ভালোটাই না হত। উপর থেকে নীচে নেমে আসার সময় রান্নাঘরের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়েছিলাম। ভেতরে মাটির তিনটে বড়ো উনুন। কাঠ আর শুকনো নারকোলপাতা জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছে। মাটির মেঝেতে শাদা পরিষ্কার কাপড়ের উপর গরম ভাত ঢেলে ঠান্ডা করতে দেওয়া হয়েছে। আজ সম্ভবত নিরামিষ খাবার-দাবার হবে। কারণ, এসব মেলা আর পুজোআচ্চার দিনে গ্রামের বাড়িতে কঠোর রীতিরেওয়াজ মেনে চলা হয়। শুনেছি আজ নাকি মাটিপাড়া থেকে খুব বড়ো কবিগানের দল আসছে। একদম জমজমাট ব্যাপার-স্যাপার। এই কদিন এখানে থেকে একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি। তা হল, গ্রামের এইসময়ের উৎসবটা দুর্গাপুজোর মতোই খুব জাঁকজমকে হয়। একটা অন্যরকম আনন্দ। কত সব আয়োজন। গ্রামের মানুষদের ঘরে ঘরে যেন কত লোকজন, কত আত্মীয় পরিজন। এই তো তন্ময়দের বাড়িতেই গোটা তিরিশের মতন লোকজন রয়েছে। তার মধ্যে ওদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেই প্রায় জনা দশেক লোক এসেছেন। এছাড়া ওদের জ্ঞাতিগুষ্টিও কম নেই। আমি অবশ্য তাদের কাউকেই চিনি না। চেনার কথাও নয় অবশ্য। তবে সকলেই ভীষণ আন্তরিক। এই ধরণের আন্তরিকতা শহুরে মানুষদের মধ্যে থাকে না। এটা আমি হলফ করেই বলতে পারি। শহরের মানুষগুলোর মধ্যে কেমন একটা বিশ্বাসহীনতা, বন্ধুহীনতা, একটা পরশ্রীকাতরতা কাজ করে বলে মনে হয়েছে আমার। এখানে সেসব থেকে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। কদিন বেশ ভালোই কাটছে। বলাইবাহুল্য উপদ্রবহীন মুহূর্তযাপন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসবই ভাবছিলাম। হঠাৎ এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালাম।

BanglaBook.org

'অ ওলাউটো একেন কি করতিচি বাপ। মাগিগুলো ডুব করতেচে, অদিকে তাকাচ্চি নাকি?'

বুড়ির কথার অর্থ বুঝতে পেরেছি আমি। লক্ষ করিনি আগে। অনতিদূরের পাশের ঘাটটাতেই কয়েকজন মধ্য বয়স্কা মহিলা বুকে পাতলা কাপড় জড়িয়ে পুকুরে নেমেছেন। সেদিকে তাকালে একটা আলাদা অনুভূতিই হওয়ার কথা। তবে এ মুহূর্তে কীভাবে বিষয়টা ট্র্যাকেল করব সেটা ভাবতে ভাবতেই মুখে জোর করে হাসি এনে বুড়ির পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। ইচ্ছে করেই একটু কথা জড়িয়ে জড়িয়ে বললাম, 'আমার বন্ধুকে খুঁজতে এসেছিলাম এদিকে।'

বুড়ি সম্মান পেয়ে কিছুটা খুশি হয়ে জিগেস করল, 'তা কাদের বাড়ি এয়েচ বাছা?'

মুখে কোনো কথা না বলে আমি হাত তুলে তন্ময়দের বাড়িটা দেখিয়ে দিলাম।

'অ, তুই সর্দারদের বাড়ির নোক!'

বুড়ি আর কী বলতে যাচ্ছিল, ততক্ষণে তন্ময় আর ওর বন্ধু চলে এসেছে, 'ও পিসি ক্যামন আচ?' তন্ময় বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল। বুড়ি বলল, 'ভানো আছি বাবা, গতকাল উটোনে পড়ে গে দাবনায় খুব বেতা হইচে। এই একেনটায়, এই দ্যা ..' বুড়ি হাতটা তুলে ধরল। তন্ময় সেদিকে গুরুত্ব না দেখিয়ে আমাকে বলল, 'চলো দাদাবাবু চান করে আসি ওপাড়ার পুকুরতে। একদম পোস্কার জল।'

'একটু অপেক্ষা কর তাহলে গামছাটা নিয়ে আসি চট করে।' গামছাটা আনতে যাওয়ার আগে আর একবার বুড়ির দিকে তাকালাম। বয়েস সত্তরের উপরে হবে বলেই মনে হয়। মুখের ও গায়ের চামড়া খানিকটা কুঁচকে গেছে। মাথার চুলে পাক ধরলেও, বেশ ঘন ও ভরাট চুলের বাহার। মুখে

BanglaBook.org

পান। পরনের কাপড়টা একটু বেশিই ময়লা। তার ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আরেকবার হাসলাম, 'এখুনি আসছি।' এই বলে বাড়ির দিকে এগোলাম।

দুপুরবেলা খেতে বসে আজ অনেকটা ভাত খেলাম। উইদ বিউলির ডাল এন্ড আলুপোস্ত। পুঁইশাকের চচ্চড়িটাও এত দারুণ রান্না হয়েছে যে বলার নয়। আবার পাঁপড়ের তরকারিটাও বেশ টেস্টি হয়েছে। এসব খাবার ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব একটা পছন্দের নয়। চিরকালই এইসব চচ্চড়ি-ফচ্চরি থেকে আমি যথাসম্ভব দূরে থেকে এসেছি। তবে, তন্ময়ের মা যে এত সুন্দর রান্না করতে পারেন তা আমার ধারণাতেই ছিল না। এখানকার চালও খুব মোটা আর একটু কালচে ধরণের। অবশ্য একটা অন্যরকম গন্ধ আছে এখানকার গরম ভাতের। সত্যি বলতে হাতের আঙুল চেটে খাওয়ার মজাটা অনেকদিন পর আবার টের পেলাম। আজ দুপুরে খেতে বসে একটা জিনিশ বারবার লক্ষ করছিলাম। এমনকী গতকালও লক্ষ করেছি এটা। তন্ময়ের দূর সম্পর্কের এক মামাতো বোন কদিন ধরেই আমাকে খুব ঝারি মারছে। আভাসে ইঙ্গিতে মেয়েটা বোঝাতে চাইছে যে ও আমার প্রতি ইন্টারেস্টেড। অথবা এমনও হতে পারে, আমার এই বড়ো বড়ো দাড়িগোঁফ আর মাথার শ্রীহীন বিচ্ছিরি চুলে আমাকে পুরোপুরি পাগল দেখাচ্ছে। তাই হয়তো মেয়েটি মাঝেমধ্যে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে আমার মুখের দিকে। এটাও হতে পারে। তবে আমি যতটা সম্ভব ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। প্রথম কারণ তন্ময়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেকোনো কারণেই চির ধরুক এটা আমি চাই না। দ্বিতীয়ত, মেয়েটিকে দেখে খুব একটা ভালো লাগেনি আমার। তাই কাটিয়ে ফেলাই উচিত বলে মনে করলাম আমি। পুকুর ঘাটে আঁচাতে গিয়ে তন্ময় আমাকে বলল, 'দাদাবাবু তোমার সাথে কথা আছে।'

হয়তো বিষয়টা তার চোখে আটকেছে, মুখে কিছু না বলে তাই আমি মাথা হেলালাম। খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে উপরের ঘরে গিয়ে বসেছি।

BanglaBook.org

তন্ময়ই মুখ খুলল, 'কথাটা আমাকেই বলতে বলেছিল, তাই তোমাকে জানাচ্চি দাদাবাবু।'

কিছু না বুঝতে পেরে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে, 'কী ব্যাপারে কথা বলছিস?'

'খেতে বসে হয়তো দেখেছিলে ওই মেয়েটাকে, তোমার উলটো দিকে বসেছিল যে?'

মাথা নাড়িয়ে ওর মুখের দিকে স্থির চোখে তাকালাম।

'ও আমাদের দূর সম্পর্কের এক মামার একমাত্র মেয়ে। বাড়ি নিশ্চিন্দিপুর। এখান থেকে অনেকটাই দূর। তোমাকে ওর মা বাবার খুব পছন্দ হয়েচে। আমার থেকে ওরা তোমার সম্পর্কে সব জিগেস করে নিয়েচে। অনেক জায়গা জমি আছে ওদের। করবে নাকি বিয়ে?'

আমি বড়ো করে একটা হাই তুললাম, 'এতবড় একটা সুখবর শোনাবি ভাবতেই পারিনি মাইরি। এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ! শোন, আমার কাছে কিছু ভালো পাত্রের খোঁজ আছে, লাগলে বলিস ওদেরকে দিয়ে দেব।'

তন্ময় হেসে উঠল আমার রসিকতায়। তারপর কিছুটা মৌন থেকে হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠল, 'গ্রামের মেয়েদের এটা একটা খুব বড়ো সমস্যা গো দাদাবাবু, বয়েস বেড়ে যায় অথচ ভালো ছেলে খুঁজে পাওয়া যায় না।'

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। ব্যাপারটা বাস্তবিকই সত্য। গ্রামের দিকের এই সমস্যাটা শুধু যে ইকোনমিক্যাল কারণেই ঘটে তা নয়, এর সঙ্গে অনেকটাই জড়িয়ে থাকে সামাজিক কারণ। আমি তাকে বললাম, 'চল একটু ঘুরে আসি গ্রামের ভেতর দিয়ে। এই অবেলায় আর শুয়ে লাভ নেই।'

দু'জনে বেড়িয়ে পড়লাম।

হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের একদম শেষপ্রান্তে চলে এলাম আমরা। পথের

BanglaBook.org

ধারে একটা বড়ো বটগাছের নীচে বসে পড়লাম দুজনে। এখান থেকে দিব্যি রেল লাইনটা দেখা যাচ্ছে। তন্ময়কে হঠাৎ করেই বললাম, 'একটু গাঁজা বানা।'

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন?'

'তুমি তো কোনো নেশা করো নে। তাওলে গাঁজা বানিয়ে কী করব?'

'ইচ্ছে করছে জীবনে সবকিছু একবার চেখে দেখতে বুঝলি?'

ওর মুখ দেখে মনে হল সে আমার কথায় দারুণ খুশি হয়েছে। এতদিনে যেন আমি ওর মনের মতো হতে পেরেছি। এদিক সেদিক তাকিয়ে সে বলল, 'বাড়িতে বেরোবার আগে বলবে তো। কিচুই আনিনি আমি।'

'আমার কাছে সবই আছে বন্ধু, চাপ নিচ্ছেন কেন!'

আরও আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

মুখটা দামোদর নদের মতো করে বলল, 'পেলে কোতায় এসব?'

আমি বললাম, 'তোর ঘরে খাটের তলার ওই প্যাঁটরা বাক্স থেকে চুরি করেছি।'

ওর দিকে চেয়ে হাসলাম। জামার পকেট থেকে গাঁজার ছোটো প্যাকেটটা বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিলাম।

অবাক হওয়ার ঘোর তখনও তার কাটেনি। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি খাবে দাদাবাবু?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কলকেটা বানা দেখি কী করে করিস।'

মুহূর্তেই জড়তা কাটিয়ে কাজে লেগে পড়ল সে। কলকেটা একটা কাঠি দিয়ে পরিষ্কার করে নিল। তারপর গাঁজা বানানোয় মন দিল। আমি

BanglaBook.org

দূরের ফণীমনসার ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিড়বিড় করে বললাম, 'তুমি আমি উড়ে যাবো উত্তর দক্ষিণে।'

তন্ময় মুখ না তুলেই মশলা বানাতে বানাতে বলল, 'তোমার কি টান না দিয়েই চড়ে গেল নাকি দাদাবাবু?'

'নাহ।' মৃদু হেসে ওর দিকে তাকালাম।

আজকের মশলাটা অনেকটাই কড়া হয়ে গেছে। প্রথম টান দেওয়ার পর জানাল সে। আমি অবশ্য কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধুমাত্র একটা তীব্র গন্ধতে মাথা ঘুরছিল আমার। উদোম গাঁজা টানার পর দুজনেই জমির উপর গাছের ছাওয়ায় শুয়ে পড়লাম। হালকা হাওয়া দিচ্ছে। শীত শীত করছে বেশ। যদিও রোদের তেজ ভালোই আছে। তবুও কেমন ঠাণ্ডা লাগছে শরীরে। পাশের শুকিয়ে যাওয়া পানাপুকুর থেকে কাদার গন্ধ আসছে। তন্ময় হাতটা আকাশের দিকে মুঠো করে ধরে বলল, 'কেমন মেঘ করেচে না?'

আমার চোখ জ্বালা করছিল হঠাৎ। এত রোদে যেন চোখ ঝলসে যাচ্ছে আমার। আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম, 'তোর মাথা নির্ঘাত খারাপ হয়েছে। দেখছিস না কী রোদ!'

'কই? কই?'

ওর অবিরাম প্রশ্নের ভেতর আমি গান গেয়ে উঠলাম।

'দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি, শোধন হবে এ মোহের কালী,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার।।

BanglaBook.org

## ১৮

এই ক'দিন এখানে আছি, অথচ সত্যি কথা বলতে কি মেলার একটা অনুষ্ঠানও দেখা হয়ে ওঠেনি আমার। শুধু এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি দিনরাত। আর অবাক বিস্ময়ে একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থেকেছি সবুজ ধানখেত, নানারকমের গাছপালা আর নীল আকাশের দিকে। ভিড়ভাট্টা খুব একটা ভালো লাগে না আমার। মানুষের ভিড়ে মাথা ব্যথা করে। বমি পায়। বুকের ভিতরে অস্বস্তি বাড়তে থাকে। তবে আজ অভ্যেসের বাইরে গিয়ে মন্দিরের সামনেই যেদিকটায় পুকুরের ধার ঘেঁষে পর পর চারটে সবেদাগাছ আছে, তার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম কবিগান শুরু হওয়ার আগেই। এত ভিড় যে ঠিক পজিশনে দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগও নেই। সমস্ত গ্রামের লোক, বাচ্ছা বুড়ি সকলেই ধুলোতে মাদুর বিছিয়ে বসে পড়েছেন। কেউ কেউ আবার তালপাতার আসন বা কাঠের পিঁড়ে নিয়েও বসে পড়েছে ফাঁকফোকর দেখে। মন্দিরের বাঁ পাশে মাটিতে বাঁশ পুঁতে একটা ছোটো ছাউনি মতন করা হয়েছে। সেখানেই অনুষ্ঠান হয়। ওটাই নাকি এই গ্রামের যেকোনো অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পবিত্র জমি। সামনেই হারমোনিয়াম, বাঁশি, তবলা নিয়ে শিল্পীরা বসে আছেন। ভিড়ের মধ্যে মেয়ে আর ছেলেদের যদিও আলাদা জায়গা ভাগ করে দেওয়া আছে। কিন্তু সকলে প্রায় একসাথে মিশে গিয়েছে সেখানে। তন্ময় আমার কাঁধে হেলান দিয়ে বলল, 'মাথাটা ঝিম মেরেচে।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'মাথার আর দোষ কি?'

'একেন দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলেই সব ঝিম কেটে যাবে।' তন্ময় হেসে বলল।

'কেন?' একটু অবাক হলাম ওর কথায়।

'দেকবে হারমোনিয়াম আর বাঁশির আওয়াজে মাথার ঘিলু বেরিয়ে গেচে।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। রাধা ও কৃষ্ণ সেজে দুজন পুরুষমানুষ পায়ের নূপুরে সুর তুলতে তুলতে এগিয়ে এলেন। প্রথমেই মন্দিরের মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলেন। তারপর গান ধরলেন। যিনি রাধা সেজেছেন তার পরনে নীলবসন। এবং তার বেণী বাঁধা রয়েছে রত্ন থেকে তৈরি জরি দিয়ে। এছাড়া মালতী ফুলের হার তার গলায় দুলছে। যদিও সবই নকল, তবুও বেশ দৃষ্টি আকর্ষক। রাধা কাজল কালো চোখে তাকিয়ে আছেন কৃষ্ণের মুখের দিকে। কৃষ্ণের অঙ্গে পীতবসন। গুঞ্জাফুলের মালা দিয়ে মাথার চূড়ো টেনে বাঁধা রয়েছে। মুখে তার তাম্বুল। তারা দুজনেই গান ধরলেন মিঠে সুরে। বেজে উঠল মোহিনী বাঁশি।

হরি হরি আর কবে এমন দশা হবে।
ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দোঁহারে নূপুর পরাইব।
টানিয়া বান্ধিব চূড়া তাহে দিব গুঞ্জা-বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার!
পীতাম্বর বাস অঙ্গে পরাব সখী সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর।।
দুই রূপ মনোহারি দেখিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া।

BanglaBook.org

রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া।।
হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস।।

গান শেষ হওয়া মাত্রই হাততালি ও সমবেত প্রশংসা বাক্যে ভরে উঠল চত্বর। কেউ কেউ দশ টাকা ও কুড়ি টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে আরও একবার গানটি গাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন ওদের দুজনকে। আরও একবার বেজে উঠল বাঁশি। বেশ ভালোই লাগছে দেখতে। খুব একটা মন্দ নয় মোটেই। তন্ময় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা হলো গে কমন সাবজেক্ট। যেকোনো পালা শুরু হওয়ার আগে এরকম গান গাইতেই হয়, নাহলে মূল অনুষ্ঠান শুরু করা যায় না।'

আমি মাথা নাড়ালাম, 'তবে রাধার থেকে কৃষ্ণকেই বেশি সেক্সি লাগছে রে, মুখের গড়নটা দেখ!'

'ও হল হালদার পাড়ার নায়েবের ছেলে দিলীপ হালদার। খুব ধড়িবাজ ছেলে। মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।'

প্রত্যুত্তরে মুখে একটা শব্দ করলাম। গান এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। রাধা ও কৃষ্ণ প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন মাটির মঞ্চ থেকে। এবারে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম আমি। মূলত সামাজিক বিপর্যস্ততা তুলে ধরে তাকে সংস্কারের মেসেজ দেওয়াই প্রত্যেক অনুষ্ঠানের ঘটনাগুলির মূল উদ্দেশ্য। পর পর দুটো কবিগান দেখলাম। এবারে তৃতীয়টা চলছে। বেশ টান টান বিষয়। বিবাহের পর স্বামীগৃহে বধূ নির্যাতন ও তার ভয়াবহ পরিণাম। আসলে মানুষের লোভ, হিংসা প্রভৃতি

BanglaBook.org

খারাপ প্রবৃত্তিগুলোকে বাদ দিয়ে সুস্থ সমাজ গঠন করার কথাই এই দুদলের গানের লড়াইতে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। হঠাৎ এক বিকট শব্দে মন্দিরের পিছনের রাস্তার মুখটা ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেল। আরও একবার শব্দ হল। বোম পড়ছে। একটা নয়। পর পর দুবার বোম ব্লাস্টিং হল। কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। মানুষজন দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে। মহিলা, বৃদ্ধ ও বাচ্ছারা ধানখেতের দিকে দৌড় দিল। অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। প্রচন্ড চিৎকার চেঁচামেচির মাঝখানে কবিগানের কলাকুশলীরা হাতের সামনে পড়ে থাকা বাঁশ নিয়ে দল বেঁধে দৌড় দিল। একবার ফায়ারিং এর শব্দ শোনা গেল। কেউ বন্দুক নিয়ে গুলি ছুঁড়ছে। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। ঠেলাঠেলিতে সবেদা গাছের পাশের পুকুরটায় পড়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলেই। তন্ময় আমাকে কোনো মতে টেনে হিঁচড়ে উপরে তুলল। চাপা গলায় সে আমাকে বলল, 'দাদাবাবু, শিগগির বাড়ি চলো।'

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ততক্ষণে মন্দির চত্বর প্রায় ফাঁকা। গ্রামের কয়েকজন পুরুষ দা, কাস্তে, বঁটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে মেলা প্রাঙ্গনের লোকেরাও বাঁশ নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে কেউ কেউ ফিরে আসছে। একটু আগে যেখানটায় বোম পড়েছিল সেদিকেই ওরা সকলে লাঠিসোটা নিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল। তারা ফিরে আসতেই, তাদের মধ্যে একজন দাঁত চিবিয়ে বলে উঠল, 'খানকির ছাবালগুলো আমাদের একটুও শান্তিতে থাকতে দেয়নে। আমাদের মোচ্ছবটা ধুলো করার জন্যেই ওরা এইটে করল।'

অন্য একজন কাটারি তুলে বলল, 'আর সহ্য করবুনি অনেক হয়েচে, চল ওদের সবকটা মাথা কেটে দিয়ে আসি।'

একজন বয়স্ক পুরুষ গম্ভীর মুখে সব শুনছিলেন। তিনি ধরা গলায় আগেরজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা ক'জন ছিল রে?'

'চারজন।' চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল আগের বক্তা।

BanglaBook.org

'সোগোদের চিরে দুফালা করে মাটিতে পুঁতে দে আয়।'

সবাই হই হই করে উঠল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'সব ভোজালিগুলো মন্দিরতে বের কর গৌর, আজ এর বদলা নে তবেই ছাড়ব, এই বাবাহরির সামনে দাঁড়িয়ে বলতিচি।'

মন্দির সংলগ্ন আলোগুলো যেন অনেকটাই ম্লান মনে হচ্ছে। অনেকটা আবছা অন্ধকার লাগছে কিছুক্ষণ আগের ঝকমকে জায়গাটাকে। এই মুহূর্তে গ্রামের কুড়ি-পঁচিশজন পুরুষ ছাড়া এখানে আর কেউ কোথাও নেই।

যা ঘটে গেল তা নতুন কিছু নয়। আগেও বেশ কয়েকবার হয়েছে। এ গ্রামের প্রবীণেরা কিছুটা সহ্য করে নিলেও সমস্যা হল এখনকার ফুটন্ত রক্তগুলোকে নিয়ে। ওরা মানবে কেন? কী কারণে? দিনের পর দিন যদি কেউ পিছনে কাটি করতে থাকে, তাহলে একদিন না একদিন তো তাকে যোগ্য জবাবটা দিতেই হয়। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে জনা চল্লিশেক মোল্লার বাস। সেখান থেকে কয়েকজন মাঝেমধ্যেই গ্রামের ভিতরে ঢুকে এরকম তাণ্ডব চালিয়ে যায়। আগেরবারের গাজনের সময়েও ওরা এরকম করেছিল। সেবার কুলপি থানায় গিয়ে গ্রামের মানুষজন বিক্ষোভ দেখানোয় পুলিস আশ্বস্ত করেছিলেন গ্রামবাসীদের। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। যে কে সেই অবস্থা। এবারে আর পুলিশ নয়, এবারে জবাবটা ওরা রক্ত বইয়েই দিয়ে দিতে চায়। তাই মোল্লা পাড়াটাকে রাতারাতি একদম সাফ করে দেওয়ার জন্য সকলে মন্দিরের বারান্দায় গিয়ে আলোচনা শুরু করল। তন্ময় আর আমি তখনও মন্দিরের কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। সে আমাকে বলল, 'মোল্লাপাড়ার কয়েকজন এর জন্য দায়ি। ওরা চায় না আমরা আমাদের ধর্ম পালন করে বেঁচে থাকি। ওরা আমাদের শত্তুর।'

ব্যাপারটা বুঝতে খুব একটা দেরি হল না আমার। মৃদুস্বরে বললাম, 'ওই কয়েকজনের জন্য পুরো মোল্লাপাড়াটাকে দোষারোপ করে কী লাভ? আর আইন নিজের হাতেই বা এরা তুলে নিচ্ছে কেন তন্ময়? তুই এদের বোঝা,

BanglaBook.org

বারণ কর। ওরা যা করতে যাচ্ছে, এর থেকে বড়ো ভুল আর হয় না।'

'না দাদাবাবু, ওরা যা করতে চাইচে সেইটেই সঠিক।'

'তন্ময় তুইও শেষ পর্যন্ত একথা বলছিস?'

'ভুল কিছু বলচি নে। নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ওদেরকে মারতেই হবে।'

'ছিঃ, তন্ময়। লজ্জা হচ্ছে তোকে আমার ভাই বলে ভাবতে।'

আমাদের কথাবার্তা শুনে মন্দিরের ভেতর থেকে কয়েকজন এগিয়ে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। দোমড়ানো-মোচড়ানো মুখের একটা কালো চামড়ার লোক এগিয়ে এসে লালচোখ করে আমার দিকে তাকাল। তন্ময়কে বলল, 'এ সোগোটাকে একেন তে নে যা, নাহলে একুনি শুইয়ে দে যাব, কেউ ঘুনাক্করে জানতেও পারবে নে।'

আমাকে টেনে হিঁচড়ে কয়েকজন ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তন্ময়ের মধ্যস্থতায় কিছুজনকে শান্ত করা গেলেও ওরা কেউই চায় না আমি ওদের গ্রামের ব্যাপারে ন্যূনতম মাথা ঘামাই। কারণ, এই মাথা কেটে ফেলতে ওদের খুব একটা বেশি সময় হয়তো লাগবে না। গ্রামের একদল পুরুষ রাতের বেলায় এসে তন্ময়দের বাড়িতে জানিয়ে গেছেন, এ ছেলেকে গ্রামে রাখা চলবেনি। একেনতে যেন কাল ভোরেই ও গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। নাহলে ওর মিত্তু নিশ্চিত।

এ গ্রামে আসা অবধি এখানকার গাছপালা দিয়ে ঘিরে থাকা জীবন, দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ, পাগল হাওয়ার স্রোত এসবের সঙ্গে এখানকার মানুষগুলোকে নিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা অন্যরকম সমীকরণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল নিজেনিজেই। কিন্তু আজ যেন সব হিসেব নিকেশ নিমেষেই ঘেঁটে যাচ্ছে। মানুষ চেনা খুব কঠিন ব্যাপার। অথবা আমিই হয়তো পরিস্থিতি কিছুই আন্দাজে রাখতে পারছি না।

BanglaBook.org

## ১৯

আজ সকাল ৯ টা নাগাধ বাড়িতে এসে পৌঁচেছি। ভোর পাঁচটার ট্রেনেই কুলপি থেকে শিয়ালদাগামী নামখানা লোকাল ধরে পালিয়ে এসেছিলাম। আমাকে এগিয়ে দিতে তন্ময় ও আরও কয়েকজন স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল আমার সঙ্গে। ফেরার সময় কেউই কারোর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বললাম না। গতকাল রাত্রে কেউই ঘুমোইনি। তন্ময় আর আমি, আমরা দুজনেই সারারাত জেগে কাটিয়েছি। অবশ্য ওই ব্যাপারটা নিয়ে সে আর আমার সঙ্গে কোনো কথাও বলতে চায়নি। কারণ ওখানে আমাকে শোনার মতো কেউই নেই। আর যেহেতু আমি মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেছি, তাই আমিও ওদের শত্রুদের একজন। কিন্তু আমি তো হিন্দু বা মুসলমান কারোর হয়ে কোনো কথা বলতে চাইনি। বলতে চেয়েছিলাম মানবতার পক্ষে। মানুষের পক্ষে।

ভোর-রাতের দিকে যখন গ্রামের পথ ধরে স্টেশনের পথে আসছিলাম, তখনও ছাপোষা অন্ধকারে ভরে আছে সমস্ত গ্রাম। রাস্তায় জমে থাকা শুকনোপাতার দল শীতের হাওয়ায় শব্দ তুলছে অদ্ভুত। রাস্তার ধারের শুকিয়ে আসা পুকুরের কাদাপচার গন্ধ আর ধানখেতের আনাচে-কানাচে হঠাৎ বেড়ে ওঠা লিকলিকে বড়ো ধনচে গাছ ছেয়ে আছে নীল কুয়াশার ভেতর। অন্ধকারের আশ্চর্যরকম কুহকী রূপ দুহাতে জাপটে ধরে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম গ্রামের ধুলোপথে।

BanglaBook.org

বাড়িতে সকালে এসেই স্নান সেরে নিয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। তবে পারলাম না। এই অসময়ে ঘুমোবার অভ্যেস নেই আমার। তাই কবিতা নিয়ে বসলাম। হঠাৎ ইচ্ছে হলো ভীষণ। পুরনো কিছু লিটিলম্যাগের পাতা উলটে গেলাম কিছুক্ষণ ধরে। ভালো কোনও লেখা চোখে পড়ল না। ভালো লেখা বলতে যে লেখা আমাকে প্রভাবিত করবে, সেরকম কিছু খুঁজে পেলাম না আমি। অবশ্য এরকম লেখার সংখ্যাটাও তো কমে এসেছে। আজকাল কি আর সেরকম কোনো লেখা পাওয়া যায় যা মাথার কাছে রেখে সারারাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে? কিংবা যে লেখা পড়ার পর নিজেকে একলা করে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধে বসে থাকতে পারব? লিটিলম্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। দূর, ভাল্লাগছে না কিছু। এরকম আজকাল মাঝেমধ্যেই হয়। কিছুই করতে ইচ্ছে করে না একেক সময়। এরকম সিচুয়েশনে বারো বছর আগে নিজেকে খুঁজে বেড়াতাম। নিজের শব্দগুলোকে ছোঁয়ার চেষ্টা চালাতাম। হঠাৎ করে চোখ পড়ল বইয়ের র‍্যাকে অর্ধেক বেড়িয়ে থাকা সুনীল গাঙ্গুলীর কবিতা বইয়ের উপর। এই তো, নীরা ও জিরো আওয়ার।

''এখন
অসুখ
নেই,
এখন
অসুখ থেকে সেরে উঠে
পরবর্তী অসুখের জন্য বসে থাকা। এখন মাথার কাছে
জানলা নেই, বুক ভরা দুই জানলা, শুধু শুকনো চোখ
দেয়ালে বিশ্রাম করে, কপালে জলপট্টির মতো
ঠাণ্ডা হাত দূরে সরে গেছে, আজ এই বিষম সকালবেলা
আমার উত্থান নেই, আমি শুয়ে থাকি, সাড়ে দশটা বেজে যায়।''

কবিতার বইটা মাথার কাছে সরিয়ে রেখে চোখ বুজলাম। ভালো

BanglaBook.org

লাগছে না। আবার কি শুরু করা যায় না সবকিছু? কবিতা থেকে কি এভাবে দূরে সরে যাবো ধীরে ধীরে? এই যে দীর্ঘ বারো বছর দূরে সরে থেকেছি, এই দূরে থাকা কি আমার জীবনকে ছারখার করে রেখে দেয়নি? আমি কি ভালো থাকতে পেরেছি একদিনও? একটাও মুহূর্ত? চোখ বুজেই বিছানায় পড়েছিলাম। হঠাৎ করে চেঁচামেচির শব্দ শুনলাম। বাবা চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করছে। আমি কান পেতে শুনলাম কিছুক্ষণ। আমি বুঝতে পারছি। সকলেই আমাকে নিয়ে আজকাল ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছে। সকলের কাছেই আমি খারাপ হতে শুরু করেছি। আমার অস্তিত্ব পচতে শুরু করেছে ইদানীং। এই যে সারাদিন টইটই করে ঘুরে বেড়াই। মানুষের জনবহুল পথ ছেড়ে দিয়ে দূরের টিলায় একলা দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখি। এসব পৃথিবীর সকলকেই আমার বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর আমি আরও কিছুটা নির্জন হয়ে উঠছি প্রতিদিন।

'কী চায় ও? ও কি এবাড়িতে থাকতে চায়? তাহলে মাসে মাসে টাকা দিতে হবে। নাহলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।' বাবার স্বরগ্রাম ক্রমশ উচ্চ হতে থাকে। মা ফিসফিস করে বাবাকে কিছু একটা বলল। মায়ের গলা শোনা গেল না। মুহূর্ত পরেই আবারও বাবা চেঁচিয়ে উঠল।

'তোমার আস্কারাতেই এ ছেলে নষ্ট হয়েছে। তোমার জন্যেই। দ্যাখো গে যাও তো পাশের বাড়ির পলাশকে। ওর সঙ্গেই তো পড়ত। আজ কতো ভালো চাকরিবাকরি করে। বউবাচ্চা নিয়ে সুখে শান্তিতে সংসার করছে। মা-বাবাকে দেবতার মতো মাথায় করে রেখেছে। কী পেয়েছি আমরা ওর কাছ থেকে? চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আমাদের কথা নাহয় বাদ দিলাম। নিজের জন্য ভেবেছে কিছু? চোখ বুজলে কে দেখবে ওকে?'

'তুমি একটু শান্ত হও। শোনো ..' মায়ের করুণ আর্তি শোনা গেল।

পিতৃদেব আমার উপর বেজায় চটেছেন। আমার ঘরের দরজা ভেজানোই ছিল। আমি বালিশে মাথা রেখে সব শুনছিলাম। আসলে এরকম জোরে

BanglaBook.org

জোরে চিৎকার করে বলার অর্থ হলো আমাকেই পরিষ্কার করে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলো শোনানো। আমি বাবার সমস্ত কথাই মন দিয়ে শুনছিলাম। পাশের বাড়ির পলাশের মুখটা চোখের উপর ভেসে উঠল। ছেলেবেলায় কী গবেটটাই না ছিল সে। পড়াশোনায় একদম গোবর। সেই ছেলেটাও আজকাল দায়িত্ব বোঝে। পরিবার সামলায়। বউবাচ্চা আগলে রাখে। বাবার কথায় আমি খুব একটা আশ্চর্য হলাম না। আসলে বাবা প্রতিটা মুহূর্তে আমাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এবং আমিও তো জানি। জীবনের যে কোনো মুহূর্তেই নতুনভাবে আরেকটা জীবন শুরু করা যায়। কিন্তু আমার সবকিছু যেন বারো বছর আগেই থমকে রয়েছে। বারো বছর আগেই মৃত্যু হয়েছে আমার। আসলে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বহু আগেই মারা গেছেন। আমি অন্য একজন রজতেন্দ্র। আমার সঙ্গে ওই রজতেন্দ্রর কোনোদিনও কথা হবে না আর।

বাবা তখনও চেঁচাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে রয়েছেন আমার উপর। আমি বাবার অভিমানের কারণ বুঝি। তার কষ্টটা আমি বুঝি। কিন্তু আমি নিরুপায়। কিছুই আর ঠিক হবার নয়। চোখটা জ্বালা করে উঠল। গতরাতে ঘুম না হওয়ায় খুব ক্লান্ত লাগছে। আমি এইসব চেঁচামেচির ভিতরে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। ভিতর থেকে দরজার ছিটকিনিটা দিয়ে দিলাম। পিতৃদেব যেভাবে আমার উপর ক্ষার খেয়ে রয়েছেন, হয়তো ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বিছানাশুদ্ধু আমাকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়েছে। বলা যায় না কিছুই। তাই দরজা ভিতর থেকে দিয়েই চোখ বুজলাম। চোখ বুজে এপাশ ওপাশ করছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। অথচ চোখের পাতা জুড়ে রয়েছে। কিছুতেই চোখ খুলতে পারছি না। মাথার ভিতর কিছু একটা দুশ্চিন্তা ঢেকে ফেলছে আমায়। এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিছুই মনে নেই। হঠাৎ মনে হল আমার পায়ের আঙুলে কিছু একটা ঠোকর মারছে। খুব মৃদু কামড়ের মতো অনুভব করছি কিছু। হুড়মুড় করে জেগে উঠলাম। চাদরটা গায়ের থেকে সরিয়ে লক্ষ করলাম। কই কিছুই নেই তো?

BanglaBook.org

ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম। কোথাও কিছুই নেই। আমি পায়ের আঙুলগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। নাহ, কোনো কামড়ের দাগ বা আঁচর কিছুই নেই। অথচ স্পষ্ট অনুভব করলাম। চাদরটা গায়ে টেনে আবারও শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সন্দেহ হলো। ঘরের অল্প আলোতে খাটের পায়ের কাছে একটা ছায়া জমে রয়েছে। আমি বিছানা থেকে নেমে খাটের নীচে উবু হয়ে তাকাতেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। হাঁসটা আমার একদম মুখের কাছে। আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার গা-টা হঠাৎ করে গুলিয়ে উঠল। মাথার ভেতর যন্ত্রণা অনুভব করলাম। একটা পাজামা আর হাফহাতা গেঞ্জি পরে শুয়ে ছিলাম আমি। ওই পোশাকেই তক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো। এই যে কয়েকদিনের জন্য তন্ময়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানে এমন কোনো বিপত্তি ঘটেনি। অথচ নিজের শহরে, নিজের বাড়িতে ফিরলেই এক মুহূর্তও তিষ্ঠোতে পারছি না আমি। কী জ্বালায় যে পড়েছি। ডাক্তারের ওষুধও কোনো কাজে লাগছে না। বলেছিল এসব নাকি একাকিত্বের ফলে হচ্ছে। অথচ আমার তেমনটা মনে হচ্ছে না কিছুতেই। আচ্ছা আমি কোনো খারাপ আত্মার খপ্পরে পড়িনি তো? ভূতটূতের পাল্লায় পড়িনি তো আমি? সেই যে কুলপীর অমূল্যচরণ যেমন একটু একটু করে মৃত্যুতে ডুবে গিয়েছিলেন, আমার জীবনেও কি তেমন কোনো পরিণাম ঘটবে শেষপর্যন্ত?

বিকেল পাঁচটা বাজে। বাইরের আকাশ মেঘলা। আমি লুকিয়ে সবার চোখের আড়ালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি রাস্তায়। আমার পরনে পাজামা আর সেই হাফহাতা গেঞ্জি ছাড়া আর কিছুই নেই। তালকানার মতো কলকাতার রাস্তায় এদিক সেদিক দৌড়োতে শুরু করলাম। যদিও কোথায় যাবো কী করবো কিছুই বুঝতে পারছি না এই মুহূর্তে। ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছে। এত তাড়াতাড়ি যেন শহরটা অন্ধকারে ছাইছে। এটা কোন রাস্তা আমার জানা নেই। অসম্ভব জোড়ে জোড়ে হাঁটছি আমি। একপ্রকার দৌড়োনোই

BanglaBook.org

বলে একে। অথচ কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি আমার জানা নেই। যেন এক অদৃশ্য নির্দেশে আমি নিজের অনিচ্ছাতেই এসব করছি। পিছনে ফিরে দেখলাম। মনে হলো ছায়ার মতো হাঁসটা আমার পিছু নিয়েছে। যদিও তাকে দেখতে পেলাম না কোথাও। অন্য একটা রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় দেখলাম গাছগুলো নতুন পাতা গজানো সবুজের অপেক্ষায় রয়েছে। চারিদিকে একটা আবছা আলোয় ভরে রয়েছে সমস্তটা। অজানা একটা গলিতে ঢুকলাম। হঠাৎ মনে হলো দৌড় লাগাই একটা। হাঁসটা আমায় ধরে ফেলবে এবার। সে আমার পিছনেই রয়েছে। সে আমায় ধাওয়া করা শুরু করেছে। দু-একটা মোটরবাইক আমার গা ঘেঁষে হুস হুস করে চলে গেল। গাড়ি থেকে দু-একটা চ্যাঙড়া ছেলে গালাগালও দিল আমায়। আমি এসব কানে তুললাম না। হাঁসটার থেকে পিছু ছাড়াতে হবে আমায়। আমি দৌড় শুরু করলাম। হঠাৎ করেই খুব জোড়ে ধাক্কা লাগল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বৃদ্ধ লোকটি রাস্তায় পড়ে গেছেন আমার ধাক্কা খেয়ে। বয়স্ক মানুষটি মুখ দিয়ে 'উঁহু' শব্দ করে উঠলেন। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কিছুটা যন্ত্রণা পেয়েছেন ভদ্রলোক। এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা ধরে তাকে তোলার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমাকে ভালো করে লক্ষ করছেন তিনি। হয়তো ভিতরে ভিতরে রাগে গজরাচ্ছেন। কিন্তু প্রকাশ করছেন না। পাছে যদি আমি তার সাথে কোনো খারাপ আচরণ করি।

তিনি আমার দিকে মিটিমিটি চোখে তাকালেন। আমিও এবার তাকে ভালো করে লক্ষ করলাম। বয়েস ষাট-সত্তরের কাছাকাছি হবে হয়তো। গায়ের রঙ দুধে-ফর্সা। ভদ্রলোককে হাত ধরে তোলার সময় লক্ষ করেছিলাম তার হাতের চামড়া বয়েস অনুযায়ী খুব একটা কুঁচকে যায়নি। এমনকী তার মাথার চুলও প্রায় পুরোভাগেই কালো রয়েছে। আমি তাকে হাত ধরে তুলে বললাম, 'আমায় ক্ষমা করে দিন। আমি বুঝতে পারিনি।'

তিনি ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'কাকে দেখে দৌড়োচ্ছিলে?'

BanglaBook.org

এই রে! বিপদে পড়ে গেলাম! এই বুড়োকে কী করে বোঝাবো এবার? আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'কিছু না।'

তিনি আবারও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে বলো। কোনো ভয় নেই।'

বেশ ঘাবড়ে গেলাম আমি। কী যে উত্তর দেবো কিছুই বুঝতে পারছি না। বুকের ভিতরটাও যেন নরম হাওয়ায় ঝাউপাতার মতো কেঁপে চলেছে। রীতিমতো হালকা ঘেমে উঠেছে আমার নাকের ডগা। বয়স্ক লোকটি আমার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। যেন আমার ভিতরটা খণ্ড খণ্ড করে পড়ার চেষ্টা করছেন তিনি। আমি কীভাবে যে তার দৃষ্টি থেকে লুকোবো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেমন একটা ধরা পড়ে যাওয়ার অজানা ভয়ে খুব অস্থির হয়ে উঠলাম। তার সামনে থেকে দৃষ্টি লুকিয়ে ভাবলাম জোরে দৌড় মারি। ঠিক এমন সময় তিনি আমার ডানহাতটা চেপে ধরলেন, 'আমাকে ভয় পাচ্ছ কেন?'

আমি নিরুত্তর রইলাম।

তিনি আবারও বললেন, 'বলো কী সমস্যা তোমার? কোনো ভয় নেই।'

তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

আমি ভিতরে ভিতরে শান্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম। সত্যিই তো। কীসের ভয়? কিন্তু এই বুড়োকে নিজের সমস্যার কথাই বা আমি বলতে যাবো কেন? তাতে আমার কী লাভ? উনি কি সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন? বরঞ্চ আমি যদি তাকে এই মুহূর্তে ওই হাসের কথা বলি তাহলে হয়তো তিনি আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে পড়বেন। ভাববেন হয়তো মাথায় ছিট আছে আমার। নিজের মানসিক বিপর্যস্ততার কথা অজানা কাউকে না শোনানোই ভালো। আমি বৃদ্ধলোকটিকে বললাম, 'নাহ তেমন কিছু নয়।'

BanglaBook.org

আমার কথা শুনে তিনি হাসলেন।

আমার ডানহাতে হালকা চাপ দিয়ে বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে আবার কোথায়?'

'কেন? মানে আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে কী করতে যাবো?'

'এককাপ চা খেতে তোমার আপত্তি কোথায় হে ছোকরা?'

'না না আপত্তির কিছু নেই। আসলে আপনি তো ..'

'সম্পূর্ণ অপরিচিত তাই ভয় পাচ্ছ তাই তো?'

'না না তা নয় ..কিন্তু ..'

'আসলে আজকাল মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস একদম মরে গেছে। আমাদের সময়ে এমন দিনকাল ছিল না বুঝলে?'

নিজেকে অপরাধী মনে হল এই বয়স্ক মানুষটির সামনে। কিছুটা লজ্জাবোধ হলো আমার।

'চলুন'। আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম।

তিনি আর কোনো কথা বললেন না। আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলেন। আমিও ধীরে ধীরে তার সঙ্গে পা মেলালাম। এবং আশ্চর্যের কথা হাঁসটাকে আর দেখতে পেলাম না কোথাও। বার কয়েক পিছনে ফিরেও তাকালাম। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। হঠাৎ করেই একটা প্রশান্তি অনুভব করছি মনের ভিতর। বেশ ফুরফুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে আমার মগজের মধ্যে।

'তোমার নামটাই জানা হলো না?' ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন আমায়। কিছুটা থেমে থেমে কথা বললেন।

BanglaBook.org

'রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।' আমি তাকে শুধোই।

'কী করো?'

'কিছু না।'

'চাকরি-বাকরি কিছু করো না তাই তো?'

'হুঁ।' আমি জবাব দিয়ে চুপ করে গেলাম। লক্ষ্য করলাম উনি আমার উত্তর শুনে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। অন্য কেউ হলে হয়তো এতক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন, 'আগে চাকরি করতে নিশ্চই?'

'হ্যাঁ। আগে একটি বেসরকারি সংস্থায় ভালো মাইনের চাকরি করতাম।'

'চাকরি ছাড়ার বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?'

'আসলে আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ জানিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া আমার নিজেরও আর চাকরিতে মন লাগছিল না। তাই সেটা চলে যাওয়ার পর আর অন্য কোনো কাজের সন্ধান করিনি।'

'চাকরি ছাড়া আর কিছু করতে?'

'না।'

উত্তরটা দেওয়ার পরই মনে হলো ওনাকে কেন আমি আমার সম্পর্কে জানাচ্ছি? আমি তো ওনাকে চিনিই না। কিন্তু মানুষটাকে উপেক্ষাও করতে পারছি না। কী একটা আকর্ষণ ভিতরে ভিতরে অনুভব করছি আমি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'আসলে আমি একসময় কবিতা লিখতাম। সেসব একযুগ আগের কথা। এখন আর লিখি না।'

কথাটা বলে ফেলার পরই যেন নিজেকে কেমন অপ্রস্তুত মনে হলো। কথাটা বলা ঠিক হলো কি না জানি না। কী বলতে কী বলে ফেলছি আমি নিজেই জানি না।

BanglaBook.org

'তোমার কবিতা আমি পড়েছি। তুমি তো বহুপঠিত একজন মানুষ। তোমার লেখা বেশ কিছু বই এখনও আমার কাছে আছে। আসলে আমার মেয়ে কল্যাণী কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসত। সেই-ই খুঁজে খুঁজে আমাকে তার ভালোলাগা বইগুলো পড়াত।'

কিছুটা সন্দেহ হল আমার। আমাকে কোনো কারণে ইমপ্রেস করার জন্য এসব বলছে না তো? সত্যিই আমার কবিতা পড়েছেন উনি? কোন কবিতাটা পড়েছেন খুব জানতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করার আগেই তিনি আমায় অবাক করে দিয়ে বললেন, 'তোমার লেখা 'এরকমই মেঘলা এক দিনে' বইটা আমার সব চাইতে প্রিয়।'

আমি একবিশ্ব বিস্ময়ে ভদ্রলোককে নিরীক্ষণ করতে রইলাম।

BanglaBook.org

## ২০

বৃদ্ধ মানুষটি আমার সঙ্গে কথা বলে প্রায় সবকিছুই জেনে নিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই। আমরা একটা বড়ো বাড়ির সামনে এসে থামতেই তিনি আমার মুখের দিকে হাসিমুখে তাকালেন, 'এই তো চলে এসেছি। এসো ভিতরে যাওয়া যাক।'

আমি কিছুটা ইতস্তত করে বললাম, 'আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে। আজ আমি বেরোই। আমাকে মাফ করবেন।'

তিনি আমার কথায় কোনো পাত্তা না দিয়ে আমার হাত টেনে ধরে একপ্রকার জোর করেই বাড়ির ভিতরে নিয়ে এলেন। ভিতরটা বেশ সাজানো-গোছানো। সম্ভবত এই ঘরটি পড়াশোনা করার জন্য ধার্য করা হয়েছে। জানলার কাছে ছোটো ছোটো অজানা নীল ফুলের গাছ। ঘরটি আয়তনে বেশ বড়োসড়ো। বইয়ের শেলফের দিকে তাকালে বোঝা যায় নিয়মিত সমস্ত বইগুলিকেই ঝাড়পোঁছ করা হয়। কতো রকমের বই! মন জুড়িয়ে যায়। অনতিদূরেই টেবিলের উপর ছোট্ট ফুলদানি। তার পাশেই ডাক্তারি স্টেথোস্কোপ।

'আপনার চা-টা কি এখানে রাখবো?'

লক্ষ্যই করিনি কখন আমার সোফার পাশে এসে একজন অল্প বয়স্কা

BanglaBook.org

মহিলা চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি ঘরটা এত খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলাম যে ঘরের মধ্যে অন্য কে এলো বা গেলো কিছুই খেয়াল রাখিনি। আমি সেই মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা সৌজন্য দেখাবার চেষ্টা করলাম, 'আমার হাতেই দিন প্লেটটা।'

তিনি হাসলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কই দেখছি না তো ঘরে!

'উনি কোথায় গেলেন?' আমি নিজের মধ্যে চাপা উদ্বেগ লুকিয়ে রেখে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

'কে? রাঙাজ্যেঠু? পোশাক পালটাতে গেছেন। এখনই চলে আসবেন। আপনাকে বসতে বললেন।'

মানুষটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তাই ইচ্ছে হলো এই মেয়েটির কাছ থেকে কিছু তথ্য জোগাড় করার। তাকে জিগেস করলাম, 'ওনার নাম আমার জানা হয়নি।'

'আমরা রাঙাজ্যেঠু বলে ডাকি। উনি ডাক্তার সব্যসাচী সরকার। মানুষের মনের রোগ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বেশিরভাগ সময়েই বিদেশে থাকেন। গত তিনমাস ধরে কলকাতাতেই রয়েছেন।'

আমি কেমন অবাক হয়ে গেলাম। মানুষটিকে দেখে কিছু বোঝবার জো নেই।

'আর কে কে রয়েছেন এ বাড়িতে?'

মেয়েটি সামান্য হেসে বললেন, 'অনেকেই থাকেন এখানে। সেসব নাহয় আপনি রাঙাজ্যেঠুকেই জিগেস করে নেবেন।'

বুঝলাম যা তা প্রশ্ন করা হয়ে যাচ্ছে। কে থাকেন বা না-থাকেন সেসব নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করাটা অভদ্রতা।

'চৈতালী আমার চা এনে দে।'

BanglaBook.org

রাঙাজ্যেঠু ঘরে প্রবেশ করলেন। মেয়েটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি মৃদুস্বরে বললাম, 'আপনি একজন ডাক্তার?'

'ওই আর কি' হেসে বললেন, 'যাকে তোমরা সাইকিয়াট্রিস্ট বলে থাকো।'

তিনি আমার বিপরীতে সোফায় বসে একটা সাদা কাচের চশমা চোখে গলালেন। হাসিহাসি মুখ করে আমায় বললেন, 'কিছু একটা সমস্যায় ভুগছ তুমি। আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পার। কোনও ভয় নেই। আমি সর্বতোভাবে তোমাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করব।'

'কিন্তু আমার তো কোনো টাকাকড়ি নেই?' মুখ ফসকে তাকে বলে ফেললাম।

তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'টাকার জন্য তোমাকে কি ডেকে আনলাম অত দূর থেকে? তুমি ওসব নিয়ে ভুল করেও ভেবো না। তুমি আমার ছেলের মতো। তার থেকেও বড়ো কথা তুমি আমার অন্যতম প্রিয় কবি। তোমার সাথে দেখা না হলে কোনোদিন জানতেই পারতাম না এই সেই মানুষ যার কবিতা পড়ে আমি মানুষের গভীরে অবাধ যাতায়াত করতে পেরেছি।' কথা শেষ করে আবারও হাসলেন তিনি। এবারে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো, কী সমস্যা তোমার? কাকে ভয় পেয়ে অমন দিশেহারা হয়ে দৌড়োচ্ছিলে?'

কোথা থেকে সবকথা শুরু করব সেসবই ভাবছিলাম। ইতিমধ্যেই সেই মেয়েটি রাঙাজ্যেঠুকে চা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি চায়ের কাপে হালকা চুমুক দিয়ে আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাকে বলতে শুরু করলাম, 'আসলে বেশ কয়েকমাস ধরে আমাকে একটা হাঁস তাড়া করে বেড়াচ্ছে।' তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সোফায় সোজা হয়ে বসলেন। আমি বলা শুরু

BanglaBook.org

করলাম, 'যখন তখন যেখানে সেখানে একটা হাঁস আমার দিকে তাকিয়ে থাকছে। আমার কোনো প্রাইভেসি আমি বজায় রাখতে পারছি না। এর আগে আমি ডাক্তারও দেখিয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি তাতে কিছুই। ওষুধ খেয়েছি বেশ কয়েক সপ্তাহ।'

'কবে থেকে এটা শুরু হয়েছে তোমার?'

'কবে থেকে শুরু হয়েছে তা আমি সঠিক করে বলতে পারবো না। তবে ইদানীং গত দুমাস ধরে আমি খুব ভুগছি। প্রথম প্রথম আমি বিষয়টাকে ইগনোর করতাম। চোখের সামনে হঠাৎ কোনো হাঁস ভেসে উঠলেও আমি অতটা মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু আজকাল তো প্রায় সব জায়গাতেই এটা শুরু হয়েছে। আর কেন জানি না আমার শুধু মনে হচ্ছে আমার ব্যক্তিজীবনের কোনও গোপনীয়তাই আমি বজায় রাখতে পারিনি। প্রতিটা মুহূর্তে এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একটা হাঁস আমাকে লক্ষ্য করে চলেছে।'

'কবিতা লেখাটা ছেড়ে দিলে কেন হঠাৎ করে?'

আমি এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি চায়ের কাপটা একপাশে সরিয়ে রেখে আমার দিকে তাকালেন।

'জানি না কেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিলাম। তবে একটা তীব্র রাগ হত নিজের উপর। মনে হত আমার সৃষ্টিই যেন আমাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। আমি ক্রমশই অসামাজিক হয়ে উঠছিলাম। কবিতার মধ্যে এতটাই নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছিলাম যে আমার ব্যক্তিগত জীবনকে আলাদা করে আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি। আমার মা বাবা প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব সকলের থেকেই ধীরে ধীরে দূরে সরে এসেছিলাম। অথচ আমি নিজে বুঝতে পারছিলাম এর জন্য আমি নিজেই দায়ি ছিলাম।'

'তোমার তো যথেষ্ট খ্যাতি ছিল? তা সত্ত্বেও সরে এলে?'

'এই খ্যাতির জন্য একসময় নিজের প্রাণাধিক প্রিয় ভালোবাসার

BanglaBook.org

মানুষটিকে হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। সেসব অনেক কথা ডাক্তারবাবু। আমি আপনার কাছে হাতজোড় করছি এসব আর জানতে চাইবেন না। আমার মাথার ভিতর অস্বস্তি হতে থাকে এসব পুরনো কথা ভাবলেই।'

'বেশ। জিগেস করবো না।'

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'তুমি কি চাও তোমার এই কেসটা আমি স্টাডি করি?'

'মানে?' আমি নির্বোধের মতো প্রশ্ন করলাম।

'মানে আর কিছুই না। তোমার এই মানসিক ব্যাধিকে আমি সাইকোথেরাপির মাধ্যমে ঠিক করে দেবো। কিন্তু আমার কথামতো চলতে হবে। এটাই একমাত্র এবং প্রথম ও শেষ শর্ত।'

'কিন্তু আমার কী হয়েছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এটা কি কোনো রোগ? নাকি আমায় কোনো ভূতে ধরেছে? কেন আমি বারবার এরকম হাঁস দেখে বেড়াচ্ছি যার জন্য আমার জীবনটা ক্রমেই বিপন্ন হয়ে উঠছে।'

'এসব নিয়ে কোনো চিন্তাই কোরো না। আমি তোমাকে সব ডিটেলে জানাবো। কীভাবে এটা থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে সে পথও তোমায় বাতলে দেবো। কিন্তু তার জন্য আমাকে দুদিন সময় দিতে হবে।'

'তাহলে আমাকে এই মুহূর্তে কী করতে হবে আপনি বলে দিন।'

'কিছুই না। আপাতত তুমি একটা যেকোনো চাকরি খোঁজো যা থেকে তুমি তোমার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারো।'

'কিন্তু চাকরি করতে তো আমার একদম ভালো লাগে না।'

'তাহলে কী করতে তোমার পছন্দ?'

'আমি কবিতা লিখতে চাই। আমি আবার শুরু করতে চাই।'

BanglaBook.org

'তাহলে সেটা আজ থেকেই নাহয় শুরু করে দাও।'

'হ্যাঁ আমি শুরু করতে চাই কিন্তু পারছি না। ভয় করছে। মনে হচ্ছে কবিতা গুলোই একেকটা হাঁস হয়ে আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।'

'তুমি সবকিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করো।'

'আমি কবিদের সহ্য করতে পারি না। এমনকী নিজেকেও না।'

'কেন?'

'পৃথিবীর যাবতীয় লোভ, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা একমাত্র কবিদের মধ্যেই সার্বিকভাবে থাকে। তাই কবিদের থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি। নিজেকেও কবি ভাবতে ঘেন্না হয় আমার। কিন্তু মাঝেমধ্যে একটা ভাষাহীন মানুষ জেগে উঠত আমার ভেতর। নদীর কিনার ধরে সেই একাকী মানুষটা হেঁটে যেত উদাসীন। আর আমি তার দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে রইতাম।'

'হ্যাঁ সেই মানুষটাকেই খুঁজে বের করতে হবে তোমায়। তাহলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।'

'কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব?' আমি মরিয়া হয়ে রাঙাজ্যেঠুকে প্রশ্ন করলাম।

'পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছুই হয় না। সবই সম্ভব। আর সেই উপায়টা আমি তোমায় বাতলে দেবো। ডোন্ট বি ওয়ারি মাই বয়।'

হাসলেন তিনি। আমিও সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম এবার। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনের মধ্যে এক অন্যরকম প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছে। নিজেকে কতো হাজার বছর পর যেন সম্পূর্ন উদ্বেগহীন মনে হচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'তুমি দুদিন পর এসে আমার সাথে দেখা করো। আমি বিষয়টা ভালো করে স্টাডি করে নেই। দেন তারপর আমরা প্রসেসিং শুরু করবো কেমন?'

BanglaBook.org

আমি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এই জায়গাটার নাম বুড়োশিবতলা দক্ষিণপাড়া। আমি আগে কখনও এদিকটায় আসিনি। পকেট থেকে ফোনটা বের করে টাইম দেখলাম। রাত্রি পৌনে ন'টা বাজে। আকাশে মেঘ করে আছে। ঠাণ্ডাটা অনেকটাই কমে এসেছে। একটা হালকা চাপা গরম রয়েছে। যদিও বোঝার উপায় নেই সেভাবে। আমি ফোনটা বের করেই হঠাৎ করে পর্ণাকে কল করলাম। কেন যে ওকে ফোন করতে গেলাম আমার জানা নেই। তবে ওর কথা হঠাৎ করেই মনে পড়ল। যখনই আমার ভিতরটা একটা অস্থির অবস্থায় থাকে আমি তখন ওকেই ফোন করে কিছুটা হালকা হওয়ার চেষ্টা করি। আর তাছাড়া পর্ণা কি আমার আজকের পরিচিতা? সেই কবে থেকে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব! যেন-বা আমার কবিতা-বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে সে আলাপচারিতা জমাতে এসেছিল আমার সঙ্গে। কী সুন্দরভাবে কথা বলে ও। কতকিছু যে শিখেছি ওর কাছ থেকে তা বলার নয়। এই জীবনের একেকটা অংশ ঋণী রয়ে গেছে কতো মানুষের কাছে! এই প্রথমার্ধের রাত্রি আমার অসমাপ্ত আত্মহননের কথা নীল আলোয় আলোয় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে শহরের রাস্তায়। আমি ফোনটা কানের কাছে নিয়ে এলাম। রিং হচ্ছে।

'হ্যালো..।' ওর মৃদুকণ্ঠ বেজে উঠল কানের উপর।

কিছুটা নীরব মুহূর্ত দুজনকে যেন মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। আমি কোনো ভূমিকা না করেই বললাম, 'কেমন আছ পর্ণা?'

'যেমন তুমি রাখো আমায় সবসময়, তেমনই ..'

'জিগেস করবে না কেন ফোন করলাম হঠাৎ করে?'

'না।'

'কেন? রাগ করেছ সেদিনের আচরনে?'

'না।'

BanglaBook.org

'তাহলে?'

'পুরনো কথা তুলে লাভ আছে কোনো?'

'তোমার বাড়ির সকলে ভালো আছেন?'

'হুঁ, সব ঠিক আছে এখন। শুধু একজনকে নিয়েই আমার যত চিন্তা?'

'কাকে নিয়ে?' কিছুটা আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলাম।

'তোমাকে নিয়ে। আবার কাকে?'

আমি হাসলাম। মনটা এখন শান্ত নদীর জলের মতো বয়ে চলেছে।

'আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'তাই?'

'হুম।'

'আমি যেভাবে তোমাকে চেয়ে এসেছি এতকাল সেভাবেই তো সিদ্ধি লাভ ঘটবে আমার।'

পর্ণা হাসল ফোনের ওপারে।

আমি বললাম, 'তোমার তত্ত্বের কথা আজ আমার ভালোবাসাকে না জানি কতোটা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। কিন্তু আমি তোমার সবটুকু বুঝে ফেলেছি।'

'কী করে বুঝলে এ তত্ত্ব আমার?'

'তোমার নয়?'

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।'

'তুমি বুঝিয়ে না দিলে কিছুই বুঝব না।'

ফোনের ওপারে একটা লম্বা শ্বাস টেনে পর্ণা বলল, 'অভীষ্টে সকলেই পৌঁছোতে চায়। কিন্তু ঈশ্বরের তো ভাবের অন্ত নেই। তাই জ্ঞানী, ভক্ত,

BanglaBook.org

সকাম উপাসক, নিষ্কাম উপাসক, কর্মী, এরা প্রত্যেকেই কে কীভাবে তাকে লাভ করবে তা কেউই জানি না। কিন্তু ঈশ্বর বলছেন, যে আমাকে যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। অর্থাৎ মানুষেরা যে পথেই তাঁকে অনুসরণ করুক না কেন, সব পথই তার গৃহের দরজায় গিয়ে মেশে। শেষপর্যন্ত সকলে সর্বপ্রকারে তাঁর পথেরই অনুসরণ করে থাকে। নিজের অজান্তেই।'

'বুঝলাম।' আমি ছোট্ট করে ফোনের এপার থেকে বললাম তাকে। সে মুহূর্তেই প্রসঙ্গ পালটে ফেলে আমায় জিগেস করল, 'কেমন আছো তুমি?'

আমি মুহূর্ত থেমে থেকে তাকে বললাম, 'জানি না ঠিক আসলে আমি কেমন আছি। তোমাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম। একটা সমস্যার মধ্যে আমার দিন কাটছে।'

'কীসের সমস্যা?'

'থাক সেসব।'

'কেন থাকবে? বলোই না!'

'জীবনানন্দের কিছু পঙক্তি মনে পড়ছে।'

'যেমন?'

আমি শান্ত গলায় স্মৃতি থেকে কয়েক লাইন বললাম।

'আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি:
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে'

ফোনের ওপ্রান্তে পর্ণার বিমোহিত স্বর শোনা গেল,

BanglaBook.org

'তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে

ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে

আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে

আকাশের রূপালী শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম-'

দুজনেই চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। সে বলল, 'তোমার সমস্যাটা এখনও কমেনি?'

'নাহ। আমি আগে একজন সাইকোলজিস্টের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি কোনো সুরাহা করতে পারেননি।'

'সত্যি করে বলো তো কী সমস্যা হচ্ছে তোমার?'

'আমাকে দিনরাত তাড়া করে বেড়াচ্ছে সেই হাঁস।'

'কী চায় সে?'

'জানি না। সে আমাকে লক্ষ্য করে চলেছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসেও সে আমায় দুঁদে শিকারির মতো নজর রেখে চলেছে।'

'তুমি অন্য কোনো ডাক্তারকে দেখাচ্ছ না কেন?'

'দেখিয়েছি পর্ণা। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে আজ আমার পরিচয় হয়েছে। তিনি আমার চিকিৎসা করবেন বলে জানিয়েছেন।'

'শোনো, তোমার মনের ভিতর থেকে এই অপ্রাসঙ্গিক ভাবনাগুলোকে দূরে সরিয়ে ফেলো। এসবই তোমার মনের ভুল। অহেতুক আজগুবি কিছু কল্পনা করে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছ তুমি।'

'না পর্ণা। তা নয়। এমন নয় যে আমি নিজে থেকে ভাবতে চাইছি। বরং সবকিছু ভুলে যেতে চাইছি প্রতিমুহূর্তে। চাইছি একটা সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করতে।'

BanglaBook.org

আমার কথা শোনার পর চুপ করে রইলো সে। নীরবতায় কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমায়?'

আমি সময় নিয়ে বললাম, 'হুম, বলো।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো রজতেন্দ্র? নিজের বুকে হাত রেখে উত্তর দিও প্লিজ।'

'হ্যাঁ পর্ণা, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি। আমার সমস্ত অনুভূতি আর রক্তের মধ্যে তুমি মিশে রয়েছ হাজার বছর ধরে।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই রজতেন্দ্র। আমাকে আপন করে নাও তুমি প্লিজ।'

প্রত্যুত্তরে পর্ণাকে আমি কী উত্তর দেবো তা আমি নিজেও জানি না। আমিও যে একটা নিজের জীবন চাই না তা নয়। নির্জন উপত্যকা ছেড়ে আমিও নদীর তীরে এসে দাঁড়াতে চাই। আমারও কি সাধ হয় না একটা নিজের বাড়ি, গাড়ি, ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে, স্ত্রী... একটা পরিপূর্ণ সংসার আমিও কি চাইনি মনে মনে? কিন্তু কী একটা নিদারুণ বোধ আমাকে প্রতিনিয়ত পুড়িয়ে মারছে। আমাকে ধ্বংস করতে চাইছে প্রতিটা মুহূর্তে। পদ্মপাতায় বিরহী কীটের মতো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি এই দুনিয়ায়। আমি কিছু একটা ধরতে চাইছি। কোথাও না কোথাও পৌঁছোতে চাইছি আমি। কিন্তু পারছি না। কারণ আমি আমার উদ্দীষ্ট লক্ষ্যটাকেই এখনও চিহ্নিত করতে পারিনি। জটিল কুটিল উপপাদ্যের মতোই তাই নিজের মধ্যে নিজেই ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠেছি।

'বলো না বিয়ে করবে আমায়?' তার গলায় আরারও মিনতি শোনা গেল।

আমি ধীরকণ্ঠে তাকে বললাম, 'বিয়ে যে আমি করতে চাই না তা নয় পর্ণা। কিন্তু আমার কোনো ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট নেই। কীভাবে এসব সম্ভব

BanglaBook.org

তুমি ভেবে দেখেছ কখনও? তোমার মনে হতে পারে বিয়ের পর দায়িত্ব এলে আপনা আপনি কাজকর্ম করতে আমি বাধ্য থাকবো। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমি যে কী চাই তা আমি নিজেই জানি না। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না আসলে আমি কী খুঁজে চলেছি এখনও?'

'কী চাও তুমি সেটাই স্পষ্ট করে বলো না কেন?'

'আমি সত্যিই জানি না আমি কী চাই।'

'তুমি একটা চাকরি খোঁজো রজতেন্দ্র। এতে তুমি উপার্জনে সক্ষম হয়ে উঠবে। তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি দেখে নিও। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না-ও করতে চাও তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জীবনে স্থির হওয়া প্রয়োজন তোমার। এবারে অন্তত কিছুটা সিরিয়াস হওয়ার চেষ্টা করো।'

'তুমি হয়তো জানো না পর্ণা, আমি গত বারো বছর ধরে সুখে নেই। না, আমার জীবনে আর কোনোই শান্তি নেই। আমি লিখতে চেয়েছিলাম। যে খ্যাতির মধ্যে থেকে একদিন হঠাৎ করেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম, আমি সেই খ্যাতি কোনোদিনও চাইনি। কারণ সেই খ্যাতির জন্যই আমার থেকে একজন খুব দূরে সরে গিয়েছিল। এছাড়া আমার বাবাও তো কোনোদিন চায়নি যে আমি নিজের মতো করে লেখালিখি নিয়ে থাকি। তিনি একটা দামি চাকরি চেয়েছিলেন। একটা বিখ্যাত নাম চেয়েছিলেন। একটা নতুন পরিচিতি চেয়েছিলেন। আলো চেয়েছিলেন। তার এই চাওয়াগুলো হয়তো কোনো অন্যায় নয়। কিন্তু সেগুলো নিতান্তই তার চাওয়া ছিল। সেসবে আমার কোনো সুখ ছিল না। আমার বোধের কোনো রঙ ছিল না।'

'তাহলে তুমি কি চেয়েছিলে? তুমি কি এই জীবন চেয়েছিলে? এই নিম্নগামী ছায়া খুঁজে নিয়ে তুমি কি লুকিয়ে পড়তে চেয়েছিলে কোনও দূরের আড়ালে?'

BanglaBook.org

'আ-আমি জানি না পর্ণা। আমি এসব কিছুই ভাবতে পারছি না। কিন্তু তুমি জেনো আমি তোমায় ভালোবাসি। আর এই ভালোবাসাটা মিথ্যে নয়।'

'তোমায় কি কখনও বলেছি এসব মিথ্যে?'

'না তা নয়। কিন্তু এই যে আমার থেকে তুমি এত অবহেলা পাও, আঘাত পাও, সেসব মেনে নিয়েও কি তুমি আমায় সারাটা জীবন ভালোবাসতে পারবে পর্ণা? বলো?'

'যতদিন বাঁচব তুমি আমার চেতনায় ততোদিন লেপটে থাকবে রজতেন্দ্র। আমি জানি তুমি হয়তো আমার সাথে একই ঘরের মধ্যে সংসার জীবনে আবদ্ধ থাকতে চাইছ না। কিন্তু জেনো, ভালোবাসা নিজের ভেতরই নিজেকে মুক্ত করে। তাকে আটকে রাখার ক্ষমতা কারই-বা আছে?'

দুজনেই চুপ করে রইলাম। কেউ কোনো কথা বললাম না আর। অথচ এই না-বলার মধ্যেই কতো কিছু বলে গেলাম একে অপরকে। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে বাড়ির রাস্তাটায় ফিরে এসেছি বুঝতেই পারিনি। ফোনটা কান থেকে নামিয়ে পকেটে ভরে রাখলাম। মনটা কেমন ভারী হয়ে গেল আমার। মনে হলো এই যে এতগুলো বছর আমি পর্ণার সঙ্গে শুধুই প্রতারনা করেছি। শুধু তার সাথেই নয়, প্রতিটা মানুষের সাথে প্রতারনা করেছি আমি। তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে আমি করে যাবো তা জানি না। কিন্তু যে-কোনও ভাবেই হোক প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতেই হবে।

BanglaBook.org

## ২১

সকাল থেকেই না খেয়ে রয়েছি। রাত্রে খেতে বসে তবুও কিছুই খেতে পারলাম না সেভাবে। অল্প খেলেই পেটটা ভারী হয়ে যায়। টেবিলে খেতে বসে বাবার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। বেজায় চটে আছেন মনে হলো। আমার উপর ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে তাকে। তিনি আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। নিজের খাবারটুকু নিয়েই যেন তিনি ব্যস্ত রইলেন সারাক্ষণ। মা-ও বিশেষ কথাবার্তা বলল না আমার সঙ্গে। দুপুরবেলা না খেয়েই শুয়ে পড়েছিলাম। দুপুরের রান্না করা সুক্তো আর কাঁচকলার খোলাবাটা দিয়েই আমি ভাত খেয়ে নিলাম। মাছের তরকারিতে হাত দিলাম না। যদিও মাছ আমি সেভাবে খুব একটা পছন্দ করি না। কিন্তু অন্য সময় হলে মা আমাকে জোরজবরদস্তি করে খাওয়ায়। আজ দেখলাম দুজনের কারোরই মুখে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমিও যতোটুকু পারলাম ততোটুকু খেয়ে উঠে পড়লাম। ওঠার সময় আড়চোখে বাবা আমাকে লক্ষ করলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ শেষ হতে চলল। কখনও হালকা গরম কখনো বা শীতটা ঘুঙুর বাজিয়ে নিজের অস্তিম অস্তিত্ব জানান দিয়ে চলেছে। আমি বিছানায় শুয়ে চাদরটা বুক অবধি ঢেকে নিলাম। মোবাইলটা হাতে নিয়ে নেট অন করলাম। এটা সেটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ মনে হলো ফেসবুকটা একবার ওপেন করা উচিৎ। একসময় নিয়মিত ফেসবুকে থাকতাম। আজকাল আর ইচ্ছে

BanglaBook.org

করে না। মাঝেমধ্যে অবশ্য এফবিটা করতাম। কিন্তু গত চারমাস ধরে নিজের আইডিটা লগ-আউট করে রাখায় অনেকদিন হয়ে গেল ফেসবুক থেকে দূরে রয়েছি। আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড হিসেবে আমি আমার প্রিয় লেখকের নাম ব্যবহার করে থাকি। তাই সহজেই নিজের আইডির পাসওয়ার্ডটা আমার মনে থাকে। ফেসবুক খোলার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আইডি ওপেন হয়ে গেল। কতকাল যে ফেসবুক ঘাঁটা হয়নি। নিউজফিড স্ক্রল করে মানুষের বিচিত্র অনুভুতিগুলো খুঁটে খুঁটে দেখতে রইলাম আমি। কতো নোটিফিকেশন যে জমে রয়েছে তা বলার নয়। নিউজফিডে কতো মানুষের সুখানুভূতির ছবি। জানি না এই ছবিগুলো সব সত্যি কথা বলে কি না? হয়তো ক্যামেরার পিছনে মানুষের নকল মুখটাই বেশি ভালো মানায় সবসময়। ম্যাসেঞ্জারেও বেশকিছু ম্যাসেজ রয়েছে। একসময় প্রচুর অ্যাকটিভিটি করতাম। আজকাল এসব থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আসলে মানুষের থেকেই হয়তো দূরে সরে যাচ্ছি ক্রমশ। ফেসবুকটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা মেসেজ চোখে পড়ল। যিনি পাঠিয়েছেন তিনি আমার ফ্রেন্ডলিস্টে নেই। মেসজটা অ্যাপ্রুভ করতেই দেখি তিনদিন আগে লেখা হয়েছে। একজন মহিলা পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, 'Amake chinte parchis?'

মহিলাটি কে তা ভালো করে বোঝার জন্য আমি তার প্রোফাইলে ক্লিক করলাম। ওর দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা-এটা-এটা তো অন্তরা! আমি ওর মেসেজের রিপ্লাই করলাম, 'হুম।'

আমার হাতের আঙুল কাঁপছে। আমার বুকের ভেতরটা অস্থিরতায় ওলট-পালট হচ্ছে। সত্যিই অন্তরা? অন্তরা গোস্বামী? আমার অন্তরা? আমি ওকে কী লিখব কিছুই ভেবে পেলাম না। কলেজে যখন দেখেছিলাম লিকলিকে রোগা ছিল সে। আর এই ছবিতে তাকে অনেকটা স্বাস্থ্যবতী মনে হচ্ছে। আমি তার প্রোফাইলটা স্ক্রল করে সমস্ত পোষ্টগুলো দেখতে শুরু করলাম। ওর একাধিক ছবি। সঙ্গে ওর বরের ছবি। নিউ ব্যারাকপুরে ওদের নতুন বাড়িটা। ওর একটা ছোট্ট ছেলে রয়েছে। ওর প্রোফাইলেই

BanglaBook.org

দেখলাম। ছবিতে দেখে মনে হলো ওর ছেলের বয়েস ছ-সাত বছর হবে। ছেলের নামটিও ভারি সুন্দর। সপ্তাশ্ব। অন্তরাকে এই উনিশ বছর পর চোখের সামনে দেখতে পেয়ে বুকের ভিতর যতোটা আনন্দ হলো তা পৃথিবীর কাউকেই বোধয় বোঝাতে পারব না আমি। আমার চোখ থেকে টপটপ করে কান্নার জল বালিশে পড়তে থাকল। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে টুং করে আওয়াজ এলো। সবুজ আলো জ্বলে উঠল ওর মেসেঞ্জারে।

'Ki re kotha bolochis na keno? vule gechis nischoi?'

আবারও হাতের আঙুলগুলো কেঁপে উঠল আমার। আমি ওকে লিখলাম, 'কেমন আছিস তুই?'

'Tui jotota valo achis amio thik toto tai valo achi.'

'তুই আমাকে খুঁজে পেলি কী করে অন্তরা? আমি তোকে এই উনিশ বছরে কতো হাজারবার যে খুঁজেছি তুই কিচ্ছু জানিস না।'

'Amio toke bohudin dhore khuje cholechi. kothay chilis eto din? Ami kemon achi kothay achi ekbaro ki khoj nite nei re?'

ওর কথার কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। কিছু লেখার আগেই ও মেসেজ পাঠালো,

'Tor phn number ta send kor. Ami ekhoni tor sathe kotha bolte chai.'

ওকে আমার ফোন নাম্বারটা পাঠালাম।

মুহূর্ত পরেই আমার ফোন বেজে উঠল-

'কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ- ওহে তুমি যদি বলো এখনি করিব বিষয় বাসনা বিসর্জন।'

BanglaBook.org

ফোনটা রিসিভ করলাম। ওপারে যেন আলো ফুটে উঠল। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। সমস্তটাই যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। বেশ কয়েকবার 'হ্যালো হ্যালো' করলাম। কোনো উত্তর পেলাম না ওপ্রান্ত থেকে। হয়তো আমার মতো অন্তরার মনের অবস্থাও একই। তীব্র আবেগে কেউই কথা বলতে পারছি না কিছুই। বেশ কিছুক্ষণ পর ধরা গলায় সে প্রশ্ন করল-

'কেন আমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলি তুই?'

এ কথার উত্তর আমার জানা নেই। আমি বিহ্বল হয়ে পড়ছি ক্রমশ।

আবারও সে ভেজা গলায় বলল, 'এতগুলো বছর রজত? একবারও কি খবর নেওয়া গেল না রে? তুই এতটা পাথর হতে পারলি? এতটা বিরূপ হতে পারলি আমার প্রতি?'

কী একটা যন্ত্রণায় বুকটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। একবার মনে হল পৃথিবীর সমস্ত শক্তি দিয়ে যত জোরে পারা যায় চিৎকার করে উঠব। অন্ধকার ঘরের মধ্যেই কেমন উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিছানা থেকে নীচে নেমে পায়চারি শুরু করেছি। আবার পরক্ষণেই বিছানায় উঠে বালিশে মুখ গুঁজে দিলাম। বালিশটাকে কোলের কাছে টেনে নিলাম আমি। অন্ধকারে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ফোনের স্ক্রিনে ফুটে ওঠা নাম্বারটার দিকে। কতো বছর অন্তরাকে দেখিনি। দেড় যুগেরও বেশি। কান্নার জল গড়িয়ে পড়ছে আমার দু গাল বেয়ে। শোনা গেল। আমি কাঁদছি। খুব আস্তে আস্তে কাঁদছি আমি। সে যেন আমার কান্না শুনতে না পায়। যেন এই পৃথিবীর কেউ না শুনতে পায় আমার কান্না। জলে আমার চোখ, গাল সমস্তই ভিজে যাচ্ছে। ফোনের ওপার থেকে অন্তরাও কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'তুমি তুমি একমাত্র তুমিই দায়ি এর জন্য। আমার সমস্ত অধঃপাতের জন্য একমাত্র তুমিই দায়ি রজত, একমাত্র তুমিই দায়ি। তুমি জানতে, খুব ভালো করেই জানতে, তোমাকে ছেড়ে আমি বেশিদিন বাঁচব না, তুমিই জেনেশুনে চলে

BanglaBook.org

গেলে... তোমাকে আজও ভালোবাসি ..ভীষণ ভালোবাসি। রজত ফিরে এসো.. রজত..।' অন্ধকারের নিজস্ব একটা শব্দ থাকে, গভীরতা থাকে। সেই আঁতাতেই সন্ধি করে যেন আমাদের বুকের কান্নাগুলো মিলিয়ে গেল। বালিশের ভাঁজে ভাঁজে ব্যর্থতার স্ক্রিনশটগুলো পলির স্তরের মতন জমতে রইল। এই ব্যক্তিগত বালিশ জানে আমার উনচল্লিশ বছরের পোড়া জীবন, জানে আমার ধুলো হওয়া দিন, ধুলো হওয়া রাত। এরকমভাবেই হয়ত আমার বাকি দিনগুলো একদিন ফুরোবে অনায়াসে। না, এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই। তবুও যে বড্ড মনে পড়ে যায়। কুড়ি বছর আগের অন্তরা গোস্বামীর সেই করুণ মুখটা মনে পড়লেই বুকের কাছটা ভারি হয়ে আসে টনটনে ব্যথায়। বুকের ভেতরের ঝিনুকটার রং পালটে যায় খুব সহজেই। একাকিত্বের চেরাজিভ আমার আত্মাকে চেটে দিয়ে চলে যায়, আমার অতীত আবার এগিয়ে যায় মিথেন আলোর খোঁজে।

অন্তরা আমার ছেলেবেলার বান্ধবী। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ওদের বাড়ি। তাকে ক্লাস ইলেভেনে প্রথম দেখি প্রদীপ স্যারের ওখানে। তখন বন্ধুরা একসঙ্গে সেখানে ইংরেজি পড়তে যেতাম। ওখানে অন্তরার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকলেও ঠিক তেমনভাবে তার সঙ্গে মিশতে শুরু করিনি তখনও। ট্যুয়েলভের প্রথম দিকে অন্তরাই প্রথম আগ্রহ দেখিয়েছিল। বন্ধুত্ব ক্রমে ক্রমে গভীর হতে থাকে। অদৃশ্য আকর্ষণে হঠাৎ করে দুজনেই দুজনের ভীষণ কাছে আসতে শুরু করলাম। কুয়াশা ডানায় জড়িয়ে দুজনে এক অদ্ভুত সম্পর্কের খোঁজে একসাথে উড়তে শুরু করে দিয়েছিলাম মনে মনে। সেই সম্পর্ক যার উন্মুক্ত উষ্ণতায় জ্বলে ওঠে হৃদয়ের সলতে। স্কুল পেরিয়ে যখন কলেজে গেলাম, তখন দুজনেই প্ল্যানিং করে একই কলেজে অ্যাডমিশন নিই। সেই সঙ্গে আমাদের কয়েকজন বন্ধু অলক, বান্টি, সন্দীপ, বৈশাখী সকলে একসাথেই হইহুল্লোড় করে সময় কাটাতে লাগলাম। আমি অবশ্য সায়েন্সের স্টুডেন্ট। ইচ্ছে ছিল বোটানি নিয়ে পড়ার। সেই মতন ফর্মও ফিলাপ করেছিলাম অন্য একটি কলেজে। এবং ফার্স্টলিস্টেই নাম

BanglaBook.org

উঠে যায় আমার। কিন্তু মন সায় দেয়নি। বোটানি ছেড়ে কমার্স নিয়ে পড়তে আসার আড়ালে দ্বিতীয় কারণ ছিল অবশ্যই অন্তরার সাহচর্য পাওয়া। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি একটা অকৃত্রিম ভালোবাসা আগাগোড়াই ছিল। তখন থেকেই লেখালিখির প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়তে থাকে । রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুনীল এর মতন বিখ্যাত কবিদের পাশে নিজের নামটাও স্বর্ণাক্ষরে দেখার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম সেই কলেজ লাইফ থেকেই। সেই সময় থেকেই আমি প্রস্তুতি নিয়ে লেখালিখি শুরু করি। অন্তরা আর অলক ছাড়া প্রথম দিকে কেউই আমার পাশে থাকেনি। অলক বরাবরই যেকোনো ব্যাপারেই আমাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। আর অন্তরা তো আমার সবসময়ের ছায়াসঙ্গী। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন আমার লেখা কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় বেরোতে শুরু করল, যখন ক্রমেই আমার পরিচিতি কলকাতা ছাড়িয়ে ওপার বাংলাতেও প্রচার পেতে শুরু করে, সেসময় অনেকেই বাহবা দিতে শুরু করল। কলেজে আমি, অলক, ঋপণ আর অন্তরা মিলে একটা চার পাতার ম্যাগাজিনও প্রকাশ করতে শুরু করি সেসময়। সেখানে প্রচুর নতুন ছেলেমেয়ে লিখতে শুরু করল। চারপাতা থেকে বেড়ে ম্যাগাজিন চারফর্মায় দাঁড়ালো কয়েক মাসের ভিতরেই। কলেজের স্যার ম্যাডামেরাও আমাদেরকে ইকোনমিক্যালি হেল্প করতেন। তাছাড়া বন্ধুদের হাত খরচের টাকা, নিজের টিউশন পড়ানো স্বল্প সঞ্চয়, সবকিছু মিলিয়ে বেশ দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম আমরা পত্রিকাটিকে। কলকাতার বেশ কিছু আউটলেটে পত্রিকাটি ভালোই আলোড়ন তুলেছিল। পত্রিকা বিক্রি করে উৎপাদন খরচটা খুব সহজেই তুলে নিতে পেরেছিলাম আমরা সকলে। রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামটা যখন সবার মুখে মুখে ছড়াতে শুরু করেছে, ঠিক সে সময়েই অন্তরা আমায় একটু একটু চাপ দিতে শুরু করেছিল, 'আমাদের সম্পর্কটা নিয়েও একটু সময় বের করে ভাবো।'

'ভেবে নিয়েছি তো' এই বলে ওকে জড়িয়ে ধরতাম আমি। জয়েদেবের পদাবলির মতন অন্তরার ভিজে ঠোঁট দুটোতে কামড়ে ধরতাম। খুব আদর

BanglaBook.org

করে দিতাম ওকে। দীর্ঘ আঁখিপল্লবে ছাওয়া অন্তরার কাজলকালো চোখ দুটো যখন অভিমানে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, তখন ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে উষ্ণস্বরে বলতাম, 'একটু সময় দাও আমাকে। এখন থার্ড ইয়ার। এমকম টা কমপ্লিট করে নিই। তার মধ্যে কোনো না কোনো কাগজে লেখালিখির কাজ পেয়েই যাব।'

'তুমি তো জানো এখন থেকেই আমার জন্যে ছেলে দেখতে শুরু করেছেন মামা।'

'তার আগেই তোমায় নিয়ে পালাব।' হেসে উঠতাম আমি। কিন্তু গুম মেরে বসে থাকত অন্তরা। কোনো কথা বলত না সে। আমি আবার তাকে কাছে টেনে নিতাম।

'এত নার্ভাস হচ্ছ কেন?' আমি তাকে প্রশ্ন করতাম।

'ভয় হয় খুব। মামাদের সংসারে থাকি। মা লোকের বাড়ি বাসন মাজার কাজ করে আমাকে বড়ো করেছেন। আমাকে নিয়ে ওদের অনেক স্বপ্ন, অনেক ইচ্ছে। যদি ওদের জন্য তোমাকে হারাতে হয়, অথবা তোমার জন্যে ওদেরকে, তাহলে তো আমি ...' আর কোনো কথা বলতে পারত না অন্তরা। চোখ থেকে জল পড়ত টপ টপ করে। আমি তাকে আশ্বস্ত করতাম, 'সেরকম কিচ্ছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াতাম ওর কপালে।

'তুমি ভেবো না। অনার্সটা দিয়ে নিই, আমি চাকরির চেষ্টা করবো। প্রমিস, কথা দিলাম তোমায়।'

অন্তরাকে দেওয়া আমার সেই কথা রাখতে পারিনি। অনেকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল সে আমার জন্য। কিন্তু আমি ক্রমশই নিজের খেয়ালে চলতে শুরু করেছিলাম। ওকে তোয়াক্কাই করতাম না। অনার্স কমপ্লিট হল। এমকম-এ ভর্তি হলাম। এবং নিজের লেখালিখি নিয়ে এগিয়ে যেতে

BanglaBook.org

রইলাম আমি। শেষের দিকে অনেকটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমাদের দুজনের মধ্যে। অন্তরা আমাকে অনেকবার বুঝিয়েছিল। বহুবার মিনতি করেছিল।

'খুব কম টাকার চাকরি হলেও যে কোনো একটা কাজ করো তুমি। বাড়িতে খুব প্রেসার দিচ্ছে আমায় সকলে।'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয় অন্তরা।' মুখের উপর বলে দিয়েছিলাম সেদিন, 'আমার নিজের একটা স্বপ্ন আছে। আমি সেটাকে কখনই নিজের হাতে নষ্ট করে দিতে পারি না।'

'আমাকে বিয়ে করলে তোমার স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে রজত?'

'বোঝার চেষ্টা করো। আমি এই মুহূর্তে বিয়ের জন্য প্রস্তুত নই।'

'তাহলে কী করা উচিত আমার?'

'তোমার মামারা যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাইছেন, তার সঙ্গেই বিয়ে করে নাও। আর আমাকে ভুলে যাও। প্লিজ, হাত জোড় করছি তোমার কাছে।'

'এতটাই অসহ্য হয়ে উঠেছি আমি তোমার কাছে? তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ আজ? তোমার স্বপ্নটা কি আমারও স্বপ্ন ছিল না? আমিও চাই তোমার নাম হোক, কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হও তুমি। একদম শীর্ষের সফলতা আসুক তোমার জীবনে, এই স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম। তাহলে আজ এত সহজে ভেঙে দিতে পারছ সবকিছু?'

তার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারিনি সেদিন। শুধু মনে হয়েছিল, অন্তরাকে না পেলেও আমার চলে যাবে। কবিতার জন্য আমি সবকিছু ছাড়তে পারি। সব। একটা অভ্যেস পালটে ফেলতে আর কতক্ষণ লাগবে আমার? সেদিনের পর আর কখনও আমরা একে অপরের মুখোমুখি হইনি। শুনেছিলাম নৈহাটির কোন এক ভালো ঘরে অন্তরার বিয়ে হয়েছিল।

BanglaBook.org

তার বরের নাকি কাপড়ের ব্যবসা আছে। গাড়ি আছে। প্রাচুর্য, প্রতিপত্তি আছে। ভালোই তো। মেয়েটা সুখে থাকবে। সুখে থাকুক।

ফোনের ওপার থেকে আমি অন্তরার ফুঁপানো কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এক নিমেষেই যেন সেসব পুরনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। চট করে আর আমার মুখ থেকেও কোনও কথা সরল না। আমি নীরবে ফোনটা কানে নিয়ে তার কান্না শুনতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর সে ধরা গলায় আমাকে বলল, 'তুই কাঁদছিস রজত?'

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'কই না তো!'

'তাহলে চুপ করে রয়েছিস কেন?'

আমি কৃত্রিমভাবে হাসার চেষ্টা করলাম।

সে কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বলল, 'আমার নাম ধরে একবার ডাক। কতকাল তোর মুখে আমার নামটা শুনিনি রে। তুই ছাড়া কি আমার এই নামের কোনো অস্তিত্ব আছে তুই বল?'

আবারও কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

আমি তাকে থামালাম না। ও কাঁদুক। ওর বুকে অনেক অনেক জমানো কান্না রয়েছে। ও কাঁদুক। ওর মন শান্ত হবে।

মুহূর্ত সময় পরে আমি এই অবস্থাটা পালটাবার জন্য ওকে প্রশ্ন করলাম, 'তোর গলায় অনেকদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিনি অন্তরা। শোনাবি?'

'আমি এখন আর গান গাই না।' -সে কান্নার মধ্যেই থেমে থেমে জবাব দিল।

'আমার জন্য একটা গান গাইবি না?'

অন্ধকারের মধ্যে আমি বিছানায় কানে ফোন নিয়ে বসে রইলাম। কান্নায় আমার চোখ, গাল, চিবুক সব ভিজে চপচপ করছে। ফোনেও চোখের জল লেগে কেমন ভেজাভেজা লাগছে সবকিছু। এই রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে

BanglaBook.org

অন্ধকারের ভিতর এক আঁজলা আলোর মতো ওর অশ্রুস্নাত কণ্ঠ আমার বুকের ভিতর বেজে উঠল। আমার অনুরোধে গান ধরল সে।

'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।

সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুল না।।

সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো- আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,

আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা ..'

গান মাঝপথে থামিয়ে দিল সে। আমি তাকে বললাম, 'কাঁদছিস কেন? কতো বছর পর কথা হচ্ছে তোর সঙ্গে আমার। কেউ এভাবে কাঁদে নাকি পাগলি?'

আমার গলা ধরে এলো।

কলেজের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

মনে আছে ছেলেবেলায় তীব্র রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলাম। কেন ছিলাম তার কোনো যথাযথ কারণ অবশ্য আজও আমি খুঁজে পাইনি। যতদূর মনে হয় আমার মূর্খতা ও অপদার্থতা আরও বেশি করে সকলের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্যই এটা করতাম। একদিন অন্তরা আমাকে প্রশ্ন করল, 'রবীন্দ্রনাথ পড়েছিস কিছু?' আমি সুযোগটা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যত বেশি করে বাজে কথা বলা যায়, তারও বেশি করে সেটা বানিয়ে বললাম। সে কোনো মন্তব্য না করে বলেছিল, 'জীবনস্মৃতিটা পড়।' বাড়ি ফিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাইব্রেরি থেকে একপিস 'জীবনস্মৃতি' নিয়ে এলাম। প্রেমিকা বলেছে যখন পড়তেই হবে। ব্যাপারটা ঠিক এরকম। আর সেদিন থেকেই প্রথম আমার হাতেখড়ি হল রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের। অন্তরাকে ঠিক প্রথম যে দৃষ্টিতে হৃদয়ে জায়গা দিয়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথকেও সেই ভালোবাসায় মাথায় তুলে নিলাম। এরপর তার লেখা একের পর এক বই মন্ত্রমুগ্ধের মতন শেষ করেছি। সমস্ত কিছু যে বুঝতাম, তা নয়। একটা অসম্ভব ভালোলাগা। একটা প্রেম। রবীন্দ্রনাথ আমার সহজ বেঁচে থাকায় মিশে যেতে শুরু

BanglaBook.org

করেছিলেন। আর বলাইবাহুল্য ঠিক তেমনই কবিগুরুর হাত ধরেই আমার আর অন্তরার একনিশ্বাসে বেঁচে থাকা শুরু হয়েছিল।

আমাদের কলেজে দোতলায় একটা বিশাল রিডিংরুম ছিল। সেখানে স্টুডেন্টসরা গিয়ে কেউ বই পড়ত, কেউবা আড্ডা, গান, কবিতা, প্রেম এসব চলত। রিডিংরুমে ঢুকেই সামনের টেবিলটা আমাদের বাঁধাধরা আড্ডার জায়গা ছিল। কতদিন যে ওখানে মুখোমুখি বসে একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছি তার কোনো হিসেব নেই। অন্তরা একটা সবুজ চুড়িদার পড়ে আসত। সাদা ফুলের ছবি আঁকা ছিল তাতে। মুখোমুখি বসে সে আমাকে তার মিষ্টি গলায় একের পর এক রবীন্দ্রগান গেয়ে শোনাত। ও যখন গান গাইত, আমি চুপ করে শুনতাম। ওর জীবনী-রঙে বেঁচে উঠতাম আমি। ওর দুটো চোখের দিকে তাকালেই কী একটা ওলটপালট হতে শুরু করত নিজের ভিতর। যেন ওকে বহুযুগ আগে থেকেই চিনি। নতুন করে বোঝার বা চেনার কিছুই নেই। শুধু ওকে মনে করিয়ে দেওয়ার ছিল যে আমরা আগেও এখানে এসেছি। আগেও ভালোবেসেছি একে অন্যকে।

পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে বারবার অতীতে হারিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। অন্তরা বলল, 'শোন, কাল দুপুরে ফোন করব তোকে। ওর আসার সময় হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে। করিস অবশ্যই।'

আমি ফোনটা নামিয়ে এনে টাইমটা দেখলাম।

রাত্রি বারোটা বেজে আটত্রিশ হতে চলেছে।

BanglaBook.org

## ২২

এই কটা দিন কীভাবে যে কেটে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। আজ দুপুরে খেতে বসে ইচ্ছে করছিল পিতৃদেবের সঙ্গে যেচে কথা বলতে। কারণ উনি তো আমায় পাত্তাটাত্তা কিছুই দেন না। তাই উনি না চাইলেও আমাকেই কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হবে। আমি বাবাকে খুব ভালো করেই চিনি। শুরুটা আমাকেই করতে হবে। নইলে উনি নিজেই নিজের ভিতর গুম মেরে থাকবেন। কথা বলতে চাইবেন না। তাই রাঙাআলু দিয়ে নিমপাতা ভাজা ভাতের সঙ্গে মাখিয়ে বাবাকে বললাম, 'আমি শিগগির একটা চাকরিতে জয়েন করতে চলেছি।'

বাবা কিছুটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। লাউশাকের ডাঁটা চিবোতে চিবোতে পলকের জন্য আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

'কে দেবে তোমাকে চাকরি? যার নিজের কোনো গরজ নেই সে কি বাড়িতে বসে সোনার খনির খোঁজ পেল নাকি?'

'গরজ নেই কে বলেছে? এই তো আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করছি।'

বাবা ভাত মুখে তুলে কিছুক্ষণ থামলেন। এরপর ধীরে ধীরে খাবার

BanglaBook.org

চিবোতে চিবোতে বললেন, 'কোথায় চাকরিতে জয়েন করছ? কীভাবে খোঁজ পেলে?'

'বলে রেখেছিলাম সুব্রতকে। আমার আগের অফিসের এক বন্ধু। সে এখন এক নামী ই-কমার্স কোম্পানীতে আছে। মাইনে-টাইনেও খুব ভালো শুনেছি।'

আমার কথাবার্তা শুনে অনেকটাই বিস্মিত হচ্ছেন বাবা। ভাবছেন হয়তো হঠাৎ করে কি কোনো মিরকেল ঘটে গেল নাকি! আমি মনে মনে হাসলাম। বাবা ডালের বাটিটা ভাতের উপর উপুর করে মা-কে বললেন, 'প্রতিমা আর দুটো ভাত দাও তো।'

ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'তুমি এক কাজ করো। সবার আগে তোমার এই বিশ্রি দাড়িগোঁফ আর মাথার চুলগুলো কেটে এসে কিছুটা ভদ্রসভ্য বেশ তৈরি করো। এটা সবার আগে করা উচিত।'

'হ্যাঁ কালই করে নেব।'

আমার কথা শুনে বাবা আবারও আশ্চর্য হয়ে উঠল। যে ছেলে বাড়ির বড়োদের কোনো কথাই শুনত না তার হঠাৎ কী হলো আজ? এসবই ভাবছেন হয়তো তিনি। মায়ের মুখটাও ভারি প্রসন্ন মনে হলো। পরিবেশটা নিমেষেই আনন্দময় হয়ে উঠল। মা ভোলামাছ ভাজাটা আমার পাতে দিয়ে বলল, 'গতকালের কয়েক টুকরো মাংস আছে। নিবি বাবু?'

আমি মাথা নেড়ে বারণ করলাম। বাসি খাবার খেলে আমার খুব অসুবিধা হয়। আর মুরগির মাংস তো এমনিতেই আমি খুব একটা পছন্দ করি না। একটুকরোর বেশি খেলেই গা-টা গুলিয়ে ওঠে। আগে এসব হত না। ভ্যাজালে ভরে গেছে সবকিছু। আসলে এই খাবারের বদলে বিষ খাচ্ছি আমরা প্রতিটা মুহূর্তে। আর এই বিষ শরীর থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য

BanglaBook.org

ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ গিলতে হচ্ছে আমাদের কাঁড়ি কাঁড়ি। মানুষ প্রগতির নামে আসলে নিজেকেই ধ্বংসের কাজে মেতে উঠেছে। এবং এসব বুঝেও মানুষ আদতে আনন্দেই আছে।

'লেখালিখিটা কি আবার শুরু করা যেতে পারে না?' -বাবা হঠাৎ করেই প্রশ্ন করলেন।

অকস্মাৎ আমার ভিতর একটা ভয় খেলে যেতে রইল। কেমন একটা নার্ভাসনেস কাজ করছে। আলতো করে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। সেই ভাষাহীন মানুষটাকে জেগে উঠতে দেখলাম আমার ভেতর। নদীর কিনার ধরে যে মানুষটা একাকী হেঁটে যেত উদাসীন। নিজেকে খুব করে ভিতরে ভিতরে শাসন করে দিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বাবাকে সংক্ষেপে মাথা নাড়িয়ে জানালাম, 'না।'

তিনি উদ্যমী স্বরে বললেন, 'না কেন?'

আমি হেসে বললাম, 'ওসব তুমি বুঝবে না বাবা। এগুলো খুব গন্ডগোলে ব্যাপার। চাইলেই হয় না। আবার না-চাইলেও হয়।'

ওরা আমার খ্যাতি চেয়েছিলেন। প্রতিপত্তি চেয়েছিলেন। নাম-যশ চেয়েছিলেন। আমিও তাই-ই চেয়েছিলাম। কিন্তু অন্তরাকে চিরজীবনের মতো হারিয়ে ফেলার পর আমি বুঝেছিলাম, কবিতা আসলে এত সস্তার জিনিশ নয়। এসব দীর্ঘ সাধনার ব্যাপার। কবি কি সকলে হতে পারে নাকি? কবিতা লিখে ফেললেই কি কেউ কবি হয়ে যায়? নাহ, সকলে কবি নয়। কবি হন হাতেগোনা কেউ কেউ যাঁরা ঈশ্বরের সমতুল্য। এসব কথা কাউকে বোঝানোর নয়। যে জানে সে-ই জানে। আমি খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম।

এই কদিন অন্তরার সাথে অনেক কথা হয়েছে। বিয়ের পরপরই ওর মায়ের মৃত্যু। মামাদের যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার গল্প। কতো কিছুই না সে আমায় শুনিয়েছে। এবং নিজের বাড়ির একান্তই ব্যক্তিগত

BanglaBook.org

ঘটনা যা কাউকে কখনও বলা উচিত নয় সেসবও সে আমায় শুনিয়েছে। সেদিনকে কথা প্রসঙ্গে সে আমায় বলল, 'জানিস রজত, যেদিন আমার বিয়ে হয়, খুব অসুস্থ ছিলাম সেদিন। এতটাই অসুস্থ ছিলাম যে সাতপাক সম্পূর্ণ করতে পারিনি। তোর কথা ভেবে ভেবে আমি মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে বিপন্ন হয়ে উঠেছিলাম।'

'কেন ভাবতিস একজন প্রতারকের কথা?'

'কারণ সেই প্রতারককে আমি আমার জীবন দিয়ে ভালোবেসেছিলাম।'

আমি চুপ করে শুনেছি ওর প্রতিটা ক্ষোভ, রাগ, কষ্ট আর ভালোবাসার কথা।

সে আবার বলা শুরু করত, 'বিয়ের পর যে কীভাবে কেটেছে রজত তোকে যদি তার ভগ্নাংশও বোঝাতে পারতাম তাহলে শান্তি পেতাম মনে।'

'আমি সব বুঝি অন্তরা। তুই আর কষ্ট পাস না।'

'সব বুঝেও তুই পৃথিবীতে আমার সঙ্গে এত বড়ো অন্যায় করতে পারলি?'

'এর প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো অন্তরা। তুই এসব নিয়ে আর ভাবিস না।'

'জানিস আমার স্বামী জোর করে আমাকে বিছানায় শোয়াত।'

'চুপ কর। আমার ভালো লাগছে না শুনতে।'

'না, তোকে শুনতে হবে রজত। তুই শোন আমার প্রতিটা যন্ত্রণা কথা। তুই জানিস, আমার শরীরটাকে দিনের পর দিন সেই পুরুষটা যখন ব্যবহার করত আমি তখন মনের ভিতর তোর নাম জপ করতাম। আমার খুব কষ্ট হতো তখন। আমার ঠোঁট, বুকের মাংস, যোনি যন্ত্র ছিঁড়ে খাবার উপক্রম করত লোকটা। আর তখন আমার জিভে শুধু তোর নাম লেগে থাকত। তোকে প্রাণভরে ডাকতাম রজত।'

BanglaBook.org

প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য ওকে প্রশ্ন করি, 'তোরা কি নিউ ব্যারাকপুরেই স্থায়ীভাবে থাকিস?'

'হ্যাঁ। এখানে আমি আর ছেলে। উনি ওর ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কখনও আসেন, কখনও আসেন না। নৈহাটিতে আমাদের বাড়ি আছে। এছাড়া সোদপুরেও আমাদের কাপড়ের গুদামের কাছে একটা ফ্ল্যাট রয়েছে। সেখানেই বেশিরভাগ সময় থাকেন উনি।'

'তুই তো রানির হালে আছিস তাহলে? কি বলিস?'

'আমাকে ও মারধোর করে রজত। ও জানে আমি তোকে ভালোবাসি।'

'কী করে জেনেছেন তিনি এসব?'

'আমি নিজে বলেছি?'

'তু-তুই! কিন্তু কেন?'

'কারণ আমি তোকেই ভালোবেসেছিলাম। আর আজও আমার দিক থেকে তোকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পুজো করে যাই।'

অন্তরাকে হারিয়ে আমি নিজে কতটা ভুগেছি তা তো আমি জানি। বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে আমার। ওকে যদি এসব দেখাতে পারতাম। ওকে যদি বোঝাতে পারতাম কতোটা ভালোবাসি ওকে। আমি কিছু বলার আগেই সে প্রশ্ন জুড়ে দিত, 'শোন, তোর সব বই আমি খুঁজে খুঁজে কিনে পড়েছি। তুই যে বিখ্যাত হয়ে উঠবি একদিন তা আমি নিশ্চিত ছিলাম।'

কথার মাঝেই তাকে থামিয়ে বলি, 'লেখালিখি অনেককাল আগে আমি ছেড়ে দিয়েছি অন্তরা।'

'মানে?'

'মানে কিছুই না। লেখালিখির জন্য যাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম, সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেই লেখালিখিটাকে আমি বন্ধ করে দিলাম।'

BanglaBook.org

‘কী পাগলের মতো কথা বলছিস তুই? আমার জন্য লেখালিখি কেন ছাড়বি তুই? আমার স্বপ্নগুলো কি এতটাই পলকা ছিল রজত?’

‘না তা নয় অন্তরা। তুই বুঝবি না। একটা অসংলগ্নতার ভিতর পুড়ে গিয়েছিলাম আমি।’

‘নীলবিষাদাক্ষর কি তোর শেষ বইয়ের নাম?’

‘শেষ যে বইটা লিখেছিলাম তা এখনও কোনো প্রকাশকের কাছে পাঠাইনি। দশটা বছর ধরে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি পাণ্ডুলিপি।’

‘কী নাম দিয়েছিস বইটার?’

‘এখনও ভাবিনি। কোথায় কোন ফাইলে পাণ্ডুলিপি রেখেছি তা-ও মনে নেই। তবে খুঁজলে পেয়ে যাবো নিশ্চিত।’

‘লেখালিখিটা আবার শুরু কর তুই। প্লিজ।’

‘ভাবিনি এসব নিয়ে এখনও।’

‘আমার শেষ স্বপ্নটা পূরণ করবি না রজত?’

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আমি ওকে বললাম, ‘করব।’

সে নানা কথা প্রসঙ্গে আমাকে জিগেস করল, ‘প্রোফাইলে সিঙ্গেল লিখে রেখেছিস এখনও? নিজের বউকে কি এতটাই অপছন্দ করিস?’

‘আমি অবিবাহিত।’

সে ফোনের ওপারেই চমকে উঠল।

‘তুই এখনও বিয়ে করিসনি?’

‘না।’

‘কেন?’

‘ইচ্ছে হয়নি।’

BanglaBook.org

‘কোথায় চাকরি করিস?’

‘এখন আর করি না। আগে করতাম। প্রাইভেটে।’

‘চাকরি ছাড়লি কেন?’

‘ভালো লাগত না করতে।’

‘তাহলে এতগুলো বছর কী করে বেড়িয়েছিস তুই? লেখালিখি ছেড়েছিস। চাকরি ছেড়েছিস। আমাকেও ছেড়েছিস।’

‘এই এতগুলো বছর শুধু তোর কথা ভেবে কাটিয়ে দিয়েছি।’

এভাবেই খাপছাড়া কথাবার্তায় আমাদের আলাপচারিতা অপূর্ণ থেকে গেছে বারবার। আজ রাতে আবার ফোন করবে বলেছে সে। আমিও অপেক্ষায় রয়েছি তার। আমাদের এলোমেলো এইসব কথাবার্তার ভিতর আসলে আমরা দুজনেই আমাদের ভুলগুলোকে শুধরে নিতে চেয়েছি বারবার। যে নদী ভেঙে গেছে মুহুর্মুহু তাকে আবারও সাজাতে চেয়েছি দুজনে মিলে। এভাবে যদি কিছুটা ক্ষত সারে তো সারুক।

দু’দিন আগে রাঙাজ্যেঠুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু অন্তরাকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ওখানে যাওয়ার কথা একদমই ভুলে মেরে দিয়েছি। আজ দুপুরে মনে পড়তেই ঠিক করলাম যেভাবেই হোক সন্ধ্যেবেলায় ওনার সঙ্গে দেখা করবোই। তাই বিছানায় শুয়ে একটু গড়িয়ে নিলাম। সন্ধ্যেবেলা নীল জিন্সের প্যান্ট আর ব্ল্যাক শার্টটা পরে বেরিয়ে পড়লাম। বুড়ো-শিবতলার দিকে মিতা জুয়েলার্সের অপোজিট গলিতেই ওনার বাড়ি। রাস্তায় বেরিয়ে কালীবাড়ির পথ ধরলাম। ওখান থেকে অনেকটা সামনে হবে। খুব একটা বেশি ঘুরে যেতে হবে না আমায়। ঠাণ্ডা প্রায় নেই বললেই হয়। তবুও কেউ কেউ গায়ে হাফহাতা শোয়েটার জড়িয়ে রেখেছে। হাঁটতে হাঁটতে আকাশের গোল সাদা চাঁদটার দিকে তাকালাম। যেন এক বিদুষী শিল্পকলাময়ী। কান পেতে শুনলাম রাস্তার

BanglaBook.org

ওপারে দীর্ঘ পাঁচিল ঘেরা কোনো বাড়ির বাগান থেকে কোকিল ডাকছে। আহ, কী মনোরম কোলাহল এই কলকাতা শহরে। জীবনে ভালো কিছু ঘটতে শুরু করেছে আমার। যে শুকনো পাতাঝরা মাড়িয়ে কেটে গেছে আমার বারোটা বছর, এবারে বোধয় তার সমাপ্তির শুরু। আমি সন্ধেবেলার এই শহরটাকে নিজের নাকের ডগার উপর উপভোগ করতে করতে এগিয়ে গেলাম। বড়ো রাস্তায় ওঠার আগেই দেখলাম কোনো দলীয় পার্টির মিছিল বেড়িয়েছে। কী উপলক্ষে এই মিছিলযাত্রা তা আমার জানা নেই। একজন মানুষ মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরে বক্তৃতা করছেন, 'আপনাদের সমস্যার সমাধান রয়েছে আমাদের হাতে। কতো বেকারের চাকরি করে দিয়েছি গত চারবছরে আপনারা তা জানেন। আমরা আছি বলে কতো মানুষ রাতে শান্তিতে ঘুমোতে যেতে পারেন আপনারা তা জানেন। আমরা আছি বলেই এখানে হিন্দু-মুসলিম সব এক। আমরা আছি বলেই ..।'

এদেরকে আর নেওয়া যায় না। স্রেফ নেওয়া যায় না। এরা ঠিক কোন প্রকার শুয়োরের বাচ্চা তা নির্ণয় করা খুব কঠিন ব্যাপার। গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম হাজার টাকা হয়ে গেছে গত সপ্তাহেই। চাকরি না পেয়ে অতনু মিস্ত্রী নামে এক ইংলিশে মাস্টার ডিগ্রি করা ছেলে এই কিছুদিন আগেই সুইসাইড করল। ব্যাঙ্কগুলো একের পর এক দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর আসছে। সাধারণ মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এত মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে চোখের পলকে অথচ তবুও এরা বলছে ওদের জন্যই মানুষ এখনও শান্তিতে ঘুমোতে যেতে পারছে রাত্রে। উফ, এদের প্রত্যেকের তো স্টার থিয়েটারে জায়গা হওয়া উচিৎ। এই রাস্তায় মাইকে চিল্লিয়ে এরা কী পাবে? ওদের মধ্যে যে এত প্রতিভা তার যথাযথ ব্যবহার কি রাজনীতির মঞ্চে সার্থক হবে? প্রশ্ন থেকেই যায়। মনে মনে হাসলাম। হাসিই পায় বৈকি। মানুষ যে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে তা সবাই দেখেও দেখছে না। ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই। আমি ওদের মিছিলকে পাশ কাটিয়ে আগে বেরিয়ে

BanglaBook.org

গেলাম। শহরের ত্রিফলা থেকে বিচ্ছুরিত আলো এসে ধুয়ে দিচ্ছে আমার চোখ মুখ। হালকা হাওয়া বইছে মৃদুমন্দ। জামার বুকের বোতামটা আটকে নিয়ে রাঙাজ্যেঠুর বাড়িতে বাইরের গেঁট খুলে প্রবেশ করলাম।

'আরেহ, তোমার কথাই ভাবছি গত দুদিন ধরে!' আমাকে দেখেই উনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন। আমি আসল কথা লুকিয়ে ফেলার জন্য মিথ্যে করে বললাম, 'আসলে শরীরটা অসুস্থ ছিল দুদিন।'

'সে কী জ্বর বাঁধালে নাকি?'

'না, এখন ঠিক আছি।'

'যাক। তাহলে ঠিক আছে।'

'তুমি কেমন আছ জ্যেঠু?'

'আমি ভালো আছি। দাঁড়াও, চৈতালীকে বলি আগে দুকাপ কফি দিয়ে যেতে। নাহলে আমাদের কথাবার্তা শুরু করা যাচ্ছে না।'

'বেশ। বলুন তাকে।'

চৈতালীকে বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জন্য কফি এসে গেল। সঙ্গে দুটো করে সিঙাড়া রয়েছে। এবং বেশ গরম গরম। সাইজেও সেগুলো অনেকটাই বড়ো।

কফিতে চুমুক দিয়ে রাঙাজ্যেঠু বললেন, 'এই দুদিনে কি কোনো ঘটনা ঘটেছে তোমার সঙ্গে?'

'না।' আমি বেশ ভেবেচিন্তে উত্তর দিলাম তাকে।

তিনি বললেন, 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে।'

আমি আবারও ভাবলাম। বললাম, 'একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে উনিশ বছর পর আবারও ফেসবুকে আলাপ হয়েছে। ঘটনা বলতে এটুকুই। এর বাইরে আর কিছুই ঘটেনি।'

BanglaBook.org

আমার কথা শোনার পর তিনি কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'বিশেষ কেউ?'

আমি দায়সারাভাবে উত্তর দিলাম, 'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে।'

তিনি আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আর কোনো কথা না বলে কফিটা বেশ আরাম করে পান করলেন। তারপর সিঙাড়ায় কামড় বসিয়ে বললেন, 'প্রাক্তন প্রেমিকা?'

জ্যেঠুর কথা শুনে হেসে ফেললাম আমি।

'তা তুমি বলতেই পারো।'

'আমারও ছিল একসময়। খান দশেক।' তিনি হাসলেন।

আমিও সশব্দে হেসে উঠলাম।

তিনি খাওয়া শেষ করে বললেন, 'এবারে কাজের কথায় আসা যাক।'

আমি সোজা হয়ে বসলাম, 'বলুন।'

'তোমার মধ্যে যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে সেটা আদতে মানসিক কোনো রোগ কিনা তা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও গবেষনা চালাচ্ছেন। তোমাকে ব্যাপারগুলো খোলাখুলি পরিষ্কার করেই বলি। কারণ এই বিষয়টা নিয়ে তুমি যতোটা চিন্তা করছো আদতে ততোটা চিন্তার কিছুই নয়। কিংবা এটা ভীষণ মারাত্মক একটা কিছুও হতে পারে।'

'এমন নয় তো যে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কিংবা স্রেফ ভয় দেখানোর জন্য এমনটা বলছ?'

'একদমই নয়। রোগীকে যেমন নিজের রোগের বিষয়ে কোনো কিছুই লুকোতে নেই ঠিক তেমনিই ডাক্তারকেও সবকিছু পরিষ্কার করে অবগত করাতে হয় পেশেন্টকে।'

BanglaBook.org

'বেশ। তাহলে এই ব্যাপারগুলো আমার সঙ্গে ঘটছেই বা কেন?'

তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছেলেবেলায় কি হাঁস দেখে ভয় পেতে?'

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'কখনোই নয়।'

তিনি বললেন, 'সাঁতার পারো?'

আমি সংক্ষেপে বললাম, 'না। আর তাছাড়া আমার জলে নামতে খুব ভয় লাগে। আমি খুব ছোট্টবেলায় একবার পুকুরে প্রায় ডুবে যাচ্ছিলাম। আমার বড়ো মামা আমাকে চুলের মুঠি ধরে জল থেকে টেনে তুলেছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোনো পুকুর বা নদী এমনকী বড়ো হাই-ড্রেনের পাশ দিয়েও যেতে ভয় পাই।'

তিনি চুপ করে আমার কথা শোনার পর বললেন, 'হুম, সেই পথ ধরেই সম্ভবত আনাতিদায়েফোবিয়া তোমার মাথার মধ্যে বাসা বেঁধেছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী নাম বললেন?'

রাঙাজ্যেঠু আবারও বললেন, 'আনাতিদায়েফোবিয়া।'

সাময়িক উত্তেজনায় আমি নিজের হাতের আঙুলে জোরে চাপ দিয়ে বললাম, 'এটা কী ধরণের রোগ?'

উনি হাসলেন। বললেন, 'রোগ নয়।'

'তাহলে?'

'আসলে এটা ঠিক কী তা বিজ্ঞান এখনও আমাদেরকে ক্লিয়ার করে বলতে পারেনি।'

BanglaBook.org

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম ওনার কথা। উনি থুতনিটা আলগা করে চুলকে নিয়ে বললেন, 'মেডিকেল এই রোগটাকে এখনও রেজিস্টার করেনি। আর তাছাড়া ভবিষ্যতে এটাকে তারা আদৌ মানসিক রোগ হিসেবে উল্লেখ

করবেন কিনা তারও কোনো গ্যারেন্টি নেই। তবে নিউ ইয়র্কের বেশ কিছু নামী সাইকিয়াট্রিস্টদের মতো আমিও আমার দীর্ঘ চিকিৎসাজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি এটা আসলে একটা মানসিক রোগই বটে। এক ধরণের ফোবিয়া থেকেই এই রোগের সৃষ্টি।'

তিনি একটু থামলেন। সোফার সামনেই ছোট্ট টেবিলটা থেকে একটা ডায়েরি তুলে নিলেন। কিছু ছবি ও কাগজ বের করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছবিগুলো দ্যাখো। কী লেখা আছে সেটাও পড়ো।'

ছবিটার মধ্যে বিশেষ কিছু ছিল না। একটি মানুষের মাথার ভিতর হাসের মুখ। পাতা উলটে লেখাটায় চোখ পড়ল। দীর্ঘ প্রায় সাত-আট পাতার একটা ইংরেজি আর্টিকেল। সম্ভবত বিদেশী কোনো খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখা হয়েছে। লেখাটা বার দুয়েক পড়লাম। তাতে লেখা রয়েছে, 'There are many kinds of seemingly irrational fears and phobias prevalent in the world. What might be laughing matter to people, is not so to a phobic. Anatidaephobia is one such phobia. A person suffering from this condition feels that somewhere in the world, a duck or a goose is watching him/her (not attacking or touching, simply watching the individual).'

আমি ডায়েরিটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই যে তুমি প্রথমে বললে এটা কোনও রোগ নয়। তাহলে আবার এখন বলছ এটা আসলে এক ধরণের মানসিক রোগ। ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলতে চাইছ?'

'আমি তো বললাম তোমায়। মেডিকেলে কোথাও বলা নেই এটা একটা রোগ। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আসলে এটা একধরণের জটিল মানসিক রোগ।'

আমি কী বলব কিছুই বুঝতে পারলাম না। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা আমার ব্যক্তিগত মত অবশ্যই।'

BanglaBook.org

'এবারে এই অংশটা পড়ে দ্যাখো।' -এই বলে তিনি আর এক টুকরো কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি কাগজটা হাতে নিয়ে পড়া শুরু করলাম। তাতে লেখা রয়েছে, 'While normal people might smile or laugh at the thought of being scared by a duck, to an Anatidaephobic, this fear is persistent and weighs constantly on the mind. Sometimes, the phobia is so extreme that it might even affect one's day to day life. S/he might refuse to leave the home on account of encountering a duck.'

আমি কাগজটা ফিরিয়ে দিলাম।

মৃদুকণ্ঠে বললাম, 'এই যে পুরো ব্যাপারটা আমাকে তুমি ডিটেলে বললে তাতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় কি তুমি বাতলে দিতে পারো?'

তিনি কিছুটা থেমে আমাকে বললেন, 'রোগ থাকলে তার মুক্তিও অবশ্যই আছে। যদিও আনাতিদায়েফোবিয়ার কোনো চিকিৎসার উপায় বা পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।'

আমি জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা চেটে নিয়ে বললাম, 'তাহলে?'

'এত ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমার পুরো ম্যাটারটা আমার ডায়াগনসিস করা হয়ে গেছে। তোমার কী ধরণের সাইকোথেরাপি প্রয়োজন তা নিয়েও আমার গোটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করা হয়ে গেছে। আমি যেভাবে বলবো তুমি শুধুমাত্র সেভাবেই আগামী দিনগুলি সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যাবে। তাহলেই দেখো ভবিষ্যতে তোমাকে আর কোনো হাঁস তাড়া করে মারবে না।'

'বেশ। তাই হবে।'

'আনাতিদায়েফোবিয়ার কোনো সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও ডাক্তাররা আবিষ্কার করতে না পারলেও কিছু উপায় আছে যা মেনে চললে খুব সহজেই এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। রোগ আরোগ্যের

BanglaBook.org

পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করছে পেশেন্টের উপর।'

'কী করতে হবে?' আমি সরাসরি জিগেস করলাম।

'খুব সহজ ব্যাপার। জীবনে একমাত্র সেই ঘটনাগুলিকেই বেছে নাও যা তোমাকে সুখ বা আনন্দ দেয়। আর যেগুলি তোমাকে সুখ বা আনন্দ দেয় না তাকে সযত্নে পরিহার করতে হবে। কিংবা ধরো যদি নিজের একান্তই অপছন্দের কোনও জিনিস তুমি গ্রহণ করতে বাধ্য হও তাহলে সেটাকে ভালোবেসে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করো। তাতে সেই জিনিসটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন একটা প্রেক্ষাপট পেয়ে যাবে।'

কিছুটা থেমে তিনি বললেন, 'মূলত এই ফিলোসফির উপর বেস করে আমি তোমাকে পাঁচটা সূত্রের কথা বলব। যদিও তোমাকে কখন কোথায় কী করতে হবে সেসব ডিটেলে আমি একটা কাগজে লিখে দেবো।'

'তুমি যে সূত্রগুলোর কথা বলছ, তার উপরই কি আমার ট্রিটমেন্ট নির্ভর করছে?'

'অবশ্যই। এই যেমন ধরে নাও তোমার জীবনে এমন অনেক জিনিসই আছে যা তুমি পছন্দ করো বলেই সেগুলিকে উপভোগ করতে পারো। কিন্তু আবার এমন জিনিসও আছে যা তুমি পছন্দ করলেও উপভোগ করতে পারো না। মানুষের ভয় এবং অপরাধবোধ এই দুটি জিনিস অনেকসময়ই আমাদের পছন্দমতো বিষয় উপভোগ করা থেকে বিরত রাখে।'

'এটাই কি তোমার প্রথম সূত্র?'

রাঙাজ্যেঠু হেসে বললেন, 'এতদিন আমার ছিল। আজ থেকে তোমার।'

আমিও হাসলাম।

তিনি আবার কথা শুরু করলেন, 'আর যদি তুমি কোনো জিনিষ অপছন্দ করো তাহলে তাকে এড়িয়ে চলার অভ্যেস করো। যদিও

BanglaBook.org

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টিকে খুব সহজ মনে হচ্ছে কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে বুঝতে পারবে অপছন্দ হলেই যে সেই বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে তা নয়। মনে করো তোমার বিবাহিত স্ত্রীটিকে তোমার পছন্দ নয়। তুমি কি খুব সহজেই তাকে এড়িয়ে থাকতে পারবে? কখনোই নয়। কিংবা ধরো তুমি যে চাকরিটি করছ তা তোমার পছন্দ নয়। তুমি কি খুব সহজেই তা ছেড়ে দিতে পারবে? কোনোভাবেই নয়। কারণ ওই চাকরির মাধ্যমে যে উপার্জন তুমি করতে পারো তা খরচ করেই তোমার জীবন কাটে।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'যদি তুমি তোমার অপছন্দের জিনিষটাকে এড়িয়ে যেতে বা ত্যাগ করতে না পারো তবে তাকে পরিবর্তিত করে নাও।' একটু থেমে বললেন, 'চতুর্থ নিয়মের ক্ষেত্রে বলবো, যদি এমন হয় যে তুমি তোমার অপছন্দের বিষয়টাকে অগ্রাহ্য অথবা পরিবর্তন কোনোটাই করতে সক্ষম নও, তবে তাকে সার্বিকভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। এখন এই স্বীকার করার ক্ষেত্রেও একটা সমস্যা রয়ে যায়। যা তোমার মন স্বীকার করে নিতে পারছে না তা তুমি এত সহজে নিজে থেকে কীভাবে মেনে নেবে? তাই তো?'

'ঠিক।' আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম।

'তোমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে তুমি বিষয়টিকে স্বীকার করে নাও। তুমিই তোমার দৃষ্টিভঙ্গী। ভালো এবং মন্দের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তোমার কাছে কোন জিনিসটা কীভাবে দেখা দিচ্ছে সেটাই বিবেচ্য। জীবনটা ভালো কিংবা জীবনটা মন্দ। এটা না ভেবে বরং এমন ভাবো যে জীবনটা আসলে জীবনই। তুমি তোমার জীবনের প্রেক্ষাপটে যে ঘটনাই আসুক সেগুলিকে পরিবর্তিত করতে পারো। এবং এটা শুধুমাত্র সম্ভব নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে।'

এবার তিনি কথা বলা থামালেন। আমি অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কথা মনে পড়ে গেল।'

BanglaBook.org

তিনি অবাক না-হয়ে বললেন, 'কোন গান?'

'আভাসে দাও দেখা ..'

মুচকি হাসলেন তিনি, 'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ একবিন্দু আলোর আভাস পেলাম। কিন্তু উপায়টা এখনও বললে না তুমি। শুধু সম্ভাবনাগুলো নিয়েই কথা বললে।'

তিনি আমার বিপরীতে সোফায় গা-টা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'ধরা যাক একটা শব্দ 'ভয়'। এটা আসলে কী? জানো তুমি?'

আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় না থেকে নিজেই বললেন, 'এটি একটি নেগেটিভ শব্দ। কিন্তু কী ধরণের নেগেটিভ? এটা ভাবা প্রয়োজন আছে। আসলে এটা একটা প্রত্যাশা। খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার প্রত্যাশা। অথচ ভয়ের বিপরীত শব্দ 'বিশ্বাস'-ও আসলে একটা প্রত্যাশা। এটা ভালো জিনিশের জন্য প্রত্যাশা। কাজেই ভয় ও বিশ্বাস আসলে একই জিনিস। এদের মধ্যে শুধুমাত্র নেগেটিভ ও পজিটিভ এই দুটি মাত্রার তারতম্য আছে। ওই মাত্রা পরিবর্তন করতে সক্ষম হলে এই ধরণের ভাবাবেগকে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে।'

'কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনটা কীভাবে করবো? সেটাই তো জানতে চাইছি।'

'সেটা আমাদের এই মানসনেত্র দ্বারাই সম্ভব। আমাদের বাস্তবিক জীবনে আমরা ঠিক কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবো তা ঠিক করে আমাদের মন। অর্থাৎ কল্পনা।'

'মানে?'

'তোমাকে যে অভ্যেসটি আয়ত্ত করতে হবে আমি সেটা নিয়েই এই মুহূর্তে কথা বলছি। আমি কথা বলছি সিলভারমেন্টাল ডিনামিক্সের 'গোল্ডেন ইমেজ টেকনিক' নিয়ে। এই অভ্যাসটির ধারণার মূল ভিত্তি হচ্ছে তোমার

BanglaBook.org

ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তোমার মানসিক কল্পনা জগতের শক্তির ব্যবহার। এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে 'ব্লু ফ্রেমিং'। অর্থাৎ যে জিনিসগুলিকে তুমি নিজের মধ্যে থেকে বিতাড়িত করতে চাও তার একটি কাল্পনিক ইমেজ। আর রয়েছে 'হোয়াইট ফ্রেমিং' অর্থাৎ যে বিষয়গুলিকে তুমি তোমার মধ্যে ইনক্লুড করতে চাও। যখন তোমাকে কোনো ঘটনা বা চিন্তা ক্রমশই বিব্রত করে তুলছে বলে তোমার মনে হচ্ছে, তখন তুমি সবসময় তোমার ওই মানসিক পরিস্থিতির বিপরীত পজিটিভ দিকগুলির কথা চিন্তা করবে। যদি তুমি জলে নামতে ভয় পাও তাহলে নিজেকে একজন সাঁতারু রূপে কল্পনা করে নাও।'

'তাহলে আমি যে পরিস্থিতে আছি সেখানে ঠিক কীভাবে নিজেকে পরিবর্তন করা উচিৎ হবে?'

'যদি তুমি কোনও হাঁস দেখে ভয় পাও তাহলে তুমি তাকে দেবী সরস্বতীর বাহন রূপে কল্পনা করে নাও।'

আমি বললাম, 'আরেকটু বিশদে বলো।'

তিনি চৈতালীকে আরেক রাউন্ড কফির অর্ডার দিয়ে বললেন, 'গোল্ডেন ইমেজ টেকনিকটা তোমায় বিস্তারিতভাবে শিখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে যে কোনো ধ্যানাসনে উপবেশন করো। পদ্মাসন, বীরাসন, সিদ্ধাসন যে-কোনো আসনে স্বচ্ছন্দভাবে উপবেশন করো। এখন মানসনেত্রে কল্পনা করো যে একটি বদ্ধ ঘরে তুমি এবং তোমার মুখোমুখি একটি হাঁস। এখন ওই দৃশ্যটির চারিদিকে একটি নীল রঙের ফ্রেম কল্পনা করে নাও। দৃশ্যটিকে ক্রমশ বড়ো, রঙিন এবং জীবন্ত করে তোলো। এখন এই দৃশ্যের পরিবর্তে তুমি অন্য একটি দৃশ্য কল্পনায় আনবে। সেটি হলো একটি মুক্ত বিস্তৃত স্বর্গীয় সৌন্দর্যে তুমি এবং তোমার সামনে দেবী সরস্বতীর একমাত্র বাহন। এই কল্পিত দৃশ্যে একটা ছোটো সাদা ফ্রেম যুক্ত করে দাও। ওই নীল ফ্রেমের ছবিটার আটভাগের একভাগ আয়তন হবে এই নতুন হোয়াইট ফ্রেমের

BanglaBook.org

ছবিটি। পাশাপাশি দুটি ছবি মনে মনে আঁকা হয়ে গেলে চোখ বন্ধ করে এক -দুই-তিন গোনো। আর তিন বলার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটো ফ্রেমের ছবিটিকে বড়ো ফ্রেমের জায়গায় এবং বড়ো ফ্রেমের ছবিটিকে ছোটো ফ্রেমের জায়গায় ট্রান্সফার করে দাও। এখন ওই নীল ফ্রেমের ছবিটি যা তোমায় এতকাল বিব্রত করে এসেছে তাকে নতুন পজিটিভ ছবিটির উপরের দিকে ডানদিকে স্থাপন করো। ওই ছোটো ডানদিকের ছবিটা অতীতের প্রতীক। আর বাঁ দিকের ছবিটা ভবিষ্যতের। এভাবেই ওই ছোটো বিব্রতকর ঘটনাটি ক্রমশ তোমার মনের স্ক্রিন থেকে অবলুপ্ত হবে এবং নতুন দৃশ্যটি মাথার ভিতর স্থায়ী হয়ে থাকবে।'

রাঙাজ্যেঠু আমার দিকে তাকালেন, 'পারবে তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, পারব।'

'গুড। তাহলে কাল থেকেই এটা আমরা প্র্যাকটিস শুরু করব।'

আমি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিলাম। চৈতালী এসে আমাদেরকে কফি দিয়ে গেল। আমি কফির প্লেটটা সামনের টেবিলে রেখে বললাম, 'কাল কটার সময় আসব? বিকেলেই?'

'সকাল সাতটার মধ্যে আমার বাড়িতে এসে পৌঁছোতে হবে তোমায়। এক মিনিটও যেন দেরি না হয়। আমি সব সিডিউল করে দেবো তোমায়। তোমার কোনও চিন্তার কারণ নেই। দিনে তিনবার করে আমার কাছে আসবে তুমি।'

তিনি কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'গায়ত্রী মন্ত্র জানো তুমি?'

মাথা নাড়িয়ে বললাম, 'ওঁ বাগদেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নোঃ দেবী প্রচোদয়াৎ।'

তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, 'বাহ খুব ভালো।'

BanglaBook.org

## ২৩

কদিন ধরেই মাথাটা ব্যথা করছে ভীষণ। লক্ষ্য করছি রাত বাড়লেই মাথার যন্ত্রণাটা আপনাআপনি বেড়ে যাচ্ছে। এসব ব্যামো আগে ছিল না আমার। ইদানীং নানারকম শারীরিক সমস্যা জুটেছে। মাথাব্যথার সঙ্গে তীব্র জ্বরও চলে আসছে কখনো-সখনো। অথচ এমন নয় যে দিনেরবেলা একই সমস্যায় ভুগছি। বরং দিবাকালে দিব্যি ভালো থাকছি। বোঝারই কোনো উপায় নেই যে আদৌ রাত্রে কেন এরকম শরীরটা খারাপ হয়ে পড়ছে। এসব কাউকে বলিনি আমি। শুধুমুধু বলে বাড়িতে টেনশন দিতে চাই না। এমনিতেই মায়ের সুগারটা বেড়েছে শুনলাম। ব্লাডপ্রেসারটা যদিও নরম্যাল রয়েছে। নানারকম চিন্তায় আমার মাথাটাও যেন আর কাজ করতে চাইছে না। এমনকী সেই স্বপ্নটা পরপর দুদিন ভোরের দিকে একইভাবে আবার দেখলাম। নবাব প্রহরীদের আদেশ দিচ্ছেন, 'চালাও চাবুক। মারো ওকে। মেরে ফেলো।' উন্মাদেরা আমাকে চাবুকের পর চাবুক কষাচ্ছে বুকে, পিঠে, পেটের নীচে। আমি হস্তিপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছি। আমার খালি গা। কপালে তিলক আঁকা। গ্রামের মানুষেরা রাজগৃহের পথে দাঁড়িয়ে আমার এই শাস্তি নিজেদের চোখে দেখে চলেছেন। কেউ কোনো প্রতিবাদ করছে না। কেউ মুখ থেকে একটা কথাও কাটছে না। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে আসছে। পাখিরা ফিরে যাচ্ছে যে যার নীড়ে। অল্প মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। সূর্যের শেষ আলোর ছটা আমার মুখে চোখে লেপটে রয়েছে। প্রহরীদের কশাঘাতে

BanglaBook.org

আমার প্রাণ আর দেহের মধ্যে নেই। স্বপ্ন শেষ হওয়ার আগেই ঘাম দিয়ে উঠে পড়ছি আমি। আমার তখন অসম্ভব গরম লাগছে। আর নিজেকে যেন পাগল পাগল মনে হচ্ছে। আমি দিব্যি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেখেছি। চাবুকের লম্বা লম্বা মারের দাগ আমার পিঠ জুড়ে ফুলে উঠেছে। কেমন একটা ভয় ভয় করছে আমার। আমি কি তাহলে সত্যিই একটু একটু করে পাগল হয়ে যাচ্ছি? আমার মাথায় কি সত্যিই কোনো অসুখ রয়েছে? নাকি কোনো খারাপ আত্মার পাল্লায় পড়ে গেছি আমি? এই অবস্থাটা পালটাতে চেয়েও আমি কেন কিছুতেই এসব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছি না? কেন?

আজ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর বিছানায় ঝুম মেরে শুয়েছিলাম। তখনও অন্ধকার। ভোর হতে অনেকটাই দেরি। সকাল হওয়ার আগেই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন যে সকাল হয়ে বেলা গড়িয়ে গেছে আমি বুঝতেই পারিনি। ঘুম ভাঙল ফোন বেজে ওঠার শব্দে। দেওয়াল ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সকাল সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ঘরের দরজাটা কিছুটা খোলা রয়েছে। হয়তো আমি রাত্রে ছিটকিনি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ফোনটা একনাগাড়ে বেজেই চলেছে। 'ওহে কি করিলে বলো পাইব তোমারে রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।'

ফোনটা কাছে টেনে নিয়ে দেখলাম অন্তরা ফোন করেছে। রিসিভ করবো কি করবো না ভাবতে ভাবতেই রিংটোন বন্ধ হয়ে গেল। আমি ফোনটা পাশে রেখে দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। আমার চোখ যেন খুলতে চাইছে না কিছুতেই। যেন কতো কতো হাজার বছরের ঘুম একসাথে আমার চোখে নেমে এসেছে এখন। ফোনটা হঠাৎ করেই আবারও বেজে উঠল।

'কী করিলে বলো পাইব তোমারে রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।' এই মুহূর্তে ফোনটা রিসিভ করতে একটুও ইচ্ছে করছে না। তবুও বিরক্তি নিয়েই কলটা রিসিভ করলাম, 'হ্যালো?'

BanglaBook.org

'কী করছেন আপনি?' অন্তরা মিষ্টি করে প্রশ্ন করল আমায়।

'ঘুমোচ্ছি।' আমি জড়ানো গলায় বললাম ওকে।

'এখন?' সে অবাক হয়ে বলল।

আমি ওপাশ ফিরে শুয়ে বললাম, 'রাতে ঘুম হয়নি কাল। তাই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'কেন? রাতে ঘুম হয়নি কেন? রাত্রি জাগরণ করিয়া কাহার কথা ভাবিতেছিলেন প্রাণনাথ?'

আমি ওর কথার ধরন শুনে একটু হাসলাম। বললাম, 'তোর কথা।'

সে সহসাই চুপ করে গেল। আমি বেশ কয়েকবার 'হ্যালো' 'হ্যালো' করলাম। তবুও কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। কিছুক্ষণ পর সে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি। ভীষণ। আর সারাজীবন ভালোবেসে যাবো।'

আমি কিছুই বলতে পারলাম না ওকে। জড়ানো গলায় মৃদুস্বরে বললাম, 'একটা গান শোনাবি?'

'একা নয়। যদি তুইও আমার সাথে গলা মেলাস তাহলেই।'

'ধুস, আমি তো এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম।'

'কেন ঘুম থেকে উঠে গান গাওয়া পৃথিবীর কোন গ্রন্থে নিষেধ করা হয়েছে মহাশয়? আমিও তো এইমাত্র স্নান সেরে এসেছি।'

'আমি খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছি। তোমার পিঠে ছড়ানো রয়েছে ঈষৎ ঘন কেশ। তোমার চোখের পাতায় ঝুঁকে আছে কালবৈশাখীর মেঘ। তোমার শরীর বেয়ে বিভ্রান্ত নদী ভেঙে নেমে আসছে বুকের ভিতরকার সারি সারি রোদ...' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'থাক।'

আমি বললাম, 'গাও একটা গান আমার জন্য।'

BanglaBook.org

সে খোলা গলায় গেয়ে উঠল-

''আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে-
তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।।
সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুলগন্ধ,
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ-
তুমি জান না, ঢেকে রেখেছি তোমার নাম
রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে।।
তোমার অরূপ মূর্তিখানি
ফাল্গুনের আলোতে বসাই আনি।
বাঁশরি বাজাই ললিত-বসন্তে, সুদূর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে উন্মাদনে।।''

তার গান শেষ হলে তাকে বললাম, 'সকালটা ভারি মিষ্টি করে দিলি তুই।'

সে হেসে বলল, 'তাই?'

'হুম।'

'নে এবার তো বিছানা ছেড়ে ওঠ। আর কতো শুয়ে থাকবি?'

'তুই কি আমায় ঘুম থেকে টেনে তুলবার জন্য ফোন করলি?'

'অ্যাই শোন খোঁটা দিস না।'

'বয়ে গেছে আমার।' আমি মুখ ভেঙচে মজা করলাম ওর সাথে।

সে ফোনের ওপার থেকে বলল, 'একটা কথা বলার জন্য তোকে ফোন করেছি।'

BanglaBook.org

আমি থেমে গিয়ে বললাম, ‘বলে ফেল।’

‘তোর সাথে আমি দেখা করতে চাই রজত। একটি বারের জন্য। আসবি?’

‘তুই ডাক দিলে আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন তোর কাছে অবশ্যই পৌঁছে যাবো।’

‘তাহলে কবে দেখা করবি আমায় বল?’

‘১৪ ই ফেব্রুয়ারি।’

‘মানে আগামীকাল?’ অন্তরা জিগেস করল আমায়।

‘হুম। কেন অসুবিধা হবে তোর?’

‘না।’ সে সংক্ষেপে উত্তর দিল আমায়।

কিছুক্ষণ আমাদের মুখে আর কোনো কথা সরল না। দুজনেই চুপ করে রইলাম। আমি বললাম, ‘মনে আছে তোর, আমাদের প্রথম লুকিয়ে দেখা করার কথা?’

সে মৃদুস্বরে বলল, ‘হুম মনে আছে। ভুলব কি করে সেসব দিন?’

‘কতদূর গিয়েছিলাম মনে আছে?’

‘আমি ভীষণ নার্ভাস ছিলাম সেদিন। বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জায়গায় অতদূরের একটা গ্রামে আগে কখনও যাইনি। এমনকী কোনো আত্মীয়ের বাড়িতেও না।’

‘গ্রামটার নাম এখন আর আমার মনে নেই। সম্ভবত পাণ্ডুয়ার আগের স্টেশন।’

‘তুই সেই বড় গাছটার তলায় দাঁড়িয়েছিলিস। সেই গাছে কতো পাখি বসেছিল সেদিন। তোর মনে আছে সেসব?’

‘গাছপালার স্নেহে ঘেরা ছিল আমাদের সেসব দিন।’

BanglaBook.org

'মাঠের আল ভেঙে তুই নেমে পড়েছিলিস ধানখেতে। এতটা নির্জন জায়গা আমি খুব কমই দেখেছি।'

'বড় অশ্বত্থ গাছটার আড়ালে আমি যখন হাত ধরে তোকে কাছে টেনে নিয়েছিলাম, তুই কি খুব ভয় পেয়েছিলি তখন?'

'না ভয় পাইনি। সেদিন তোর রক্তে মিশে যেতে ইচ্ছে করেছিল আমার।'

'তুই আমার ঠোঁটে কামড়ে রক্ত বের করে দিয়েছিলি। মনে আছে?'

'বেশ করেছি।'

'যদি আগামীকাল আমি তোকে সেটা ফিরিয়ে দিই? ফেরত নিবি?'

সে অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলল, 'আমি প্রস্তুত।'

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেক্ষণ। আমি উঠে ব্রাশ সেরে একটু বাইরের দিকে বেরোলাম। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কোলকিলের ডাক শুনতে পাচ্ছি। দূরে কোথাও দুটো কোকিল রেসারেসি করে ডেকে চলেছে। সুন্দর আকাশের নীচে গাছেরা নতুন সবুজ পাতায় ভরে উঠছে আবার। রোদটা যেন গমগম করছে অথচ গায়ে লাগছে না। হালকা বাতাস বইছে মাঝেমধ্যে। একেই বসন্ত বলে বোধয়। আমি মন্দিরের পথ ধরে হাঁটা শুরু করলাম। কতকাল যে ওদিকে যাইনি তার কোনও ইয়ত্তা নেই। পথ চলতে চলতে সেদিকেই গণেশের দোকানে গিয়ে উঠলাম। ঘড়িতে এখন পৌনে একটা বাজতে যায়। আমাকে দেখে গণেশ খুব খুশি হলো। তাকে দেখে যেন কেমন চিন্তিত ও বিদ্ধস্ত মনে হলো। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। আগের থেকে অনেকটাই রোগা মনে হলো তাকে দেখে। সে আমায় দেখতে পেয়ে দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বললাম, 'কী রে শরীর খারাপ হয়েছে নাকি তোর?'

সে মুখে একটা নকল হাসি জুড়ে নিয়ে বলে উঠল, 'কই না তো? কী

BanglaBook.org

ব্যাপার তোর কোনো পাত্তা নেই? এমনকী কোনো খোঁজখবরও পাইনি অনেকদিন। কোথায় ছিলি?'

আমি ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বাইরে রাখা বেঞ্চিটায় বসে বললাম, 'হ্যাঁ রে তন্ময়ের কী খবর? তাকে দেখছি না কেন?'

'সে তো আর গ্রাম থেকে ফিরে আসেনি।'

'কেন? চাকরিবাকরি খুঁজছে? নাকি পড়াশোনা করছে আবার?'

'খবরের কাগজ পড়িসনি?'

'খবরের কাগজ?' আমি অবাক হয়ে জিগেস করলাম, 'কই না তো! আমার ওসব পড়ার অভ্যেস নেই। কী হয়েছে?'

'কুলপীতে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গায় সে মারা গেছে।'

'মানে?' আমি আশ্চর্য হয়ে উঠলাম।

ওদের গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। সমস্ত পরিস্থিতি, ঘটনা, আবহাওয়া কিছুই তো আমার অজানা নয়। তবুও আমি বোকার মতো প্রশ্ন করলাম, 'কী ঘটেছিল? তুই জানিস কিছু?'

গণেশ মুখে কোনও শব্দ না করে মাথা নাড়াল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম, 'তোকে দেখে অসুস্থ লাগছে। কী হয়েছে তোর?'

'তেমন কিছু না। আমার আর আজকাল রাতে ঘুম হয় না। ডাক্তার দেখিয়েছি অনেক। অনেক ধরণের ওষুধও খেয়ে দেখেছি। কোনো কাজে দিচ্ছে না কিছুই। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক সবই ব্যবহার করলাম তবুও কোনো কাজে দিল না।'

'কেন? ঘুম হচ্ছে না কেন তোর? কোনও ব্যাপার নিয়ে কি খুব চিন্তা করছিস?'

'না তা নয়। কেন হচ্ছে না তাও আমি জানি না।'

BanglaBook.org

'ডাক্তারেরা কী বলছেন?'

'তারা কেউই কিছু বুঝতে পারছেন না। শুধু ঘুম যাতে হয় তার জন্য নানারকমের ওষুধ লিখে দিয়েছেন। আমি সব ওষুধই খেয়ে দেখেছি। এমনকী ইঞ্জেকশনও নিয়ে দেখেছি আমার কিছুতেই আর ঘুম আসছে না রে?'

গণেশ হু-হু করে কেঁদে উঠল। আমি তার কাছে গেলাম। তাকে বেঞ্চে বসিয়ে বললাম, 'কিছু হবে না। আমি তোকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো আজ। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গণেশের কাছে যেতেই কেমন একটা বাজে ঝাঁঝালো গন্ধ পেলাম ওর গা-থেকে। অনেকটা সার্ফ এক্সেলের মতো। কিংবা শুকনো সাদা নির্মার মতো হবে। গায়ে সে শুধুই একটা হাফহাতা গেঞ্জি পড়ে রয়েছে। আর পরনে একটা থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট। আমি গণেশকে বললাম, 'তোর গা থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। জামাপ্যান্ট গুলো কি কাচিস না?'

'এগুলো তো কাচাই!' সে অবাক হয়ে বলল, 'কই? আমি তো কোনো গন্ধ পাচ্ছি না?'

সে নিজের গেঞ্জির হাতাখানা বারকয়েক নাকের কাছে টেনে নিয়ে শুঁকল, 'কই নাতো? কোনো গন্ধ পাচ্ছি না?'

'সার্ফ এক্সেলের মতো একটা তীব্র গন্ধ ছাড়ছে।'

আমার কথা শোনা মাত্রই মুহূর্তেই তার মুখের রঙ পালটে গেল। তাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে। সে আমার সামনে থেকে পালিয়ে দোকানের ভিতরে ঢুকে গেল। আমি অবাক হয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বললাম, 'কী রে? কী হল?'

সে যেন নিজের চোখের সামনে ভূত দেখছে। এমনই ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই যা। আমার এখান থেকে যা। আর কোনোদিন আসবি না আমার এখানে। যা তুই। বেরো। বেরো।'

BanglaBook.org

হঠাৎ করে ওর এই আচরণের হেতু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি ওকে বারবার জিগেস করতে থাকলাম, 'কী রে? কী হলো? কী হয়েছে বলবি তো? তুই আমাকে এভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছিস কেন? আমি কী করেছি সেটা বল?'

'তুই চলে যা আমার সামনে থেকে। চলে যা রাজু। তুই আমার মৃত্যুর খবর বয়ে এনেছিস।'

ওর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। কী বলতে চাইছে ও? আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম।

সে আমার মুখের উপর বলে চলেছে, 'এতদিন আমি লোকেরটা বলে এসেছি। আজ তুই আমার মরার খবর আমাকেই দিতে এসেছিস? কে দেখবে আমার পরিবারকে? কে দেখবে বল?'

তার চেঁচানিতে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমি চারপাশটা দেখে নিলাম। নাহ, কেউ নেই। ওকে শান্ত করার জন্য বললাম, 'আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। তুই একটু শান্ত হ। একটু চুপ কর তুই। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তোর কথা।'

'তুই থাম।' সে আমায় ধমক দিল খুব জোরে।

'আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। ক্ষমা করিস আমায় যদি কিছু ভুল করে থাকি।'

রীতিমতো ওখান থেকে পালিয়ে এলাম আমি।

সন্ধেবেলা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলেই অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে অনেকটা ঘাবড়ে গেলাম। মনে হলো অন্য কোথাও এসেছি কি? আমার বিছানার চারপাশে যেন বরফ পড়ে রয়েছে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। মাথাটা ঠিকঠাক কাজ করছে না আমার। অবশ্য এই হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে

BanglaBook.org

যাওয়ার একটা কারণ রয়েছে। রণিতা ফোন করেছে। ফোনের শব্দেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম আমি। ফোন রিসিভ করতেই রণিতা ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যালো, কাঁদছ কেন? হ্যালো রণিতা? কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?'

সে মুখে কাপড়ের টুকরো চাপা দিয়ে ডুঁকরে বলে উঠল, 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

আমি তার কান্না থামাবার চেষ্টা করে বলে উঠলাম, 'ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কেন কাঁদছ আগে সেটা বলো?'

সে নিজের চোখ মুছল ফোনের ওপারে। তার গলার স্বরে সেসব বোঝা যাচ্ছে। কিছুটা শান্ত হয়ে বলল, 'বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক করেছে আমার।'

আমি আনমনে জবাব দিলাম, 'ওহ, তো ভালোই তো।'

'কী ভালো?' সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোমার কি কোনও ফিলিংস নেই আমার প্রতি?'

আমি চুপ করে রইলাম। ওকে বোঝার চেষ্টা করছি। সে আবারও ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি রজতেন্দ্র।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি।' আমি ধীরে ধীরে তাকে জবাব দিলাম।

'আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই রজতেন্দ্র।'

'ঠিক আছে।'

'বলো কবে কখন আসবে তুমি?'

'১৪ ই ফেব্রুয়ারি।'

'আগামীকাল?'

BanglaBook.org

'হুম।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম দুজনে। আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, 'পাত্র কোথাকার?'

'জানি না।' সে রাগতভাবেই উত্তর দিল। একটু দম টেনে নিয়ে বলল, 'মামারবাড়ির লোকেরা কোথায় থেকে ছেলেটিকে জোগাড় করেছে। শুনেছি সুরাটে সোনার কাজ করে ছেলে।'

আমি হেসে বললাম, 'বাহ।'

সে আবারও আমার উপর রেগে গেল ফোনের ওপারে। আমি তাকে বললাম, 'তুমি কী চাও?'

সে মিনমিনিয়ে বলে উঠল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি রজতেন্দ্র। আমি তোমাকে ছাড়া সত্যিই বাঁচব না। আমি তোমার সাথেই থাকতে চাই সারাটা জীবন। আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।'

'আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখে থাকতে পারবে না রণিতা।' হঠাৎ করেই আমি ওর মুখের উপর কথাটা বলি।

'আমার সুখ চাই না। আমার তুমি চাই।'

'বাচ্চাদের মতো কথা বোলো না। আমার কোনো ফিনানসিয়াল সাপোর্ট নেই। আমি কীভাবে তোমাকে বিয়ে করবো? না আছে আমার কোনো চাকরি, না আছে ব্যাঙ্কে ন্যূনতম ব্যালান্স। কী দিয়ে সংসার চালাবো আমি?'

'আমি কোনও কাজ খুঁজে নিয়ে করবো। প্রয়োজন পড়লে আমি লোকের বাড়ি বাসন মেজে আমাদের সংসারটাকে চালাবো রজতেন্দ্র। যতোটুকু তোমার দায়িত্ব ততোটুকু তো আমারও?'

'এভাবে হয় না রণিতা। তুমি বোঝার চেষ্টা করো।'

'কেন আমাকে বিয়ে করতে তোমার কীসের আপত্তি?'

BanglaBook.org

'আপত্তি নয়, আমাকে বিয়ে করে একটা অনিশ্চয়তায় পৌঁছে যাবে তুমি। আমি চাই না তোমার জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করে ফেলতে।'

'তুমি আমাকে এভাবে এড়িয়ে যেতে পারো না রজতেন্দ্র!'

'এড়িয়ে যাচ্ছি?' অবাক হয়ে গেলাম ওর কথায়। আবারও শান্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা শুরু করি আমি, 'এড়িয়ে যাবো কেন তোমায়? বুঝতে চেষ্টা করো। আমার সাথে থেকে কী পাবে তুমি? তোমার থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে আমার যে অর্থ প্রয়োজন তা কোথায় থেকে পাবো আমি?'

সে-ও শান্তভাবে কথা কেটে কেটে আমাকে বলল, 'আমি তো তোমাকে বললাম - যে কোনো - যে কোনো একটা কাজ ঠিক জুটিয়ে নিতে পারব আমি। তোমায় এসব নিয়ে মিছে ভাবনার কোনো কারণ নেই। অপরের হাতে আমাকে এরা তুলে দিচ্ছে রজতেন্দ্র -তুমি আমায় রক্ষা করো। আমি আমার এই সমস্ত জীবনে শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি।'

'এভাবে হয় না, হয় না রণিতা।'

ফোনের ওপ্রান্তে সে কাঁদছে। আমি চুপ করে রইলাম। আচমকাই শক্ত হয়ে শান্ত গলায় বলল, 'আমি জানি-আমি জানি রজতেন্দ্র-আসলে তুমি আমাকে আর দশজনের মতোই একটা বাজারে রেন্ডি মনে করো।'

ফোনটা মুহূর্তেই কেটে দিলাম আমি। এই অন্ধকার ঘরে আমার বুকের ভিতরটা কেমন ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করল। একদম অস্থির লাগছে নিজের ভেতরটা। মুখে কোনো শব্দ করতে পারছি না। কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরলো না আমার। এমন একটা নার্ভাসনেস আমাকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে যেন নিজেকে পাগল পাগল লাগছে। কী করা উচিৎ কিংবা কী করা উচিৎ নয় কিছুই বুঝতে পারছি না। বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে যাচ্ছে অনবরত। অন্ধকারে আমার বুকের ভিতরে একঝাঁক হাঁসের ডানা ঝাপটানোর

BanglaBook.org

শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি। তারা আমার বুকের রক্তমাংসের ভিতরে অনবরত উড়ে চলেছে।

ঘরের কোথায় লাইটের সুইচগুলো আছে কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না আমি। খুব অচেনা লাগছে কি এই ঘরটিকে? এই যে আমার জানলা। এর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে শিউলি ফুলের গাছটি। ওপাশে রয়েছে বেলী, বনমল্লিকা, রাজজুঁই, রজনীগন্ধা। এসবই মায়ের হাতে বসানো গাছ। আমি কি ক্রমশ এই ঘরদোর, ঘরের মানুষজন, পাড়াপরশী এদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি? অচেনা হয়ে যাচ্ছি আমি? আবছা হয়ে যাচ্ছি কি? ঘরের মধ্যে টাল খেতে খেতে আমি সুইচটা খোঁজার চেষ্টা করলাম। হাতে পেতেই ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলাম। দেওয়াল ঘড়িতে এখন সন্ধে পৌনে সাতটা বাজছে। দরজা খুলে বাথরুমে ঢুকলাম। ঢুকেই বাথরুমের উপরের দিকটা ভালো করে দেখে নিলাম। কেউ নেই তো ওখানে? কিংবা কলের পিছনে যেখানে বড়ো বালতিটা রাখা আছে, কেউ লুকিয়ে নেই তো ওদিকটায়? এদিক ওদিক ভালো করে চোখ চেয়ে দেখলাম আমি। বসে পেচ্ছাপ করার সময় দেখলাম কিছুটা বীর্যপাত হয়ে গেল নিজে নিজেই। খুব নার্ভাস লাগছে। ভয়ের জন্যেই আপনাআপনি শরীরটা বারবার শিরশিরিয়ে উঠছে আমার। আর এরকম হলেই কেমন নেশাগ্রস্তের মতো লাগে নিজেকে। কল খুলে দিতেই জোরে জল পড়তে লাগল। আমি চোখেমুখে ভালো করে জলের ঝাপটা দিলাম। ঘাড়ে মাথায় জলহাত বুলোলাম। কানদুটোও এতটা গরম হয়ে গেছে যে আমি মগে করে জল নিয়ে মাথায় ঢালা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে বেরিয়েই ঘরে গিয়ে গামছায় হাতমুখটা ভালো করে মুছে নিয়ে ফোনটা হাতে তুলে নিলাম। রণিতাকে কলব্যাক করতে গিয়েও করলাম না। এতক্ষণ ধরে মনে হলো ওকে ফোন করে বলি যে, আমিও ওকে ভালোবাসি। ওকে শ্রদ্ধা করি আমি কিন্তু ফোনটা হাতে তুলে নিয়ে ওর নাম্বারে ডায়াল করার পরিবর্তে নুপুর বউদিকে ফোন করলাম। মুহূর্তেই আমার কলটা রিসিভ করল নুপুর বউদি- 'বাব্বা, কী খবর

BanglaBook.org

তোমার? এতদিন পর মনে পড়ল নাকি?' লোভী কুকুরের চোখ যেমন জ্বলজ্বল করে ওঠে ঠিক তেমনই তার গলার স্বর আন্দোলিত হয়ে গেল আমার ফোনের ভিতর।

'তোমার বর কেমন আছে?' মৃদুকণ্ঠে জিগেস করলাম।

'ওহ, বরের খোঁজ নেওয়ার জন্য ফোন করেছ বুঝি?' আমাকে টোন কাটল সে।

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'না, তা নয়।'

'তাহলে?'

'কেউ আছে এখন তোমার ঘরে?'

কিছুটা সময় চুপ করে থেকে নুপুর উত্তর দিল, 'কেন?'

'করতে দেবে?'

নুপুরের গলায় বাজারি হাসির শব্দ শোনা গেল, 'আমার সোনাটা একদম ঠিক সময়ে ফোন করেছে।'

আমি ধৈর্য না দেখিয়ে বললাম, 'দেবে কি?'

'আজ নয় সোনা। কাল পুরো বাড়ি ফাঁকা।'

'কাল?'

'১৪ ই ফেব্রুয়ারি।'

ফোনটা কেটে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। এক নিমেষেই বাড়ি থেকে ছিটকে এসে রাস্তায় পড়লাম। ঠিক কোথায় যেতে চাইছি এখন তা আমি জানি না। তবে কোথাও কি যাওয়ার নেই আমার? আমি হাঁটতে শুরু করলাম উদ্দেশ্যহীন। রাস্তায় হরেকরকম আলো ফুটে আছে। এই শহরের সন্ধ্যায় আমার চোখেমুখে এসে পড়ছে বিপজ্জনক আলো। দূরে চাঁদ দেখতে পাচ্ছি। তবে তার কোনো আলো নেই। অনেকটাই ফ্যাকাশে লাগছে। এই হইহুল্লোড় আর ব্যস্ত শহরের রাস্তায় মধ্যিখানে দাঁড়িয়েও যেন আমি আমার

BanglaBook.org

নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। এতটাই একা হয়ে গেছি কি আমি? রাস্তার ওপারে দূরে কোনো মানুষ অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করছে, 'কেমন আছো?' শোনা যাচ্ছে মানুষের কথাবার্তার শব্দ। বিলুপ্ত স্মৃতিকথন। আর এসবের মধ্যে আমি ক্রমশ নির্জন হয়ে উঠছি। তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি একপ্রকার দৌড় লাগালাম। কোথায় চলেছি? এটা তো বুড়ো শিবতলা যাওয়ার রাস্তা! দৌড়োতে দৌড়োতে রাঙাজ্যেঠুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বেশ কয়েকবার ডোরবেল বাজালাম। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ এলো না। আবারও বেশ কয়েকবার ডোরবেল দিলাম। অবশেষে জ্যেঠু দরজা খুললেন। দরজা খুলেই অদ্ভুত হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি আমার মুখের দিকে। আমাকে কি তিনি চিনতে পারছেন না? আমাকে দেখে এত আশ্চর্যের কি আছে?

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমার সাথে দরকার ছিল খুব।'

তিনি কিছুটা ইতস্তত করলেন। তারপর ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও যেমনভাবে একজন অপর একজনকে আপ্যায়ন জানায়, সেভাবেই আমাকে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিলেন, 'বোসো।'

সোফার উপর বসে তিনি বললেন, 'চৈতালী দোকানে বেরিয়েছে। ও ফিরে আসুক, তারপর আমরা কফি নেব কেমন?'

আমি 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বললাম না।

রাঙাজ্যেঠু আবারও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তোমার মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেন?' তিনি হেসে কথা বলার চেষ্টা করলেন।

'কেমন দেখাচ্ছে?' আমি তাকে প্রশ্ন করি।

'অনেকটা দুঁদে খুনির মতো।'

BanglaBook.org

আমি তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললাম, 'বেশ কিছু নতুন সমস্যা শুরু হয়েছে আমার মধ্যে।'

'কী সমস্যা?'

'মানুষের গায়ে অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছি আমি যা থেকে আমি তার আগাম মৃত্যুর খবর বলে দিতে পারি।'

তিনি থুতনিতে হাত দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

'এটা কীভাবে সম্ভব?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'এই অদ্ভুত ক্ষমতাটা আমার এক বন্ধুর মধ্যে ছিল। ছেলেবেলা থেকেই নাকি ও মানুষের গায়ে এমন গন্ধ পেয়ে বলে দিতে পারে তার আগাম মৃত্যু সংবাদ। কিন্তু আজ সকালে তার সাথে কথা বলার সময় যখন আমি তাকে জানালাম তার গা থেকে সার্ফ এক্সেলের মতো অদ্ভুত এক বিশ্রি গন্ধ ছাড়ছে তখন সে-ই আমায় তার সেই ক্ষমতা ট্রান্সফারের কথাটা জানায়।'

আমার কথা মন দিয়ে তিনি শোনার পর বললেন, 'তোমাকে আমি কয়েকদিন আগে একটা সিডিউল করে দিয়েছিলাম। বলে দিয়েছিলাম দিনে তিনবার করে আমার এখানে আসার কথা, অথচ তুমি ..।'

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিই আমি।

'হ্যাঁ আমি আসব নিয়ম করেই। কিন্তু কদিন পর থেকে। আমি কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি।'

'বেশ।' তিনি গম্ভীর কণ্ঠে একথা বলে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি হঠাৎ করেই তার কাছে গিয়ে দুহাত জোড় করে বললাম, 'ডাক্তারবাবু আমাকে বাঁচান। এসব কী ঘটে যাচ্ছে আমার সঙ্গে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

BanglaBook.org

তিনি আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। যেমন মেঝের দিকে

নীচে তাকিয়ে ছিলেন তেমনিই ওভাবে চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মৃদুকণ্ঠে থেমে থেমে বললেন, 'অস্ট্রেলিয়ার এক মনোবিদ আছেন যার নাম আরি কালা। ইনি একজন মহিলা। মাত্র বারো বছর বয়েসে তিনি প্রথম নিজের ভেতর এমনই এক শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। শোনা যায় তিনি নাকি তার পরিচিত এক আত্মীয়ের মৃত্যুশয্যায় এরকম এক আশ্চর্য গন্ধ পান। তার কিছুদিন পরেই সেই আত্মীয়টি মারা যান। এরপর থেকে যখনই তিনি কোনো মানুষের কাছে এই অদ্ভুত গন্ধটি পেয়েছেন সেই ব্যক্তি কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেছে।'

'কিন্তু এর থেকে নিজেকে বের করে আনবো কী করে?'

'কোনও উপায় নেই। তুমি বরং দেখে যাও ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছেন।'

আমি কোনো কথা না বলে বসে রইলাম চুপচাপ। তিনি হঠাৎ করেই ইতস্তত বোধ করে বললেন, 'তুমি বরং এক কাজ করো। কাল বিকেলে এসো। আজ আমি কিছুটা ব্যস্ত রয়েছি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কোনো কথা না বলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় বেরিয়ে আমি এলোমেলো পা চালালাম। কোথায় চলেছি জানি না। আমার মাথা কিছু কাজ করছে না। একবার মনে হলো এখান থেকে পালাই। আজই। এখনই। দূরের কোনো গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে আমার। অথবা কোনো কালো মেয়েমানুষের আঁচলের তলায়। আমি কি পাগল হচ্ছি ক্রমশ? নিজের থেকে নিজেই কি আলাদা হয়ে যাচ্ছি আমি? একদিন শেষ হবে সমস্ত স্বপ্নবীজ। সন্ধ্যারের পর গভীর রাত নেমে আসে যেভাবে, সেভাবেই নিশ্চিন্তে ঘুমোব আমি। একটু দূরত্ব রেখে হেঁটে যাবো একলা। যাওয়ার বেলায় নতজানু ঘাসফুল আমাকে বিদায় জানাবে। মুছে যাওয়া ছায়ার কথা নদীরা গড়গড় করে মুখস্ত শোনাবে। তানপুরার

BanglaBook.org

সুরে তখন চারিদিকে জ্যোৎস্নার বৃষ্টি। উন্মুক্ত আকাশ। ভাঙচুরের শব্দ। তবুও। এক আধটা মেঘ জমে রইবে মনের কোণে। একজনকে এ জীবনে না পাওয়ার ছোট্ট কষ্টটা কি খুব বেশি কিছু? পকেটে রাখা ফোনটা ভাইব্রেট হচ্ছে। সেটা হাতে নিয়ে দেখি পর্ণা ফোন করেছে। ইচ্ছে করছিল না রিসিভ করতে। তবুও কল রিসিভ করলাম, 'হ্যালো।'

ওদিক থেকে সেও ক্ষীনকণ্ঠে বলে উঠল, 'হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?'

'বলো।'

'ব্যস্ত রয়েছ তুমি?'

'না।'

'রজতেন্দ্র আমি ভীষণ অসুস্থ।'

'কী হয়েছে?'

'জানি না আমি।' তার দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

আমিও চুপ করে রইলাম।

সে আবারও বলল, 'হ্যালো? শুনছ তুমি?'

'হুম, বলো।'

'আমি তোমার সাথে একবার দেখা করতে চাই। একবার রজতেন্দ্র। তোমাকে -তোমাকে আমি একবার ছুঁতে চাই।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি পর্ণা।'

আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। তার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি তাকে কোনোরকম সমবেদনা না জানিয়ে বললাম, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি পর্ণা। কিন্তু আমি বিয়েটা করতে পারবো না।'

'প্লিজ, রজতেন্দ্র।'

'না পর্ণা, আমি পারবো না কিছুতেই।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে ছুঁতে চাই আমি।'

'আমিও তোমাকে পেতে চাই।'

'কবে দেখা করবে বলো?'

'কাল।'

সে বলল, 'কাল তো...'

তার কথার অসম্পূর্ণতা আমি পূর্ন করে দিয়ে বললাম, 'কাল ১৪ ই ফেব্রুয়ারি।'

BanglaBook.org

## ২৪

আজ ১৪ ই ফেব্রুয়ারি।

কাল সারারাত একটুও ঘুম হয়নি আমার।

কথা আছে আজ অন্তরার সাথে দেখা করার।

কথা আছে রণিতার সাথে দেখা করার।

এমনকী কথা আছে পর্ণার সঙ্গে দেখা করার।

এমনকী নুপুর বউদির বাড়িতেও যাওয়ার কথা আছে আজ।

মধ্যরাত থেকেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। হালকা মৃদুমন্দ বাতাসও বইছে।

শীত না থাকলেও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। এই বৃষ্টির জন্যই বোধয় আবার শীতটা ফিরে আসতে পারে। খবরেও নাকি এমনটাই বলা হচ্ছে। শীতকাল আবার ফিরে আসবে?

আমি একটা বাসের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

ভিক্টোরিয়ায় ওদেরকে আসতে বলেছি। ভিক্টোরিয়া হলো স্যার উইলিয়াম এমারসনের এক আশ্চর্য স্থপতি। এমন নয় যে অন্তরা, পর্ণা, রণিতা সকলে একই সঙ্গে আসবে। প্রত্যেকেরই আসার একটা আলাদা সময় থাকে। কেউ চাইলেও যখন-তখন আসতে পারে না। কারণ একজন মানুষ যখন অপর

BanglaBook.org

মানুষের কাছে যেতে চায় তখন তাকে অনেক সাধনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

আমি বাসের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ভিক্টোরিয়াগামী একটা বাস দেখতে পেয়েই হাত তুলে ইশারা করলাম। গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। ভেবেছিলাম এই বৃষ্টিবাদলের দিনে ভিড়টা তুলনামূলক কিছুটা কম হবে। কিন্তু অন্যান্য দিনের চাইতে আজকেই মনে হয় ভিড় সব চাইতে বেশি। মানুষের গা-ঘেঁষে সকলকে ঠেলে ঠেলে আমাকে ভিতর দিকে যেতে হলো। এককোণে গিয়ে কোনোমতে মাথাটা অন্যের পিঠে গুঁজে দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছু দূর যাওয়ার পরই আমার বমি পেল। কোনোমতে নিজেকে চেপে রাখার চেষ্টা করলাম। বাসের জানলা থেকে কিছুটা দমকা বাতাস এসে আমার চোখেমুখে লাগতে যেন দেহে প্রাণ ফিরে এল। আমি মুখ তুলে দেখলাম একটা হাঁস। আমারই সামনে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার। কোনোমতে নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে ডানদিকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন হিন্দিতে বলল, 'ইতনা ঘুরতা কাইকো?'

সেদিকে গ্রাহ্য না করে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। সকাল সাড়ে দশটার সময় অন্তরা এসে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার জন্য। আমি পৌঁছোলে দুজনে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকবো। তারপর কোনো গাছের তলায় বসে কথা হবে। কিংবা পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসব দুজনে। এসব আগে থেকেই ঠিক করা রয়েছে। কাল যখন ওর সাথে ফোনে কথা হচ্ছিল তখনই ওকে বলেছিলাম।

বাসের দরজার কাছে চোখ গেল। একটা বাচ্চা মেয়ে কন্ডাকটারের দিকে তাকিয়ে বিস্কুট চিবোচ্ছে। বয়েস সাত-আটের বেশি হবে না। মেয়েটির পরনে ময়লা একটা সেফটিপিনে তাপ্পি দেওয়া সাধারণ ফ্রক। পাশেই বসে তার বৃদ্ধ বাপ তাকে কিছু একটা বলছে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখি আবারও সেই হাঁস। আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

BanglaBook.org

রয়েছে। ভাবলাম ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এত মানুষ তো আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর খেয়াল হলো আমি ছাড়া আর কেউই এই হাঁসটাকে দেখতে পাচ্ছে না। এমনকী আমি যে ক্রমশ এই বৃষ্টির দিনে ঘেমে উঠেছি তা লক্ষ্য করেও কেউ বিশেষ অবাক হচ্ছেন না। আমি নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করলাম। চোখ বুজে ফেললাম আমি। মনে মনে রাঙাজ্যেঠুর শেখানো গোল্ডেন ইমেজ টেকনিকের কথাটা মনে পড়ল। আমি চোখ বন্ধ করে সেটা অভ্যেস করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতে কিছুই হলো না। ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ছি। হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে আমার। একটা ভয় তোলপাড় করে দিচ্ছে আমার ভিতরটা। আমার ছমছমে ভাঙাচোরা অস্তিত্বটাকে আমি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি মনে মনে। আমি চোখ খুলে ফেললাম। আমার একেবারে মুখের কাছে চলে এসেছে হাঁসটা। ওকে দেখে আবারও আমি চোখ বুজে নিলাম। অন্তরার মুখটা নিজের মানসনেত্রে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। যতোবার চেষ্টা করলাম ততোবারই দেখতে পেলাম একটা হাঁস আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাইরের বৃষ্টিটা জোরে নামল। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইছে। হঠাৎ করে সারা শহর মেঘ করে কালো হয়ে এল। যেন মেঘলা আকাশে ভেসে উঠছে মহাকাল। পথে পথে ঝরে পড়ছে ধানফুল। আমি কোনোভাবেই নিজেকে শান্ত রাখতে পারছি না। বুকের ভেতর দ্বিধা আর ভয় কাজ করতে শুরু করেছে। আমি চোখ বন্ধ করলেই অনুভব করতে পারছি আমার রক্তের ভিতর হাঁসগুলি তাদের পাখনা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমি কান পেতে তার শাঁই শাঁই শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তারা পাখনা ঝাপটাচ্ছে আমার হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে। আমি চোখ খুলেও দেখেছি আমারই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই হাঁস।

BanglaBook.org

‘কল্পনার হাঁস সব--পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।’

আর পারছি না। হাত-পা কাঁপছে আমার। মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে বসেছে। হয়তো জ্ঞান হারাবো এবার। কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আগেই আমাকে এই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। এখানে থাকলে আমি নিশ্চিত পাগল হয়ে যাবো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। হঠাৎ করেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হেই কন্ডাকটর।'

সকলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। কেউ কেউ ভয়ের চোখে আমাকে দেখছে। কন্ডাকটর দূর থেকে মিনমিনে গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

'এই হাঁসটাকে সরা এখান থেকে। দূরে নিয়ে যা একে।'

আমি ততোধিক জোরে চিল্লে বললাম।

কন্ডাকটর আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'কী বলছেন কী আপনি? কীসের হাঁস? কাকে সরাতে বলছেন?'

আমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হাঁসটাকে দেখিয়ে বললাম, 'এই যে। এই যে। দেখতে পাচ্ছিস না। এই তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই তো -এই তো! এদিকে আয় না, আয় ..'

কন্ডাকটর আমার দিকে সেভাবেই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সিটে বসে থাকা কয়েকজন যাত্রী আমার কথা শুনে হাসতে শুরু করল। আমার গায়ে যেন বিষম জ্বর চলে এসেছে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। চলন্ত বাসের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে বললাম বাস থামাতে। সে-ও ভিতরের চেঁচামেচি শুনেছে এতক্ষণে। আড়চোখে বাসের কনডাকটরের দিকে তাকাল সে। বাসের ভিতরে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বিহারিটা ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'উ লউড়া পাগলা গিয়া হ্যায়। উসকো উতার দো।'

BanglaBook.org

আমি ততক্ষণে একদম বাসের দরজার কাছে চলে এসেছি। কন্ডাকটর

আমাকে নামতে বারণ করে আমার কাছে দৌড়ে এসে আমার হাত চেপে ধরল। গাড়িটা স্পিড কমিয়ে অনেকটাই আস্তে হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। কন্ডাকটরের হাত ছাড়িয়ে আমি বাসের ভেতর থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লাম। রাস্তার কিছু মানুষ সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি রাস্তায় লাফিয়ে পড়েই দৌড় লাগালাম। আমার পিছনে পিছনে দৌড় দিয়েছে সেই হাঁস। আমাকে সে ছেড়ে যাবে না কখনোই। সে আমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে আসছে যুগ যুগ ধরে। আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৌড়োতে শুরু করেছি। আমার পিছনে দৌড়োচ্ছে এই পৃথিবীর দু একটা কল্পনার হাঁস।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org